গাওরে মন, গৌরাঙ্গ গুণ
গৌর নাম কর সার।
জনে জনে ধরি, জাতি না বিচারি
নাম কর পরচার॥

গ্রন্থকার।

শ্রীহরিদাস গোস্বামী
বিরচিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

(শ্রীগৌর-ধর্ম্ম-প্রচারে অর্পিত)

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস গোস্বামী, কেশীঘাট, শ্রীধাম-বৃন্দাবন।

শ্রীগৌর-গীতিকা

শ্রীপাট দোগাছিয়ানিবাসী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য পদকর্ত্তা
দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরবংশীয় শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-
দাসানুদাস বৈষ্ণব-চরণরেণু-প্রার্থী

দীন হরিদাস গোস্বামী

বিরচিত ও প্রকাশিত

—*—

মমাস্মিন্ সন্দর্ভে যদপি কবিতা নাতি-ললিতা
মুদং ধাস্যন্ত্যচ্চৈস্তদপি হরিগন্ধাদ্বুধগণাঃ।
অপঃ শালগ্রামস্নপন-গরিমোদ্গারসরসাঃ
সুধীঃ কো বা কৌপীরপি নমিতমূর্দ্ধা ন পিবতি॥

বিদগ্ধমাধব।

অর্থ :—কূপোদকেও নারায়ণকেও স্নান করাইলে তাহা যেমন লোকে নত মস্তকে ধারণ করে, তদ্রূপ আমার এই কূপোদক তুল্য হীন কবিতায় কোনও লালিত্যাদি গুণ নাই সত্য, তথাপি শ্রীগৌরলীলার সম্পর্কে ইহার আস্বাদে গৌরভক্ত সুধীগণ অবশ্যই আনন্দানুভব করিবেন।

গৌরাব্দ—৪২৭, বঙ্গাব্দ—১৩১৯,

(শ্রীগৌরধর্ম্ম-প্রচারে অর্পিত)

মূল্য এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকে মুদ্রিত কবিতা ও পদাবলী কতক কতক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবক, শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী, শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-সেবিকা, শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচার, ভক্তি, ও শ্রীধাম বৃন্দাবনের আচার্য্য প্রভৃতি শ্রীবৈষ্ণব সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে শ্রীশ্রীগৌর-ভক্তবৃন্দের অনুরোধে একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালির ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের মধুময় নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির মূল উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য কত দূর সফল হইয়াছে তাহা কৃপাময় পাঠকগণের বিচার্য্য। যশ বা অর্থের লোভে এই পুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক বিক্রয়লব্ধধন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রেমময় বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। এই গ্রন্থখানি পাঠে যদি একজনও পাঠক-পাঠিকার প্রাণে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতির উদ্রেক হয় এবং মনে গৌরপ্রেমের সঞ্চার হয় তাহা হইলে অধম ও অযোগ্য লেখক কৃতকৃতার্থ মনে করিবে।

জব্বলপুর
শ্রীগৌর পূর্ণিমা,
গৌরাব্দ ৪২৭।

শ্রীবৈষ্ণব কৃপাকণাভিক্ষু—
দীনহীন গ্রন্থকার।

উৎসর্গপত্র।

অভিন্ন-হৃদয় সহোদর গোলকগত

শ্রীমান্ গুরুদাস গোস্বামীর প্রতি—

ভাই!

তুমি গোলোকে আর আমি ভূলোকে। আমার প্রাণের কথা তুমি শুনিতে পাইবে কি না আমি জানি না; কিন্তু আমি তাহা তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তুমি আমার প্রাণ গৌরের বড় প্রিয় ছিলে, তাই তিনি তোমাকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া নিজের নিকটে টানিয়া লইয়াছেন। তুমি পুণ্যবান্ ও ভাগ্যবান্ আমি অধম ও অভাগা। তুমি আমাকে একা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছ বলিয়া আমার কিছু দুঃখ নাই, কারণ তুমি আমার সাধনধন সর্ব্বসন্তাপহারী প্রাণ গৌরাঙ্গের চির শান্তিময় শ্রীপাদ-পদ্মাশ্রয় করিয়াছ। বড় ভাই ছোট ভায়ের নিকট কিছু আশা করে। তুমি তোমার দাদার হৃদয়বেদনা কিছু কিছু জান। আমার প্রলাপপূর্ণ গৌরানুরাগের কবিতাগুলি তুমি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবে, আর আমার প্রাণ গৌরাঙ্গকে শুনাইবে, তাহা হইলে আমার প্রাণের সকল আশাই পূর্ণ হইবে, আমি কৃতকৃতার্থ হইব। আমি জানি, তুমি আমার কথা ঠেলিতে পারিবে না, তাই তোমাকে মনের কথাটি খুলিয়া বলিলাম।

জব্বলপুর।
শ্রীগৌর-পূর্ণিমা, গৌরাব্দ ৪২৭

তোমার দীনহীন হতভাগ্য
দাদা।

৺৭।১

সূচনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সুদীর্ঘ সূচনার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তবে লিখিলাম কেন? একথার উত্তরে কিছু বলিতে চাই; ভরসা করি কৃপাময় পাঠকগণ একটু ধৈর্য্য ধরিয়া এই দীনহীন কাঙ্গালের প্রাণের কথাগুলি পাঠ করিবেন।

গোলোকগত মহাত্মা শ্রীলশিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের শ্রীশ্রীঅমিয়-নিমাইচরিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার হৃদয়ের গৌর-প্রেমের উৎস একেবারে উছলিয়া উঠে। এই সূচনার শেষে উদ্ধৃত কবিতাটিতে একথা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছি। বাল্যকালে কখন কখন আমার কবিতা লেখা অভ্যাস ছিল। কিন্তু গত কুড়ি একুশ বৎসর কাল যাবৎ শ্রীমতী কবিতা সুন্দরীর আরাধনা করিতে একেবারেই অবসর পাই নাই, কারণ আমি দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ জীব। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কবিতাবলী অনধিক এক বৎসরের মধ্যে লিখিত। প্রাণ-গৌরাঙ্গ এ অধমকে দিয়া যাহা লিখাইয়াছেন তাহাই অকপটে লিখিয়া রাখিয়াছি—

আমি লিখি ইহা মিথ্যা করি অনুমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান॥

আমি অজ্ঞ, মূঢ় এবং অধমাধম। শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের দাসানুদাসের পদবাচ্য হওয়া আমার মত হতভাগ্যের পক্ষে কেবল দুরাশা-মাত্র। তবে শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বড় দয়াল ঠাকুর, পতিত-পাবন, তিনি নিজগুণে অধম লেখকের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা করিয়াছেন। সে কৃপার কথা উল্লেখ করিয়া কৃপাময় পাঠকগণের কোমল প্রাণে ক্লেশ দিতে চাহি না। বিধাতার শাস্তি শ্রীভগবানের দয়া বলিয়া মস্তক পাতিয়া

লইয়াছি; অধমের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাকটাক্ষের এই প্রথম নিদর্শন। অধম জীব দুঃখ একেবারে চায় না, দুঃখের নামে তাহাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠে, তাহারা বুঝে না দুঃখই এ জগতে পরম সুখ। এ মর জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই সুখের অস্তিত্ব আছে। দুঃখ না থাকিলে সুখেব প্রকাশই হইত না। অবোধ জীব যখন সুখভোগে মত্ত হইয়া শ্রীভগবানেব নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, এক মাত্র দুঃখই তখন তাহাদের চৈতন্য-সম্পাদন করে, তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন করিয়া ভবকাণ্ডারী শ্রীভগবানের চির শান্তি-প্রদ চরণান্তিকে টানিয়া লইয়া যায়। ভব-রোগ দুরারোগ্য। এ কঠিন রোগে কঠিন চিকিৎসার প্রয়োজন। সামান্য ঔষধে এ বিষম রোগের প্রতিকার হয় না; ভব-রোগে মূর্চ্ছিত রোগীব মুখে জল সেচন করিলেও যখন তাহার মূর্চ্ছা অপগত হয় না, তখন চিকিৎসকগণ উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা তাহার শরীর স্পর্শ করিবারও ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, কঠিন রোগের কঠিন ব্যবস্থা। যখন অস্ত্র-প্রয়োগ ভিন্ন অন্য উপায় নাই, রোগীর কল্যাণেচ্ছু বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর মঙ্গলের জন্যই এই দুঃখযন্ত্রণাময় অস্ত্র-চিকিৎসাব ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; এ অধমের পক্ষে এই ব্যবস্থাই হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীগৌরভগবানের কৃপাকটাক্ষ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। তাই এক দিন প্রাণের আবেগে আমাব প্রাণ-গৌরাঙ্গের নিকট নিবেদন করিয়াছিলাম:—

(১)

গৌর হে!

দুখের আশায় রয়েছি বসিয়ে,
দাও দুখ প্রভু আরো।
সুখ পেয়ে তোমা, গিয়েছিনু ভুলে
দাও দুখ যত পার॥

বুঝেছি এখন সুখ—দুখময়
দুখই সুখের মূল।
দুখের জীবন বড় সুখময়
সাধনের অনুকুল॥
সাধনার পথ— দুখ,—তব দয়া
তাই চাই দুখরাশি।
দুখের সাধনে পায় তোমা জীব
তাই দুখ ভালবাসি॥
দিছি মাথা পেতে চরণকমলে
চাই ভিক্ষা করযোড়ে।
দাও আরো দুখ ওহে দয়াময়
ডাকি তোমা প্রাণভরে॥
অতীব সুগম দুখের সাধন
বুঝেছি সাধনতত্ত্ব।
দুখের সাগরে ভাসিয়ে এখন
দাস হরিদাস মত্ত॥

(২)

গৌর হে!

দাও দুখ তুমি যত পার,
ভুলে ছিনু তোমা সুখ পেয়ে।
সুখ চেয়ে প্রভু দুখ ভাল,
দয়া কর নাথ দুখ দিয়ে॥

যত দুখ পাই সুখ ভাবি,
দুখেই তোমার পাই দেখা।
সুখ পেলে তোমা ভুলে থাকি,
দুখই আমার বিধিলেখা॥
আমি দুখেই সুখী সদাই দেখি,
দুখের ভিতর সুখতারা।
দুখই আমার লাগে ভাল
সুখ বোধ হয় ভবকারা॥
(তুমি) দুখ দাও যারে ধন্য সে
দয়ার পাত্র সেই ত তব।
সুখ ছাড়ি দুখ চায় যে সে
দুখেই দেখে সুখ নব নব॥
দাও দুখ প্রভু দয়া করে,
দুখেই তোমারে পাব আমি।
দুখী হরিদাস বড়ই সুখী
নাম গেয়ে তব দিন যামি॥

সূচনার প্রারম্ভে যে কবিতাটির উল্লেখ করিয়াছি, সেটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নিমাই-চরিত, পড়িতে পড়িতে,
মত্ত হ'ল মন প্রাণ।
প্রেমের তুফান, উঠিল হৃদয়ে,
সদা মুখে গৌরগান।

কত দিনকায়, অবশ হৃদয়,
জাগিয়া উঠিল যেন।
সুখের স্বপনে, পানু প্রাণধন,
বিশ্বাস আমার হেন।
শয়নে ভোজনে, আফিসের কাজে,
দেখি সে সুন্দর মূর্ত্তি।
হাড় ভাঙ্গা শ্রমে, আয়াস না মানে,
গান গেয়ে কত স্ফূর্ত্তি।
গৌরনাম লিখি, গৌরকথা শিখি,
চর্চ্চা শ্রীগৌর-লীলা।
পাঁজি পুথি ল'য়ে, বসিয়ে নির্জ্জনে,
লিখি হৃদয়ের জ্বালা।
কাঁদি আর লিখি, আঁখিনীরে ভাসি,
কবে প্রভু-পদ পাব।
শিশির ঘোষের, নিমাই-চরিতে,
হ'ল মনে নব ভাব।
তরুশিরে দেখি, গৌরাঙ্গ-মূরতি,
দুঃখী প্রাণে গৌরদয়া।
আকাশের তারা, প্রেমে মাতোয়ারা,
নভস্থলে গৌরকায়া।
পশু পক্ষী সব, গৌর-কলেবর,
প্রেমমাখা পাখীস্বর।
পত্র পুষ্প ফলে, গৌরাঙ্গ-মহিমা,
দেখি আমি নিরন্তর।

হাম্বারবে গাভী, গৌরনাম ডাকে,
চারিদিক গৌরময়।
গৌর-পদধূলি, প্রতি পদে দেখি,
ত্রিজগৎ ভাবময়।
গৌরময় ভব, দেখি নিতি নিতি,
মাখা প্রেম গোরাচাঁদ।
নদীয়ার পতি, দীনজনগতি,
নাই কোন প্রতিবাদ।
এত দয়া হৃদে, এত প্রেমদান,

দীনের দয়াল, ভক্তবৎসল,
হেরি আমি গৃহদ্বারে।
এস এস প্রভু, পেতেছি আসন,
শুষ্ক হৃদয়ে মম।
প্রেমবারিদানে, বাচাও জীবনে,
নাশ হৃদয়ের তম।
এস হে গৌরাঙ্গ, এস প্রাণধন!
নটবররূপ ধরি।
এস প্রাণনাথ! নিজ-জন বলি,
দয়া কর গৌর-হরি।
অধমতারণ, নামটি তোমার,
বড় মিঠে মিঠে বুলি।
জীবোদ্ধার হেতু, মর্ত্ত্যে আসিয়া,
ধরিলে সন্ন্যাস-ঝুলি।

মাঙ্গলিক গীতে, আহ্বানি তোমায়,
হৃদয়-আসনে ব'স।
প্রাণভরা দুঃখ, দূর কর প্রভু,
কাঙ্গাল-ভবনে এস।
নাহিক আমার, তুলসীচন্দন,
ধূপ দীপ পুষ্পমালা।
মানস-সরোজে, বস প্রেমময়,
দিব গলে ভক্তিমালা।
নাচিয়া গাহিব, তব নামগান,
হাসিব মনের সুখে।
পাসরিব দুঃখ, হেরিয়ে শ্রীমুখ,
রাখিব চরণ বুকে।
কৃষ্ণ কেশব, ব্রহ্মাণ্ড দেব,
দয়াময় মহাপ্রভু।
জয় গৌরহরি, নদীয়া বিহারী,
জয় গৌরাঙ্গ বিভু।
জয় জগবন্ধু, করুণার সিন্ধু,
প্রেমময় গৌরাঙ্গ।
শচীনন্দন, বৃন্দাবনধন,
হরিদাসে কর সঙ্গ।

শ্রীগ্রন্থ শ্রীশ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের জয় জয়কার হউক। শুভক্ষণে মহাত্মা শিশিরকুমার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

জব্বলপুর, শ্রীগৌরপূর্ণিমা
গৌরাঙ্গ ৪২৭

দীনহীন
শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

সূচী-পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
আহ্বান-গীতি	
নামসংকীর্ত্তনে	৩
ভক্তের আহ্বান	৫
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মদিন উপলক্ষে	৭
শ্রীধামনবদ্বীপদর্শনে	১০
নব বর্ষে	১২
অনুরাগে	১৩
নিবেদন-গীতি	
প্রদোষে	১৭
বিয়োগে	১৯
নিশীথে	২২
মন দুঃখে	২৪
অনুতাপে	২৭
হতাশে	২৮
গৌর-চরণে	৩০
প্রার্থনা-গীতি	
নাম গান	৩৫
বিপদে	৩৭
শমনভয়ে	৩৯
বিজনে	৪১
বিরহে	৪৩
আত্মবিলাপে	৪৬
বিষাদে	৪৮
মনস্তাপে	৫০
শ্রীশ্রীগৌর-চরণে	৫২
যুগলচরণে	৫৩
হতাশে	৫৪
অনুতাপে	৫৬
শ্রীনিত্যানন্দচরণে	৫৮
অনুরাগবল্লী	
প্রভাতে	৬৩
সঙ্গের সাথী	৬৪
কি বলে' তোমায় ডাকি ?	৬৬
গৌরনিধি	৬৮
গৌরপরিচয়	৭১
কামনা	৭৫
কাননে—মালাহস্তে	৭৭
গোরাপ্রেম	৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিতাইপ্রেম	৮২
গৌরহরি	৮৬
আমার গৌর	৮৭
সখীর প্রতি	৯০
গৌরকথা	৯২
শ্রীশ্রীগৌরগোপাল	৯৫

স্তব-গীতি

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াযুগলাষ্টক স্তোত্র	৯৮
শ্রীগৌরাষ্টকস্তবগীতি	১০০
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াষ্টক	১০২
শ্রীনিত্যানন্দাষ্টক	১০৪
শ্রীঅদ্বৈতাষ্টক	১০৭
শ্রীগৌরাঙ্গস্তব	১১১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বন্দনা	১১৩
শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা	"
শ্রীগৌর-বন্দনা	১১৪
শ্রীগৌর-গীতি	১১৬
শ্রীগৌরচন্দ্র-বন্দনা	১১৮
শ্রীগৌরচরণ-বন্দনা	১১৯
বালগৌরাঙ্গবন্দনা	১২১
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা	১২২
শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে	১২৫

গৌর-লীলামৃতলহরী

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীগৌর-গোবিন্দ	১২৮
গৌরগান	১২৯
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র	১৩০
গৌর-ধন	১৩১
বিজয়া দশমী	১৩৩
মনের প্রতি	১৩৫
রূপ-তৃষা	১৩৬
অভিমানের ক্রন্দন	১৩৮
শ্রীগৌরকিশোর	১৩৯
নামে রুচি	১৪১
চিরজীবনের আশ	১৪৩
নদীয়া-যাত্রী	১৪৫
কলিমাহাত্ম্য	১৪৭
আমার প্রভু	১৪৮
শ্রীশ্রীনিমাইচাঁদ	১৫১
বাল গৌরাঙ্গ	১৫৩
শচীর দুলাল	১৫৪
বাল-গৌরাঙ্গনৃত্য	১৫৭
শ্রীনিমাইচাঁদের নৃত্য	১৫৯
বাল্যলীলা	১৬০
বালগৌর	১৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
নদীয়াযাত্রা	১৬৩
শ্রীগৌরসাধন	১৬৪
গৌর-ধন	১৬৫
রূপমুগ্ধ	১৬৬
শ্রীগৌরনৃত্য	১৬৭
শ্রীগৌরাঙ্গনৃত্য	১৭০
নিতাইগৌর-নৃত্য	১৭১
শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তন	১৭৩
শ্রীগৌরাঙ্গদর্শন	১৭৬
গৌরনাম	১৭৯
আমার পঞ্চতত্ত্ব	১৮১
শচীর-অঙ্গন	১৮২
শ্রীধামনবদ্বীপ	১৮৪
শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ	১৯০
শ্রীশ্রীমহাপ্রভু হরিদাস মিলন	১৯৫
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া	১৯৭
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-দর্শন	১৯৯
মনের প্রতি	২০১
শ্রীজন্মাষ্টমী	২০৫
বাসুদেবের প্রার্থনা	২০৭

বিলাপ-গীতি

বিষয়	পৃষ্ঠা
শচী-বিলাপ	২১০
নিমাই সন্ন্যাসী	২২৫
শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগে	২২৬
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ	২২৭
শ্রীগৌরসন্ন্যাস	২২৯
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর খেদোক্তি	২৩১

পদাবলী

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীগৌরাঙ্গের আখটি	২৩৫
শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা	২৩৬
শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ	২৩৭
শ্রীগৌরনৃত্য	২৩৮
শ্রীগৌরজন্ম	২৩৯
শ্রীগৌরাঙ্গের যোগ	২৪০
অভিমান	২৪১
শ্রীগৌরপ্রেম	২৪২
নদীয়ার চাঁদ	”
মাতৃকোলে শিশু গৌরাঙ্গ	২৪৩
নিবেদন	২৪৪
বিলাপগীতি	২৪৫
সুখস্বপ্ন	২৪৬
শ্রীগৌরদর্শন	২৪৭
শ্রীনিত্যানন্দের যুগলরূপদর্শন	”
জন্মদিনে	২৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা

গীতাবলী

৩০টী শ্রীগৌরাঙ্গসম্বন্ধীয় গীত ২৫১

গৌরপ্রেমোচ্ছ্বাস

শ্রীগৌরআবাহন ২৭৪
শ্রীগৌরাঙ্গচরণ „
প্রেমাশ্রু ২৭৬
পুলক ২৭৭
প্রার্থনা ২৭৮
অভিমানে ২৭৯
দুঃখে ২৮১
ধামাপবাদে ২৮৩
গৌরচরণে প্রার্থনা ২৮৪
কে তিনি ? ২৮৫
গৌরবিরহোচ্ছ্বাস ২৮৬
শ্রীগৌরনামসাধন ২৮৭
প্রভুর রথাগ্রে নৃত্য ২৮৮
শিব-রাত্রি ২৮৯

শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-ভজন-গীতি

কলিহত জীবের প্রতি ২৯২
শ্রীবংশীবদন ঠাকুর ২৯৩
কলির ভজন ২৯৩
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মাহাত্ম্য ২৯৫
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব ২৯৬
গৌরভক্তের প্রতি ২৯৭
বঙ্গনারীর প্রতি ২৯৮
বালমতি শিশুদের প্রতি ২৯৯
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ৩০০
নব-বৃন্দাবন ৩০১
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ৩০২
যুগল-প্রার্থনা ৩০৩
যুগলপ্রকাশ ৩০৪
যুগলগীতি ৩০৬
মাতৃভক্তের রোদন ৩০৭
অভয়বর প্রার্থনা ৩০৮
দুঃখের কথা ৩১০
যুগল-মিলন-গীতি ৩১১
আক্ষেপোক্তি ৩১৩
শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ৩১৬
যুগল সেবাভিখারীর প্রার্থনা ৩১৭
নদীয়াবাসীর নিবেদন „
শ্রীগৌরান্বেষণ ৩১৯
শান্তি ৩২০

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরায় নমঃ।

মঙ্গলাচরণ।

নমস্ত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ।
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং॥
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

আজানুলম্বিতভুজৌ কণকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম পালৌ
বন্দে জগৎ প্রিয় করৌ করুণাবতারৌ॥

নিত্যানন্দমহং বন্দে কর্ণে লম্বিতমৌক্তিকং
চৈতন্যাগ্রজরূপেণ পবিত্রীকৃত ভূতলং॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতার্য্যমাশ্রয়ে॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

আহ্বান গীতি।

"এস অদ্বৈতের আনা ধন শ্রীগৌরাঙ্গ হে!"

"এস নিত্যানন্দের সরবস্ব শ্রীগৌরাঙ্গ হে!"

"এস গদাধরের প্রাণধন শ্রীগৌরাঙ্গ হে!"

"এস নরহরি-চিত-চোরা শ্রীগৌরাঙ্গ হে!"

"এস শ্রীনিবাস-জীবন শ্রীগৌরাঙ্গ হে!"

"এস পতিতোদ্ধারণ শ্রীগৌরাঙ্গ হে!"

আহ্বান গীতি।
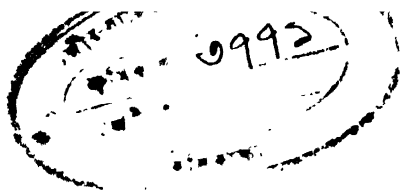
নাম-সংকীর্ত্তনে।

(১)

গৌর হে!

আবার কবে আস্‌বে তুমি
বল দয়াময়!
জীবের ভাগ্যে আবার কবে
হবে সে সময়।
ডাক্‌চে তোমা আকুল প্রাণে,
গাহিছে নাম উদাস মনে,
তোমার যত আশ্রিত জন
ব্যাকুল হৃদয়।
আবার কবে আস্‌বে তুমি
বল দয়াময়!

(২)

জগত জুড়ে লেগেছে আজি
হরি-নামের মেলা।
সবার সাধ, মনের সাধে
দেখ্‌বে গৌর-লীলা।

উদয় হও সদয় হয়ে
এসহে প্রভু সঙ্গে লয়ে
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ
কলির সন্ধ্যাবেলা।
জগত জুড়ে লেগেছে আজি
হরি-নামের মেলা।

(৩)

সংকীর্ত্তন উঠেছে জেগে
বিশ্ব-গগনময়।
নারী নরে সমস্বরে
গাহিছে তব জয়॥
সবাই বলে আসবে তুমি
গৌর-হরি! হৃদয়-মণি!
আবার হবে ভারত ভূমে
গৌরাঙ্গ-উদয়।
(তাই) সংকীর্ত্তন উঠেছে জেগে
বিশ্ব-গগনময়॥

(৪)

সে দিন কবে আসবে বল
গৌর ভগবন্!
ভাগ্যে কি মোর ঘটবে তব
চরণ দরশন।
ব'সে যে আছি আশার আশে,
দিবস গণি মহোল্লাসে,

স্বপ্ন দেখে রাত্রি দিনে
এ দাস অভাজন।
সে দিন কবে আসবে বল
গৌর ভগবন্‌!

ভক্তের আহ্বান।

(শ্রীগৌর-পূর্ণিমা উপলক্ষে লিখিত। ৯ই চৈত্র ৪২৮ শ্রীগৌরাব্দ।)

এস হে গৌর নদীয়ার পতি,
এস হে এস হে পতিতের গতি,
তারিতে আবার অধম অকৃতী
পাপী তাপী দুরাচার।
সেইরূপে এস ভুবন-ভুলান
শচীর দুলাল মদনমোহন,
বিলাইতে প্রেম অতুল রতন,
ঘুচাতে দুখের ভার॥
নাচিতে নাচিতে দুই বাহু তুলে,
ভুবন মঙ্গল হরিনাম ব'লে,
ভাসায়ে ভুবন নয়নের জলে,
হাতে ল'য়ে প্রেম-ডালি।
সেইরূপে এস নদীয়ার রাজ,
সোনার অঙ্গে ধূলি মাখা সাজ,
বদন চন্দ্র করুণ সলাজ,
দু'টি হাতে করতালি॥

নদীয়ার পথে নাচিয়া নাচিয়া,
আবাল বৃদ্ধ প্রেমে মাতাইয়া,
আবার এস হে করুণা করিয়া,
উজল করিয়া বঙ্গ।
আবার হেরিব রূপের মাধুরী,
মুনি-মন-হরা মাসিক শরীরী,
হৃদয় দেবতা ওহে গৌরহরি!
পুনঃ কর লীলা-রঙ্গ॥
শুভ দিন আজি সেই শুভগ্রহ,
জগতপূজ্য গৌর-বিগ্রহ,
পতিতের পতি জল মাল্য লহ,
পতিত অধম করে।
গ্রহণের ঘটা পূর্ণিমার চাঁদে,
সেই শুভ দিন পরাণ যে কাঁদে,—
দিগন্ত ব্যাপিত হরিনাম নাদে,
ডাকে তোমা নারী নরে
কোথায় লুকায়ে আছ তুমি নাথ,
লও আসি প্রভু কোটী প্রণিপাত,
পাপী তাপী দুখী সবে লও সাথ,
শিরে দিয়ে পদধূলি।
পতিত অধম পায় না আদর,
সদাই তাদের বিষাদ অন্তর,
পতিতের বন্ধু তুমি বিশ্বম্ভর,
শুনাও অমিয় বুলি॥

অতি শুভ আজি লগন দেখিয়া,
আশা পথ চেয়ে রয়েছি বসিয়া,
এস হে গৌর গোলোক ছাড়িয়া,
কলির সন্ধ্যাকালে।
নয়নের নীরে পূজা আয়োজন,
করুণ রোদনে প্রেম আবাহন,
করিছে তোমায়, হে দীন-শরণ!
নরনারী সবে মিলে।
চিরদিন তুমি প্রণত-পাল,
এস হে এস হে ঠাকুর দয়াল,
সঙ্গে করিয়া স্বভাব বাল,—
অবধূত নিত্যানন্দ।
দুই ভায়ে মিলি এস হে গৌর,
নিমাই নিতাই হৃদয়-চোর,
পদধূলি যাচে পাতকী ঘোর
হরিদাস ভাগ্য-মন্দ॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মদিন উপলক্ষে।

এস হে আজ, নদীয়ারাজ!
শান্তি করি সঙ্গে।
অর্দ্ধ মৃত গৌড়-ভূমি
নাচাও প্রেম-রঙ্গে॥

গর্ব্ভে শচীর উদয় হ'লে
তরাতে পাপী সর্ব্ব।
পূর্ণিমা তিথি মাস ফাল্গুনে
(তব) জন্মতিথি পর্ব্ব।
পূজিবে সবে নারী নবে
তব চরণ দ্বন্দ্ব।
চৌদিকে ছুটে আকুল করে
পদ্ম-মধু গন্ধ।
ভক্ত সবে পূজিবে তোমা
আসন পাতি দর্ভ।
অর্থী দুঃখী সকলে মেলি
ত্যাজি জ্ঞান গর্ব্ব।
ভরিয়া ডালা এনেছি মালা
করিয়া অতি যত্ন।
চন্দন ঘসি পূজিব বলি
এনেছি নানা রত্ন।
পাদ-সরোজ ভরসা মাত্র
জানি না তোমা ভিন্ন।
ভক্ত-প্রাণ ! ভক্তি-নিদান !
কর না আশা ছিন্ন।
নদীয়া-পতি ! পরাণ-কান্ত !
করিলে কত কীর্ত্তি।
জগজ্জীবে দেখালে কত
দৈন্য, কত আর্ত্তি।

পাপী তরালে পৃথ্বী ভাসালে
আনি প্রেমের বন্যা।
গোরা অবতারে সাধন তন্ত্রে
ধরণী হ'ল ধন্যা।
প্রাণ মাতান ভক্তি তত্ত্বে
শিখালে প্রেম-নৃত্য।
পৃথ্বী মাতিল বিশ্ব ভুলিল
গৌর-নাম সত্য।
সহ অদ্বৈত নিত্যানন্দ
করিলে নানা রঙ্গ।
কীর্ত্তন সুধা মধুর ধারে
ভরিল সর্ব্ব বঙ্গ।
নাম-মহিমা প্রচারি ভবে
সাধিলে মহা কার্য্য।
শুভ লগনে করিল তব
জন্ম দিন ধার্য্য।
(আজি) সবাই মিলি দু' বাহু তুলি
নাচি সজন সঙ্গে।
(তোমরা) সবাই বল গৌর-ধন
উদিবে পুন বঙ্গে।
আশার আশে বসিয়া আছি
উর্দ্ধ করি কর্ণ।
শুনিব তব অমিয় মাথা
বচন মধু পূর্ণ।

(আমি) হেরিব রূপ পরাণ-হরা
পতিত-জন বন্ধু !
(আমার) দয়াল গৌর দয়ার সাগর
সর্ব্ব গুণের সিন্ধু।
এসহে নাথ ! প্রকাশি দয়া
পাদ পরশ বক্ষে।
হৃদি আসনে বস হে দেব !
হেরি চর্ম্ম-চক্ষে।
পাপী অধমে কৃপা করহে
হরিদাস তব ভৃত্য।
তোমা ভিন্ন নাহিক গতি
গৌর-নাম সত্য।

শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে।

প্রভু হে !
কত দিন হ'ল, এসেছিলে তুমি,
ছড়ায়ে মাধুরী ভুবনে।
কত কথা বলে, কত আশা দিয়ে,
দিয়েছিলে স্থান চরণে।
আশা পথ চেয়ে, তব নিজ জন,
এখনও রয়েছে উদ্‌গ্রীব।
এস এস প্রভু, দয়াল ঠাকুর,
কাতরে ডাকে তব জীব।

নাই সে অদ্বৈত, নাই হরিদাস,
নাহিক সে নিত্যানন্দ।
নাহিক শ্রীবাস, নাই গদাধর,
নাই সে ভকত-বৃন্দ।
আছে জন কত, অধম পামর,
তব চির দাসানুদাস।
ডাকিছে কাতরে, কাঁদিছে নিয়ত,
সদাই মুখে হা হুতাশ।
নাহিক ভকতি, অধম কুমতি,
নাহি প্রেম তব পূজনে।
কেই বা শিখাবে, প্রেম বিতরিবে,
ধরি পাতকী জনে জনে।
ভকত দুর্গতি, কত বা সহিবে,
এস প্রভু! শচীনন্দন!
সঙ্গে লয়ে এস সাঙ্গোপাঙ্গ,
কর হে মোচন বন্ধন।
বড় আশা করি, ধরেছি জীবন,
পুন হেরিব গৌরাঙ্গে।
এস এস প্রভু, কর পূর্ণ কাম,
বরষ অমিয়া বঙ্গে।
চাতকের মত, চেয়ে আছি তব
চরণ ভেটিব বলিয়া।
এস হে নিমাই! রাঙ্গা পা-দুখানি,
নিরখি নয়ন ভরিয়া।

হবে কি সে দিন? আ'সবে কি তুমি?
তাই ভাবি দিন যামিনী।
(তব) দাস হরিদাসে, কর'না বঞ্চনা
(গৌর এস হে) উজ্জল করিয়া ধরণী।

নব-বর্ষে।

মঙ্গল গানে আজি শুভ দিনে
আহ্বানে তোমা নরনারী।
সঙ্গে করিয়া স্বরগ অমিয়া
এস মঙ্গল পরচারি।
চির শান্তি লয়ে আনন্দ বিলায়ে
এস নববাস পরিয়া।
দে'ও নব প্রাণ গা'ও নব গান
ছুটাও লহরী অমিয়া।
পল্লব নব পুষ্প অভিনব
অঞ্জলি ভরিয়া বারি।
মিলাও অনলে পূত সলিলে
ভর কুম্ভ সারি সারি।
সাজাও বসুধা ঢাল রাশি সুধা
মঙ্গল ঘটে প্রতি দ্বারে।
সম্বর বিপদ আন সম্পাদ
ধন ধান্য ভারে ভারে।

পত্র পুষ্প ফল অনিল অনল
ভূধর আকাশ গহন।
আনন্দ রবে সজ্জিত সবে
আবাহন তোমা কারণ।
কুসুম কুঞ্জে ভ্রমরা গুঞ্জে
শুভ দিন দরশনে।
ফুটেছে নলিনী খেলিছে তটিনী
নব বর্ষ আগমনে।
গাও গৌর-গান মধু মাখা নাম
নব নব ভাবে মাতিয়া।
আকুল আহ্বানে ডাক গৌরধনে
দুই বাহু তুলি নাচিয়া।

অনুরাগে।

এস হরিদাস-চিত-চোরা শচীনন্দন হে!
প্রাণ-গৌর জগবন্দন হে!
এস এস কাছে বস,
ঢাল প্রেম-সুধা-রস,
চিরশুষ্ক হৃদে মোর
হে গৌরসুন্দর!
কিছু নাহি চাই আমি,
পরাণের প্রিয় তুমি,

জীবন সর্ব্বস্ব ধন,
মম চিতচোর।
প্রতি কার্য্যে লীলা তব,
অনুভবি নব নব,
কত সুখ পাই মনে
জুড়াই জীবন।
চেয়ে আছি পথ পানে,
কলকণ্ঠ বাজে কানে,
প্রতি স্বরে শুনি তব
মধুর বচন।
অপরূপ রূপরাশি,
নিষ্কলঙ্ক গোরাশশী,
হৃদয় মাঝারে মোর
জাগে নিরন্তর।
সর্ব্ব জীবে গৌর হেরি,
সর্ব্ব স্থানে গৌর-হরি,
গৌরময় অধমের
হৃদয়-কন্দর।
গৌরগত-প্রাণ মোর,
গোরা-প্রেমে থাকে ভোর,
গৌরহরি, শ্রীগৌরাঙ্গ,
সাধনার ধন।
গৌর-দাস হরিদাস,
জনমের অভিলাষ,

শিব বিরিঞ্চি বন্দিত
চরণ সেবন।
এস এস শ্রীগৌরাঙ্গ,
অধমেরে কর সঙ্গ,
নিরাশ কর'না প্রভু
হে চির-সুন্দর।
দেখা দাও গৌরহরি!
তোমার চরণে ধরি,
(তব) চিরদাস হরিদাস
কাঁদে নিরন্তর।

নিবেদন গীতি।

“ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ,

লহ গৌরাঙ্গ নাম।

যে জন গৌরাঙ্গ ভজে

সেই আমার প্রাণ॥”

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উক্তি।

নিবেদন গীতি।

প্রদোষে।

গৌর হে!

কোথায় তুমি, লুকায়ে আছ,
খুঁজিয়ে আমি পাই না।
হৃদয় মাঝে, এস হে নাথ!
কর' না মোরে ছলনা।
চিত্র আঁকি, রূপের তব,
পাষাণ হৃদি মাঝারে।
ধেয়ান করি, তোমার রূপ,
ডুবি ভাবের পাথারে।
মুদিয়া আঁখি, তোমায় দেখি,
তুমিই ধ্যান ধারণা।
নিদ্রাকালে, স্বপন সুখে,
ভাবি তোমার ভাবনা।
জগত প্রভা, রূপের আভা,
জগত ভরি হেরিয়া।
অবশ হৃদি, আকুল প্রাণ,
উঠেছে মম মাতিয়া।

তোমার প্রেমে, মত্ত হ'য়ে,
ভুলেছি সব যাতনা।
তোমার নামে, পরাণ কাঁদে,
দেখেও তুমি দেখ' না।
প্রাণ গৌর! হা গৌরাঙ্গ!
ডাক্‌ছি আমি সতত।
দয়াল তুমি, পতিত আমি,
করহ পাপে বিরত।
বিষয় বিষে, দিয়েছ ফেলে,
উঠ্‌তে নারি গৌর হে।
টানিয়া কেশে, উঠাও তুমি,
মরি যে তব বিরহে।
ভরসা তব, চরণ তরি,
তোমা ভিন্ন জানি না।
তুমিই পিতা, তুমিই মাতা,
তুমিই পুত্র ললনা।
তোমার তরে, হৃদয় ভরে,
রেখেছি প্রেম কত না।
হৃদয় চিরি, গৌরহরি,
একবারটী দেখ' না।
আঁকিয়ে ছবি, গৌর-রবি,
হেরিয়ে চারু মু'খানি।
নেহারি রূপ, পুলকে মাতি,
কত যে আমি বাখানি।

রূপের তৃষা, ততই বাড়ে,
যতই দেখি তোমারে।
যতই কাঁদি, ততই তুমি
বঞ্চিত কর আমারে।
কি সুখ তব, এ দুঃখ দিয়ে,
তোমারি দাস অধমে?
বল হে তুমি, নিদয় কেন?
ধরি তোমার চরণে।
তোমার দয়া, দুঃখ ভরা,
মায়া তব নাগপাশ।
যাবে না দুঃখ, তাতেই সুখ,
তাই মত্ত হরিদাস।

বিয়োগে।

গৌর হে!

দুঃখের পশরা, মাথায় চাপায়ে,
পাঠায়েছ প্রভু! আমারে।
দাও যত পার, দুঃখ রাশি রাশি,
তবু না ভুলিব তোমারে।
যত দুঃখ দাও তত মনে পড়ে,
তোমার নামের অপার করুণা।

বড় দুঃখ পেয়ে, ততই গাই হে !
তোমারি নামের মহিমা।
দুঃখের পাথারে, ভাসায়ে আমায়,
ভুলে যেন তুমি থেক না।
সহি দুঃখভার, তোমারি আশায়,
অধমে চরণে ঠেল না।
দাও দুঃখ তুমি যত পার নাথ !
বুক্ পেতে আমি দিয়েছি।
ইহ জীবনের যত ছিল সাধ,
সকলি ত আমি ভুলেছি।
ভুলি নাই শুধু সেই সুখটুকু,
তোমার চরণ ভরসা।
বঞ্চিত তাতে, কর' নাক' প্রভু !
করিয়ে বিষম তাড়না।
দুঃখরাশি মাঝে, সুখ-তারা হাসে,
আমার হৃদয় মাঝারে।
যখনি তোমায়, ওহে গৌরহরি !
ডাকি আমি অতি কাতরে।
আশ্বাসের বাণী, শুনিতে পাই হে !
অশ্রুত কণ্ঠে ডাক' যবে।
মত্ত হইয়া সেই স্বর শুনি
হৃদি ভরে ওঠে গরবে।
ভাবি আমি প্রভু দেখা দিবে তুমি,
পাইব চরণ পরশা।

এই আশাটুক্, ঐহিকের সার,
সারা জীবনের ভরসা।
এই সুখটুকু লক্ষ্য জীবনের,
কর' না বঞ্চিত ইহাতে।
দাও দুঃখরাশি, যত পার তুমি,
অধম পাতকী পতিতে।
এত কাল আমি, ভুলে ছিনু তোমা,
সুখের সাগরে ডুবিয়া।
কেশে ধরি তুমি, টানিয়াছ মোরে,
বিষম পাতকী ভাবিয়া।
পড়েছি চরণে, দয়াল ঠাকুর!
অনাথের নাথ! গৌরহরি!
তার' এ অধমে, বিষম নারকী,
ঘোষিবে নাম জগ' ভরি।
এমন পাতকী, পাবে না খুঁজিয়া,
জগৎ মাঝারে দুইটী।
হরিদাস নাম, বৃথা রেখেছিলে,
প্রবঞ্চক সে যে কপটী।
তা' না হলে কেন, এত দুঃখ সহে,
কেবলি তাহার ছলনা।
দয়ার যোগ্য, নহে সে তোমার,
তাতেই করুণা কর' না।
যাহা ইচ্ছা কর, গৌর বিশ্বম্ভর,
প'ড়েছি চরণে তোমারি।

যত দুঃখ দাও, তত ভাবি আমি,
তবুও হে তুমি আমারি।

নিশীথে।

গৌর হে!

কোথায় আছ, লুকায়ে তুমি,
খুঁজিয়ে আমি পাই না।
সদয় হ'য়ে, অধম দাসে,
বারেক দেখা দাও না।
হৃদয় মাঝে, দারুণ ব্যথা,
সদাই মনো বেদনা।
কোথায় পাব, তোমার দেখা,
তুমিই মোরে বল না।
বৃথায় আমি, তোমায় খুঁজি,
কোথায় আছ জানি না।
নয়ন মুদি, হৃদয়ে দেখি,
ধরিতে তোমা পাই না।
ধেয়ান করি, তোমার রূপ,
মেটেনা মোর বাসনা।
স্বরূপ রূপ, দেখাও তুমি,
ক'র না মোরে ছলনা।

অধম আমি, দয়াল তুমি,
তোমা ভিন্ন জানি না।
পতিত ব'লে, সদয় হয়ে,
এ দাসে কর করুণা।
আমার তুমি, পরাণ ধন,
দরশ তব সাধনা।
তোমার আমি, কি ক'রে হব,
তাই নিত্য ভাবনা।
সদাই ভাবি, তোমার ছবি,
চরণ করি বন্দনা।
তোমার গুণ, সদাই গাহে,
এ ছার মোর রসনা।
পাগল আমি, তোমার রূপে,
কিছুই ভবে চাহি না।
অধম বলি, গৌর-হরি!
চরণে তুমি ঠে'ল না।
পরাণ-হরা, চিত্তচোরা,
দেখাও রূপ মাধুরী।
এস হে আজ, নদীয়া-রাজ,
ক'র না আর চাতুরী।
হেরিব আমি, হৃদয়-মণি,
প্রেমময় গৌর-হরি।
(তাই) আশার আশে, বসিয়া আছে,
পদ প্রান্তে দাস হরি।

মন দুঃখে।

গৌর হে!

তুমি ডাক্ দিয়েছ, মধুর বোলে,
রইতে নারি ঘরে।
আমি যাইতে নারি, তোমার কাছে,
দুঃখে আছি মরে।
তুমি দুঃখ দিয়েছ, পরাণ ভরা,
হৃদয় ভরা জ্বালা।
আমি কেঁদে যে মরি, বিষয় বিষে,
হয়েছি ঝালাপালা।
তুমি হাঁস্‌চ মনে, আমার দুঃখে,
নিদয় হয়ে নাথ।
আমি কাতর বড়, পরাণ গেল,
করহ মোরে সাথ।
তুমি ত্রিতাপহারী, গৌর-হরি
আমার দুঃখ হর।
আমি আকুল প্রাণে ডাক্‌চি তোমার
গৌর বিশ্বম্ভর।
তুমি জীবের দুঃখে, সকল সুখে
দিয়েছ জলাঞ্জলি।
আমি অধম বড়, তাতেই বুঝি,
আমায় আছ ভুলি।

তুমি দয়াল বড়, সর্ব্ব জীবে,
সমান তব দয়া।
আমি বঞ্চিত বুঝি, অধম বলি,
তোমার পদছায়া।
তুমি অনাথ নাথ, জগত পতি,
পতিত-জন-বন্ধু।
আমি অধমাধম, ভিখারী তব
করুণা এক বিন্দু।
তুমি দুখের দুখী, তাতেই বলি,
এ সব দুখ কাহিনী।
আমি জনম দুখী, মরম দুখে,
কাঁদিছে দিন যামিনী।
তুমি অন্তরযামী, জগত স্বামী,
করুণা পরকাশ।
পাপের ভারে, কাতর চিত,
উদ্ধার হরিদাস।

বিরাগে।

দয়াময় গৌর-হরি, তোমার চরণে ধরি,
করি নিবেদন।
অধম পাতকী বলে, রাখিও চরণ তলে,
হৃদয় রতন।

বুক ভরা দুখ জ্বালা, ভরা এ অতিথি শালা,
অসার সংসার।
দিয়ে প্রাণ বলিদান, বৃথা করি অভিমান,
আমার আমার।
যারে বলি আপনার, চাহে না সে ফিরে আর,
দিতে প্রতিদান।
পরাণের ভালবাসা, জীবনের যত আশা,
দেখি ব্যবধান।
আমার আমার করি, পিছু পিছু যার ফিরি,
ভুলিয়া মায়ায়।
সে নহে দুখের দুখী, তারি কাছে তত্ত্ব শিখি,
অন্তর জ্বালায়।
সে তত্ত্ব মহত অতি, জীবনের পরিণতি,
সে তত্ত্বে নিহিত।
আত্মতত্ত্ব তারি নাম, যে শিখিবে পূর্ণকাম,
বেদান্তে লিখিত।
শোক দুখ অভিমান, মান আর অপমান,
ভ্রম মাত্র জ্ঞান।
সার সেই গৌরহরি, যাঁহার চরণ তরি,
জীবনের ধ্যান।
বৃথা মায়া মোহবশে, সংসারের হা'হুতাশে,
ভুলেছি তোমারে।
কৃপাবিন্দু করি আশ, চিরভৃত্য হরিদাস।
বন্দিছে কাতরে।

অনুতাপে।

গৌর হে!

কোথায় গেলে, তোমায় মেলে,
কেউত ব'লে দেয় না।
(আমি) বৃথায় ঘুরি, জগত ভরি,
তবু ত দেখা পাই না।
কাকেই বলি, হৃদয় খুলি,
কাতর হৃদি বেদনা।
পরাণ খুলে, বল্‌তে গেলে,
কেউ ত তাহা শোনে না।
(ওহে) পরাণ মম, পাষাণ সম,
আর্ত্তি মম ছলনা।
না হ'লে কেন, বিষাদ হেন,
পূরে না মম বাসনা।
(গৌর হে) তোমার নামে, তোমার ধ্যানে,
জীবের হয় চেতনা।
আমার তরে, জগত ভরে,
রেখছ শুধু যাতনা।
(আমি) বিষের অহি, হৃদয়ে বহি,
পরাণ ভরা বেদনা।
আঘাত চোটে, হৃদয় ফাটে,
হল না মম সাধনা।

(আমি) জ্বালায় মরি, গৌর-হরি!
শান্তি খুঁজি মিলে না।
(তাই) কাতর হৃদে, পড়েছি পদে,
অধমে কর করুণা।
(তুমি) করুণাময়, শান্তি নিলয়,
(তব) চরণ প্রেম ঝরনা।
(তোমার) করুণা বিন্দু, অগাধ সিন্ধু,
হরিদাস কি পাবে না?

হতাশে।

গৌর হে!
কি আর বলিব আমি।
'সকলি ত জান, পরাণের প্রাণ,
তুমি হে অন্তরযামি!
বলিতে যা' ছিল, সকলি বলেছি,
কিছু নাহি বলিবার।
লিখিতে যা' ছিল, সকলি লিখেছি,
কিছু নাই লিখিবার।
লেখা বলা সব, ফুরায়ে গিয়াছে,
কাঁদা কাটা হ'ল শেষ।
কান্না কাটির, বৃথা অভিমান,
বুঝেছি আমি তা'বেশ।

তুমি নহ মোর, আমি কিন্তু গৌর !
তব চরণের দাস।
অনুগত ব'লে, একবার প্রভু,
কৃপা কর পরকাশ।
সুধুই কাঁদিয়া, এ জনম যাবে,
বৃথা দরশন আশা।
দেখা ত দিলে না, দুখ বুঝিলে না,
এ কেমন ভালবাসা।
ভালবাস তুমি, তা' কেমনে বুঝি,
শুনিলে না নিবেদন।
চেতনা বিহীন, এ দাস অধমে,
করিলে না সচেতন।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, জনম ফুরাল,
অভিমানে ভরা হৃদি।
তব দাস বলে, পরিচয় দিয়ে,
বৃথায় সাধনা সাধি।
উপযুক্ত নহি, তব দাস হ'তে,
মনেও ভাবিনা তাহা।
স্বরগ অমিয়া, চাই তব দয়া,
পাইবার নহে যাহা।
বিষম সাহসে, বাঁধিয়াছি বুক।
মরি বাঁচি নাহি জ্ঞান।
প্রাণের আবেগে, নিশি দিন করি;
তোমারি চরণ ধ্যান।

চরণ আশায়, পরাণ রেখেছে,
তোমার দাসের দাস।
কিছু নাহি চায়, ওহে দয়াময়,
তব দাস হরিদাস।

গৌর চরণে।

এনেছি হৃদয় ভরি প্রেম উপহার,
গৌর হে দিব চরণে।
প্রাণ ভরি ডাকি তোমা আমি বারম্বার,
হেরি শয়নে স্বপনে।
তব নাম সুধা গানে পরাণ বিহ্বল,
তব সঙ্গ চিরদিন।
ক্ষণেক না হেরি তোমা হৃদয় বিকল,
ভেবে হয় তনু ক্ষীণ।
তৃষিত চাতক প্রায় থাকি তব আশে,
ওহে হৃদয় রতন।
হৃদয়-মন্দিরে সদা থাক তুমি ব'সে,
পূজি ঐ রাঙ্গা চরণ।
যত ভালবাসা আছে এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে,
দিছি তোমা অকাতরে।
এস হে! হৃদয়-সখা হৃদয় নিলয়ে,
প্রাণ যে ডাকে তোমারে।

ভকত বৎসল তুমি তা'র অভাজনে,
তোমা বিনে নাহি গতি।
কেঁদে মরি নিশি দিন কাতর পরাণে,
চাই পথ নিতি নিতি।
এস ওহে গৌর-হরি! দেখা দিয়ে দাসে,
পূর্ণ কর অভিলাষ।
যুক্তকরে ডাকে তোমা আঁখিনীরে ভেসে,
(তব) চিরদাস হরিদাস।

প্রার্থনা গীতি।

"যে গৌরাঙ্গের নাম লয়,
তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুই যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে,
নিত্য লীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী।"

নরোত্তম দাস।

প্রার্থনা গীতি।

নাম গান।

শ্রীগৌর গৌরাঙ্গ নাম, প্রেমময় প্রাণারাম,
কেবা মোরে শুনাইবে রে।
হেন দিন কবে হবে, মধু মাখা নাম রবে,
প্রেম অশ্রু বরষিবে রে। ধ্রু।
কিবা সে মধুর নাম, রসময় প্রেমধাম,
শুনি মাত্র তনু শিহরে।
হৃদি প্রাণ উথলিয়া, পুলকে ভরিয়া হিয়া,
সুধা ধারা ঢালে শরীরে।

কত সুধা গোরা নামে, যেই গায় সেই জানে,
অন্য লোকে নারে বুঝিতে।
মধু হতে মধু হয়, গোরা নাম রসময়,
হেন নাম নাহি জগতে।
এ নামে হইলে রুচি, জীব হয় সর্ব্বশুচি,
অধিকার সাধু পতিতে।
নাম নামী এক ক'রে, একবার যদি স্মরে,
(জীব) ধন্য হয় মর জগতে॥

গৌর নাম রসসিন্ধু, গৌর মোর প্রাণবন্ধু
গৌর-হরি হৃদি দেবতা।
হৃদয় কপাট খুলি, শ্রীগৌর গৌরাঙ্গ বলি,
(আমি) দূর করি যত জড়তা।
নাম মাত্র করি সার, বহি এই দেহ ভার,
গৌর মোর সুত দয়িতা।
গৌর-গানে হ'য়ে মত্ত, ভুলেছি সংসারতত্ত্ব,
লক্ষ্য নাহি চন্দ্র সবিতা॥

শ্রীচরণে দিয়ে স্থান, জুড়াও তাপিত প্রাণ,
ওহে গৌর প্রাণরমণ!
ত্রিজগতে নাহি ঠাঁই, তোমা ভিন্ন কেহ নাই,
জানি মাত্র তোমারি চরণ।
চরণে না ঠেলি দিও, দীনবন্ধু প্রাণপ্রিয়,
দয়াময় শ্রীশচী-নন্দন।
জনমের অভিলাষ, পরাণের শ্রেষ্ঠ আশ,
প্রভু! তব চরণ বন্দন॥

বিপদে।

দিন যায় দীননাথ!
দীনহীনে কর সাথ,
অধম পাতকী ব'লে, দিও না চরণে ঠেলে,
মু সম পাতকী নাহি আর।

ষড়রিপু দুর্নিবার,
তাড়না বিষম তার,
সহিতেছি অবিরত, বৃশ্চিক দংশন শত,
সুধু মাত্র আশায় তোমার।

আর কতকাল স'ব,
দুঃখ শোক নব নব,
প্রতি ঘাতে দেহ ক্ষত, প্রকম্পিত শিরা যত,
দৃঢ়া-ঘাতে অঙ্গ চূর্ণমান।

সহেনা যাতনা আর,
বৃথা বহি দেহ-ভার,
ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ডশ্রম, শিক্ষানীতি মাত্র ভ্রম,
বৃথা জ্ঞান বৃথা অভিমান।

মায়া মোহে জড়ীভূত,
মহাশক্র দারা সুত,
স্বার্থ সিদ্ধি অভিলাষে, তারা সব ভালবাসে,
বুঝিয়া না বুঝে মোর মন।

শক্তি দাও শক্তিধর!
গৌর-হরি বিশ্বম্ভর!
দূর কর মন্দ বুদ্ধি, কর মোর কর্ম্মসিদ্ধি,
তব পদে এই নিবেদন।

দয়াল ঠাকুর তুমি,
অধম পাতকী আমি,
দয়া কর কৃপা করি, হে গৌরাঙ্গ গৌরহরি!
প্রভু! তুমি পতিত পাবন।

অধমের প্রতি চাও,
পদরজ ভিক্ষা দাও,
করুণার অবতার, হে দয়াল প্রাণাধার!
মাথে মোর দাও শ্রীচরণ।

———

শমন ভয়ে।

গৌর হে!

তোমার লীলা, ভবের খেলা,
বুঝ্‌তে পারা ভার।
যতই ভাবি, ততই ডুবি,
অসীম পারাবার।
অগাধ বারি, মাঝি আনাড়ি,
তরিতে নাহি হাল।
ভীষণ বায়ু, হরিছে আয়ু,
আসিছে শেষ কাল।
বিপদ হারি! হে কাণ্ডারি!
কর হে মোরে ত্রাণ।
ডুবিবে তরি, গৌর-হরি,
যাইবে মম প্রাণ।
বিষম ভয়, হে দয়াদয়!
ভরসা তুমি শুধু।
তোমার নাম, রসের ধাম,
তোমার লীলা মধু।
বিপদ দেখি, তোমায় ডাকি,
সম্পদে থাকি ভুলি।
দয়াল তুমি, অধম আমি,
দাও হে পদধূলি।

পাপের ভারে, অতি কাতরে,
তোমায় ডাকি তাই।
(তুমি) পাপীর পিতা, পতিত ত্রাতা,
গৌর-হরি নিমাই।
ও রূপ দেখি, পরাণ রাখি,
মরণ নাহি চাই।
সকল ভুলি, হৃদয় খুলি,
তোমারি গুণ গাই।
পরাণ ভোলা, তোমার লীলা,
অমিয়া তব কথা।
তোমার নামে, তোমার গানে,
ঘুচায় ভব ব্যথা।
(আমি) বড়ই দুঃখী, আমায় দেখি,
জগত জন হাসে।
জগত গুরু, করুণা কুরু,
অধম হরিদাসে।

বিজনে।

নদীয়া বিহারী, ওহে গৌর-হরি !
তুমি গদাধর-প্রাণ।
পদযুগে ধরি, এ মিনতি করি,
মু অধমে কর ত্রাণ।
দীনজন গতি, ত্রিলোকের পতি,
শিরে দাও প্রভু পদ।
চরণ দু'খানি, মরকত মণি,
ধন-জন-সম্পদ।
পরাণের সখা ! দিয়ে মোরে দেখা
তিরপিত কর প্রাণ।
হৃদয়ের ধন, হে শচীনন্দন !
দূর কর অভিমান।
এস এস বঁধু ! মধু হ'তে মধু,
অমিয় বচনে ডাক'।
শুনি সুধাবাণী, জুড়াই পরাণি,
কাছে মোর তুমি থাক'।
হিয়ার মাঝারে, কুসুম বাসরে,
আঁকিয়ে তোমারি ছবি।
তব রূপ পূজি, পা দু'খানি খুঁজি,
রসের সাগরে ডুবি।

ধ্যানে দেখি আমি, রাঙ্গা পা দু'খানি,
দিয়েছ আমার বুকে।
ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি,
বাক্ নাহি সরে মুখে।
কেন কর ছল, কথা ক'য়ে বল,
কি চাও পরাণ সখা?
দিয়েছি সকলি, হৃদি প্রাণ খুলি,
তবু কি দিবে না দেখা?
এসে দেখা দিয়ে, মুখ পানে চেয়ে,
ফিরে কেন যাও বল'?
কি হেতু এ মান, কেন অভিমান,
কিসের অভাব হ'ল?
এ তুচ্ছ পরাণি, লও গুণমণি!
কেশে ধরি মোরে টান'।
যা' কিছু আমার, সকলি তোমার,
সকলি ত তুমি জান।
চাই শুধু আমি, চরণ দু'খানি,
চাই শুধু দরশন।
অধমের শিরে, কর ধীরে ধীরে,
পদ-রজ পরশন।
তোমা ছাড়া প্রভু! রহিব না কভু,
জীবনে মরণে সাথী।
যদি বা কখন, হই অন্য মন,
শিরে মোর মের' লাথি।

মু অধম বড়, নরাধম মূঢ়,
কেঁদে কেঁদে দিন যায়।
জ্বলে পুড়ে মরি, ওহে গৌর-হরি!
মুখে সদা হায় হায়।
অসহ যাতনা, বিরহ বেদনা,
বিফল তোমার আশ।
তাই ভাবি কাঁদে,—পড়িয়াছে ফাঁদে,—
চির-দাস হরিদাস।

বিরহে।

শ্রীগৌর-গোবিন্দ নামে,
কি আনন্দ পাই প্রাণে,
প্রেমময় গৌর অবতার।
গৌর-প্রেম সুধানিধি,
পান করি নিরবধি,
প্রেমানন্দে বহি দেহ ভার।
গৌর-রূপে মুগ্ধ মন,
ডাকি গোরা অনুক্ষণ,
নাচি গাই মনের হরিষে।
গৌর ধ্যান গৌর জ্ঞান,
সেই মান অভিমান,
অভিলাষ চরণ পরশে।

কবে হ’বে সেই দিন,
তাই ভাবি এই দীন,
দিবানিশি কাঁদিছে বিরলে।
পাব কি গৌরাঙ্গ ধনে,
হতভাগ্য এ জীবনে,
গেল মোর জনম বিফলে।
গৌর মোর প্রাণধন,
সঁপেছি হৃদয় মন,
গোরা-পদ দুর্ল্লভ জগতে।
গৌর-ভক্ত জনে জনে,
পূজি আমি হৃষ্ট মনে,
মজিয়াছি গোরার পীরিতে।
শ্রীগৌর-গৌরাঙ্গ নাম,
জানিয়াছি সিদ্ধ-কাম,
জনে জনে ধরি কহি লহ।
সব মিথ্যা নাম সত্য,
গৌর-নামে থাকি মত্ত,
গোরা-পদ চিন্তি অহরহ।
সর্ব্বসিদ্ধি গোরা-পদে,
কি সম্পদে কি বিপদে,
তাই ডাকি পরাণ ভরিয়া।
সর্ব্ব কর্ম্মফল দানে,
পূজি তাঁর শ্রীচরণে,
অর্ঘ্য দিই আঁখি বারি দিয়া

যেখানে সেখানে থাকি,
হা গৌরাঙ্গ ! ব'লে ডাকি,
কত সুখ পাই আমি মনে।
যে কহে গৌরাঙ্গ-নাম,
প্রেমময় প্রাণারাম,
তার সঙ্গ ছাড়ি না জীবনে।
প্রেমময় গৌর-ছবি,
সর্ব্বক্ষণ হৃদে ভাবি,
বহিতেছি এ জীবন ভার।
নাহি কোন অভিলাষ,
ভিন্ন গৌর-সহবাস,
ভক্ত-সঙ্গ জীবনের সার।
মন-চোর চিত-চোর,
কোথা গেলে পাব গৌর,
ভাবি তাই মুদিয়া নয়ন।
গৌর-বিরহ-দুখ,
ভরা হৃদি, ভরা বুক,
নিতি নিতি দহিছে জীবন।
বৃথায় জীবন গেল,
গৌর-বিরহ শেল,
বুকে ধরি রেখেছি জীবন।
আশা মাত্র একবার,
গৌর-পদ সুধাধার,
পিব সুখে ভরিয়া পরাণ।

কবে হবে হেন দিন,
তাই ভাবি নিশিদিন,
প্রাণ-ভরি ডাকি পদ আশে।
হা গৌরাঙ্গ! গৌরহরি!
দেখা দাও দয়া করি,
দীনহীন দাস হরিদাসে।

আত্ম বিলাপে।

ওহে গৌর-ভগবান্!
মু বড় অধম জন।
হৃদয়ে বিকার, সদাই আমার,
পাপে কলুষিত মন।
মু বড় অধম জন।

ওহে পতিত-পাবন!
মু বড় অধম জন।
পরম রতন, তোমার চরণ,
হ'য়ে আছি বিস্মরণ।
মু বড় অধম জন।

ওহে শ্রীশচী-নন্দন।
মু বড় অধম জন

বিষয়ে বিলাস, বাসনার দাস,
হ'য়ে আছি অনুখন।
মু বড় অধম জন।

ওহে জগত-জীবন!
মু বড় অধম জন।
কামিনী কাঞ্চন, ভজে মোর মন,
ভুলি তব শ্রীচরণ।
মু বড় অধম জন।

ওহে গৌর-ভগবন্!
মু বড় অধম জন।
মন নাহি চায়, তোমার সেবায়,
আত্ম-সেবা পরায়ণ।
নামে রুচি নাই, এ বড় বালাই,
সদাই অশুচি মন।
মু বড় অধম জন।

ওহে প্রাণ-রমণ!
মু বড় অধম জন।
মোরে দয়া করি, টান' কেশে ধরি,
দাও মাথে শ্রীচরণ।
তব দয়া বিনা, এ পাপ যাবে না,
তা জেনেছি বিলক্ষণ।
মু বড় অধম জন।

বিষাদে।

(আমি) বড় ব্যথা পেয়ে, এসেছি তোমার দ্বারে,

হে গৌরসুন্দর !

(তুমি) স্থান দিলে পদে, দুখ জ্বালা যাবে দূরে,

জুড়াবে অন্তর।

দুখহারী দীন-গতি,

তুমি মোর প্রাণ-পতি,

তোমা ভিন্ন নাহি কেহ জগতে আমার,

ওহে প্রাণ-প্রিয় !

পরাণের সখা তুমি,

তব চিরদাস আমি,

ভুলিও না গৌরহরি ! সর্ব্ব সিদ্ধি সার,

(দিতে) চরণ-অমিয়।

দয়াময় কৃপা করি,

বান্ধ মোরে কেশে ধরি,

মু বড় অধম পাপী দুষ্ট দুরাচার,

(তুমি) কর হে শাসন।

অধম পাতকী ব'লে,

ফেল না চরণে ঠেলে,

মনো দুখে নিশিদিন ফেলি অশ্রুধার,

(ওহে) তোমারি কারণ।

নাই মোর চিন্তা অন্য,
নাহি জানি তোমা ভিন্ন,
তোমারি আশায় আমি ধ'রেছি জীবন,
হে শচীনন্দন!
দাও প্রভু! চিরশান্তি,
হেরি তব কম-কান্তি,
জুড়াই তাপিত-হৃদি দগধ-পরাণ,
ঘুচুক বন্ধন।
চলে যাই সেই ধামে,
চির শান্তি যাঁহা ভ্রমে,
রহিতে না পারি হেথা,—কালকূটে ভরা—
এ ঘোর সংসার।
ডেকে লহ প্রাণাধার,
তব পদ সারাৎসার,
হরিদাস-শিরে দেহ,—শূন্য হ'ক ধরা—
(এই) জীর্ণ দেহ-ভার।

মনস্তাপে।

এস হে গৌর! জীবন-কান্ত!
আকুল হৃদয় করহে শান্ত,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া হ'য়েছি শ্রান্ত,
বৃথায় খুঁজিয়া তোমারে।
মোহের আবেশে অবশ অঙ্গ,
সংসার-আহবে শরীর ভঙ্গ,
কোথা গেলে পাব তোমার সঙ্গ,
বলে দাও প্রভু! আমারে।
মনে নাহি সুখ বিকল চিত্ত,
শরীরে আমার ব্যাধি নিত্য,
তোমা ভুলে আমি তবুও মত্ত,
পাপ কামিনী কাঞ্চনে।
বিগত আনন্দ বিগত শান্তি,
মনেতে আমার বিষম ভ্রান্তি,
নবীন যৌবন ললিত-কান্তি,
অনিত্য সকলি ভুবনে।
বুঝেছি এসব পরম তত্ত্ব,
তব পদ বিনা সব অনিত্য,
জড় ও অজড় কালের ভৃত্য,
সকলি যাইবে চলিয়া।

বড়ই আমার কপাল মন্দ,
তবু ভুলে আছি চরণ-দ্বন্দ্ব,
চারিদিকে হেরি পূতি-গন্ধ,
বহিছে ভুবন ভরিয়া।
জনম আমার অশুভ লগ্ন,
সংসার-রৌরবে সতত মগ্ন,
প্রতি অঙ্গ মোর হয়েছে ভগ্ন,
বিফল এ দেহ ধারণে।
আত্ম-অভিমানে স্ফীত বক্ষ,
পরমার্থ ভাবে ছিল না লক্ষ্য,
অজানা অশ্রুত মুক্তি মোক্ষ,
শুনি নাই কভু জীবনে।
শুনি তব নাম কৃষ্ণচৈতন্য,
গৌর হে! আমি হ'য়েছি ধন্য,
কিছুই জানি না তোমারে ভিন্ন,
ল'য়েছি শরণ চরণে।
চিরদিন তুমি পতিত-বন্ধু,
তাই তব নাম করুণাসিন্ধু,
বিতরি করুণা একটী বিন্দু,
তার' হে এ দীন অধমে।

শ্রীশ্রীগৌর-চরণে।

গৌরচন্দ্র হে!
কৃপাসিন্ধু হে!
করিয়া কৃপা, দাওহে দেখা, পতিত অধমে।
দীনের দয়াল হে!
ভকত জীবন হে!
পতিত বলে, অধম বলে, রাখিও চরণে॥
প্রাণ-রমণ হে!
পতিত-পাবন হে!
ভুলি না যেন, ও রাঙ্গা চরণ, জীবনে মরণে।
দীন-বন্ধু হে!
পতিতবন্ধু হে!
করুণা কর, পাতকী বড়, ঠেলনা চরণে।
অনাথ-শরণ হে!
দয়াল-ঠাকুর হে!
মা'র শিরে লাথি, বড়ই কুমতি, ভজন জানি নে।
প্রাণ-গৌর হে!
জীবন-ধন হে!
করিয়া কৃপা, দাও হে দেখা, পতিত অধমে॥

যুগল চরণে।

এস গৌর এস !

(আমার) হৃদয় আসনে এসে বস হে !

নয়ন ভরিয়া তোমায় হেরি হে !

এস হৃদি মাঝে, নটবর সাজে,

যুগল হইয়ে দাঁড়াও হে !

বামে বিষ্ণুপ্রিয়া, অঙ্গ হেলাইয়া,

রসরাজ বেশে এস হে !

পিরীতের হাসি, প্রেম পরকাশি,

দু'জনার মুখে দেখি হে !

তেরছ নয়নে, চাহ কার পানে,

(বড়) রসিক-শেখর তুমি হে !

বিনোদিনী সনে, হৃদয়-আসনে,

একবার এসে বস হে !

যুগল মাধুরী, দু'নয়ন ভরি,

হৃদি মাঝে আমি হেরি হে !

বড় সাধ মনে, হেরি তোমা সনে,

যুগল রূপের ডালি হে !

সেই রূপে এস, হৃদি-কুঞ্জে বস,

দু'জনারে আমি পূজি হে !

রসিক শেখর, তুমি নটবর,
রস রঙ্গ করি এস হে!
প্রেম-রসে মাতি, করিবে আরতি,
চির-ভৃত্য তব হরি হে!

হতাশে।।

কারে কহি আমি, মনের বেদন,
কে শুনিবে মন ব্যথা?
যে জন শুনিবে, তারে ত দেখি না,
খুঁজি আমি তারে বৃথা।
পরাণের কথা, কাহাকে বলিব,
কোথা পাই তার দেখা?
বিফল রোদন, বৃথা অন্বেষণ,
বৃথা মোর চিঠি লেখা।
এত করে ডাকি, এত চিঠি লিখি,
বৃথা মোর কান্নাকাটি।
দরশন বিনা, বলা ত হবে না,
পরাণের কথা দুটি।
হৃদি বেদনার, পত্র বাহক
কাহারে বা করি আমি?
পরতীত নাই, নিজ মন প্রতি,
আমি তা' বিশেষ জানি।

খুঁজিয়া না পাই, মনোমত লোক,
পাঠাতে তাহার কাছে।
সমাচার দিবে, পরাণ রতন,
যেথায় আমার আছে।
মনে করিতেছি, চিঠি না লিখিব,
লোক না পাঠাব সেথা।
আছয়ে যথায়, গৌর-রতন,
নিজে যাব আমি তথা।
কোথা সেই পুরী, গৌর-বাসভূমি,
কিবা সে পুরীর নাম।
আমার গোরার, বসতি যথায়,
পরম পীরিতি-ধাম।
দেখাইবে কেবা, পথ সে পুরীর,
সাথে মোর কেবা যাবে ?
সঙ্গী মিলিবে, সে দেশে যাবার,
এমন দিন কি হবে ?
দূর দূরান্তর, সে দেশ সুন্দর,
বিঘ্ন পথে শত শত।
ভাল সঙ্গী বিনা, সে পথে চলে না,
ফিরিয়া এসেছে কত।
কোথা পাই সাথী, পথের সম্বল,
খুঁজে খুঁজে দিশেহারা।
কত আসে যায়, কেউ ত বলে না,
কোথা থাকে মোর গোরা।

খুঁজিব না সাথী, একাকী যাইব,
নিঃসম্বল অসহায়।
দীনের সহায়, দীনের বন্ধু;
মোর গোরা রসময়।
পতিত-পাবন, শ্রীশচীনন্দন,
সর্ব্ব গুণের সিন্ধু।
অধম পতিত, কলির জীবের,
তিনিই পরম বন্ধু।
কর সবে কর, নাম সম্বল,
অভিমান দূর করি।
হরিদাস কয়, পাইবে নিশ্চয়,
রসময় গৌরহরি।

অনুতাপে।

দয়াময়!
কেন দিয়েছিলে? মানব জনম?
যদি না ভুজিনু গৌর।
উচ্চবংশে জন্মি, যদি না লইনু,
তব নাম সুমধুর।
জ্ঞান বুদ্ধি কেন? দিয়েছিলে প্রভু?
হল' না যদি হে মতি।
পরম রতন, ভজিতে চরণ,
যাহা ত্রিলোকের গতি।

কেন দিয়াছিলে? নয়ন যুগল,
না হেরিনু তব রূপ।
কর্ণ কেন দিলে? না শুনিনু যদি,
তব নাম রসকূপ।
হস্ত কেন দিলে? না সেবিনু যদি,
চরণ যুগল তব।
কি কাজ চরণে? যদি না ভ্রমিনু,
তীর্থস্থান নব নব।
কি কাজ এ মনে, যদি না চিন্তিনু
তব-কৃত বিশ্বতত্ত্ব।
কি কাজ পরাণে? যদি না পাইনু
প্রেমরস তব দত্ত।
কি কাজ এ কণ্ঠে, যদি না গাহিনু,
তব নাম প্রেম-গীতি।
কি কাজ হৃদয়ে? না হ'ল যাহাতে,
উদিত তোমার প্রীতি।
কি কাজ সে ধনে? না আইল যদি
দীন হীন উপকারে।
কি কাজ জিহ্বায়? না উচ্চারে যদি
একবার হরে হরে।
কি কাজ মস্তকে? যদি না বহিল,
প্রভু-ভক্ত পদরজ।
কি কাজ এ দেহে? যদি না ভজিনু,
বংশীধারী শিখিধ্বজ।

কি কাজ স্বজনে? যদি না সাধিল,
মনপ্রাণে তব কাজ।
কি কাজ সাধনে? না ভজিনু যদি,
গৌর-হরি রসরাজ।
হরিদাস কহে, মানব জনম,
সকল জনম-সার।
কায়-মনো-বাক্যে, ভজ গৌরাঙ্গ,
দূরে যাবে ভব-ভার।

শ্রীনিত্যানন্দ চরণে।

জয় নিত্যানন্দ! পরম আনন্দ,
প্রেম-রস বিগ্রহ!
যাচি যুক্ত করে, পাপী অভাগারে,
প্রেম-ধন কিছু দেহ।
প্রেম অবতার, রস-তত্ত্ব সার,
দয়াল ঠাকুর তুমি।
মু অধম অতি মূঢ় পাপ-মতি,
সতত কুপথগামী।
ভক্তি রত্নাকর! কৃপাদৃষ্টি কর,
অধম পামর প্রতি।
তব কৃপা বিনা, হবে না সাধনা,
তুমিই দীনের গতি।

তুমি কৃপাময়! হও হে সদয়,
বড় দুরাচার আমি।
কঠিন করম, তারণ অধম,
বুঝিতে পেরেছ তুমি।
তাই বুঝি নাথ! বিষম আঘাত,
নিয়ত হানিছ বুকে।
বিষম পরীক্ষা, একি তব শিক্ষা,
জনম গেল যে দুখে।
ল'য়েছি শরণ, হে দীনতারণ!
চরণে ঠেল না প্রভু!
দাও প্রেমধন, পরম রতন,
ভুলিব না আমি কভু!
তুমি প্রেমদাতা, পাপী পরিত্রাতা,
পাতকী তোমার প্রিয়।
ডাকিতেছি তাই, দয়াল নিতাই!
শ্রীচরণে স্থান দিও।
তব দয়া বিনা, গৌর আরাধনা,
হবে না সকলি জানি।
তাই কৃপা চাই, দয়াল নিতাই!
বিষম পাতকী আমি।
তোমার কৃপায়, প্রেম-ধন পায়,
প্রেম-অবতার তুমি।
বিনা প্রেমধন, সব অকারণ,
তুমিই প্রেমের খনি।

মহাজন তুমি, ভিখারী হে আমি,
প্রেম-ভিক্ষা চাহি তাই।
দরিদ্র অধম, বিহীন ধরম,
সম্বল কিছুই নাই।
ভাসি আঁখিনীরে, কি দিব তোমারে,
ভাবিয়া আকুল প্রাণ।
নীরব ক্রন্দনে, পাপানুশোচনে,
আঁখি বারি প্রতিদান।
আর কিছু নাই, দয়াল নিতাই!
আঁখিবারি সুধু সার।
কেঁদে কেঁদে ডাকি, অনিমিখে দেখি,
পা-দুখানি প্রাণাধার।
করুণা করিয়ে, দেখ না চাহিয়ে,
অভাগার দুরদশা।
দাস হরিদাস, করে অভিলাষ
তোমার চরণ-পরশা।

অনুরাগবল্লী।

"যার মনে লেগেছে যারে
তারে ভজুক তারা গো।
মোর মনে লেগেছে কেবল
শচীর দুলাল গোরা গো॥"
নরহরি।

"গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই।
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ পতি আপদ এড়াই॥
বলে বলুক পাড়ার লোকে তাহে নাহি ডর।
না বলুক না ডাকুক না যাব কার ঘর॥
ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই।
মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই॥"

অনুরাগবল্লী।

প্রভাতে।

প্রভাত হলে, গৌর বলে,
শয়ন হ'তে উঠিয়া।
গৌর-হরি, স্মরণ করি,
হৃদয় উঠে মাতিয়া।
প্রভাত বায়, বহিয়া যায়,
গৌর-গান গাহিয়া।
তরুর শাখে, পাপিয়া ডাকে,
গৌর-নাম অমিয়া।
তরুণ রবি, গৌর-ছবি,
সোনার রং মাখিয়া।
কিরণ ধারে, অমিয়া ঢারে,
জগতময় ছাইয়া।
আকাশ গায়ে, মেঘের ছায়ে,
গৌররূপ হেরিয়া।
গৌর নামে, গৌর গানে,
উঠেছে জীব মাতিয়া।
রূপের আলা, শচীর বালা,
চলেছে যেন নাচিয়া।

কিরণ-ছটা, রূপের ঘটা
ভুবন আলো করিয়া।
ভরিয়া আঁখি, সেরূপ দেখি,
আপনা হারা হইয়া।
যে দিকে হেরি, গৌরহরি,
নয়ন গেল ধাঁধিয়া।
(তারে) ধরিতে নারি, নয়নে বারি,
জনম গেল কাঁদিয়া।
(আমি) অধমাধম, হৃদয় মম,
গেল না কেন ফাটিয়া।

সঙ্গের সাথী।

(১)

আসার দিনে সঙ্গে মোর,
কেহ আসে নাই।
যাবার দিনে সঙ্গে কেহ,
যাবে না'ক ভাই।
একাই আমি এসেছি ভবে,
মাথার ব্যথা কিসের তবে,
একাই যাব সে দেশেতে,
সঙ্গী কাজ নাই।
আসার দিনে সঙ্গে মোর,
কেহ আসে নাই।

(২)

সঙ্গী আমার গৌরহরি,
দয়াল নিমাই।
সঙ্গে যেতে সে দেশেতে,
কাহাকে না চাই।
এমন সাথী কোথায় পাব,
কহিয়ে কথা প্রাণ জুড়াব,
সেদিন আমার কবে হবে,
ভাবি আমি তাই।
আসার দিনে সঙ্গে মোর,
কেহ আসে নাই।

(৩)

নিজনে বসি আকুল প্রাণে,
তারি গুণ গাই।
যে জন মোর সঙ্গে যাবে,
তারেই আমি চাই।
অজানা দেশ বিজন পথ,
তা'তে আবার বিঘ্ন শত,
পরিচিত কেহ নাহিক সেথা,
বিষম সে ঠাঁই।
যাবার দিনে সঙ্গে কেহ,
যাবে না'ক ভাই।

(৪)

একেলা আমি, ভবের পারে,
বসে আছি তাই।
আস্‌বে বলে গৌর-হরি,
দয়াল নিমাই।
চাহিয়ে আছি পথের পানে,
ধর্‌বো বলে গৌর-ধনে,
দেয় না ধরা, সে চিতচোরা,
এ বড় বালাই
যাবার দিনে সঙ্গে কেহ,
যাবে না'ক ভাই।

কি ব'লে তোমায় ডাকি।

(১)

গৌর হে! দেহ চরণ পরশা।
কি ব'লে আমি, ডাকিব তোমায়,
খুজিয়া না পাই ভাষা।
শবদ সাগর, মন্থন করি,
না পুরিল মোর আশা।
বাছিয়া বাছিয়া, মধুর ভাবিয়া,
যে নামে তোমায় ডাকি।
আশা ত মেটে না, সদাই ভাবনা

কি যেন রহিল বাঁকি।
কি বলে তোমায় ডাকি ?

(২)

ও মোর পরাণ বঁধুয়া !
কি বলে ডাকিলে, দরশন মিলে,
দাও তুমি মোরে বলিয়া।
যা' ছিল আমার, ভাষা অধিকার,
সকলি যে গেল ফুরিয়া।
কি ব'লে তোমায়, ডাকি রসময়,
তুমিই আমারে বল না।
গৌর-ভগবান, নিত্য নিরঞ্জন,
অতীত কবি-কল্পনা।
(আমি) কি ব'লে ডাকি বল না ?

(৩)

(আমি) প'ড়েছি তোমার পিরীতে।
ফুরায়েছে ভাষা, যায় নাহি আশা,
শবদ সাগর খুঁজিতে।
প্রাণের বাসনা, লোলুপ রসনা,
মধুর নামে ডাকিতে।
যে নামে ডাকিলে, আ'স তুমি চ'লে,
বৈকুণ্ঠের সুখ ছাড়িয়া।
কি বা সেই নাম, সর্ব্বসিদ্ধি কাম,
দিবে কি আমায় বলিয়া ?
(আমি) ডাকিব পরাণ ভরিয়া।

(৪)

ও মোর পরাণ-বন্ধু !

ডাকিব তোমায়, পরাণ ভরিয়া,

বিতর করুণা-বিন্দু।

মিলিবে হে ভাষা, মিলিবে শবদ

তুমি-হে শবদ-সিন্ধু।

তোমার কৃপায় ডাকিব তোমায়

নিতুই নব ভাবেতে।

তুমিই শিখাবে, তোমার নাম,

তুমিই শিখাবে ডাকিতে।

গৌর হে ! আমি) ম'জেছি তোমারি নামেতে ॥

গৌরনিধি।

(১)

মনের মতন সাধন-ধন

দয়াল গৌর-হরি।

অনেক খুঁজে পেয়েছি আমি

তোমার চরণ-তরি।

অনেক দিনের হারাণ-ধন

আমার গৌর প্রাণ-রমণ

হৃদ্‌কমলে বস হে আসি

চরণে তোমার ধরি।

মনের মত সাধন-ধন
দয়াল গৌর-হরি!

(২)

গুণের সিন্ধু দয়ার নিধি
আমার গৌর-হরি!
কোথায় আছ লুকায়ে তুমি
করিয়ে পরাণ চুরি।
কবে যে পাব তোমার দেখা,
কনক ছবি কনক রেখা,
রূপটী তোমার ভাস্‌ছে চোখে,
ও মোর চিত্ত-হারি!
গুণের সিন্ধু দয়ার নিধি
আমার গৌর-হরি!

(৩)

দয়াল ঠাকুর কৃপাবতার
আমার গৌর-হরি!
তোমার দয়া জগজ্জীবে
গাহিছে ভুবন ভরি।
গাহিছে পাখী মধুর স্বরে,
তোমার নাম পরাণ ভ'রে,
চলেছে নদী তোমার আশে,
তুলিয়ে কত লহরী।
দয়াল ঠাকুর কৃপাবতার
আমার গৌর-হরি!

(৪)

রূপের নিধি রসের কূপ
আমার গৌর-হরি!
পরাণ-লোভা অঙ্গ-শোভা
লয়েছ চিত্ত-হরী।

অসীম দয়া অনন্ত প্রেম,
অঙ্গ-মাধুরী কান্তি-হেম,
ভুবন ভুলান রূপটী তোমার;
করেছে পরাণ চুরি।
রূপের নিধি রসের কূপ
আমার গৌর-হরি!

(৫)

দীনের নাথ পতিত-বন্ধু
আমার গৌর-হরি।
দীন-দয়াল নামটী তোমার
অধম ত্রাণ-কারী।

যে জন ডাকে পরাণ খুলে,
আদর করে লও হে কোলে,
অধম-তারণ নামটী তোমার,
বড়ই চিত্ত-হারী।
দীনের নাথ পতিত-বন্ধু
আমার গৌর-হরি!

(৬)

আমার গৌর আমার নিমাই
আমরি গৌর-হরি !
তোমার গুণ, তোমার নাম,
গাই হে পরাণ ভরি।
পূর্ণ-ব্রহ্ম সবাই বলে,
আমি দেখি তুমি কচি ছেলে,
শচীর কোলে বাল-রূপে
করেছ হৃদয় চুরি।
আমার গৌর আমার নিমাই
আমরি গৌর-হরি !

গৌর পরিচয়।

(১)

গৌর হে !
তোমার সঙ্গে পরিচয়
সে দিন হ'ল মোর।
নামটী শুনে প্রেমে তোমার,
হ'য়েছি আমি ভোর।
দেখিনি রূপ চিত্ত-হরা,
শুনিনি কথা সুধার ধারা,
শুনি মাত্র নামটী তব
বহিছে আঁখি-লোর।

তোমার সঙ্গে পরিচয়
সে দিন হ'ল মোর।

(২)

তোমার লীলা ধেয়ান আমার,
তুমিই চিতচোর।
তোমার প্রেমে তোমার নামে,
এ পরাণ বিভোর।
চিরদিনের বন্ধু যত,
স্ত্রী পুত্র শরণা-গত,
সকল ভুলে তোমায় ডাকি
ওহে প্রাণ-গৌর!
তোমার সঙ্গে পরিচয়
সে দিন হ'ল মোর।

(৩)

কি দিয়ে তুমি চিত্তহারি!
বাঁধ্‌লে প্রেমডোর
অটুট্ সে যে, ছিঁড়িতে তাহা
নাহিক মোর জোর।
ছেড়েছি আমি সকল মায়া,
লুটায়ে দিছি এ মোর কায়া,
তোমার পদে পরাণ-বন্ধু
হে গৌর-কিশোর!
তোমার সঙ্গে পরিচয়
সে দিন হ'ল মোর।

(৪)

তোমায় পেয়ে, দুখের নিশি
হয়েছে মোর ভোর।
আঁধার প্রাণে আলোক এসে
করেছে উজোর।

নামেই এত প্রেম-লালসা,
পরাণ-ভরা ভালবাসা,
দেখ্তে পেলে বুঝ্তে পারি,
কেমন চিতচোর।
তোমার সঙ্গে পরিচয়
সে দিন হ'ল মোর।

(৫)

দিবে কি দেখা অধম দাসে,
ও মোর প্রাণ-গৌর!
দুনিয়া খুঁজি, পাবে না তুমি,
এমন পাপী ঘোর।

ল'য়েছি নাম রসের ধাম,
কর্ হে তুমি পূর্ণ কাম,
অধম-তারণ গৌর-হরি!
(ও মন) কি ভয় আছে তোর।
তোমার সঙ্গে পরিচয়
সে দিন হ'ল মোর।

(৬)

বিরহে তব, দগ্ধ হৃদি
যাতনা সহি ঘোর
অল্প দিনের পরিচয়ে
পরাণ গেল মোর।

কোথায় গেলে তোমায় পাব,
যেথানে বল সেখানে যাব,
ডাক্ দিয়ে লও গৌর-হরি!
ও মোর চিতচোর!
তোমার সঙ্গে পরিচয়
সে দিন হ'ল মোর!

(৭)

(ওহে) চিরজীবনের সহচর
গৌর-কিশোর
কোথায় ছিলে এতদিন,
লুকায়ে মন-চোর!

কোথায় হ'তে হটাৎ এসে
জাগালে মোরে মধুর হেসে
সে হাসি যে ভুল্‌তে নারি,
ও মোর প্রাণ-চোর!
তোমার সঙ্গে পরিচয়
সে দিন হ'ল মোর।

(৮)

সারাটা জীবন বৃথায় গেল,
কি ছিল নিদ্রা ঘোর।
মধুর ডাকে জাগালে তুমি,
ভাঙ্গিল ঘুম-ঘোর।
সেদিনকার কথা সে যে,
সেজে তুমি মোহন-সাজে,
বাজিয়ে বাঁশী মন ভুলালে,
ও মোর প্রাণ-গৌর !
তোমার সঙ্গে পরিচয়
সে দিন হ'ল মোর।

কামনা ।

গৌরাঙ্গসুন্দর, রূপ মনোহর,
(আমি) হেরিব নয়ন ভরি।
বিচলিত মনে, কাতর পরাণে
তাই) ডাকি দয়াময় হরি !
কবে যে হেরিব, চরণ পূজিব,
(আমি) তাই ভাবি দিবানিশি।
(আমার) দিন চলে যায়, দেখা নাহি পাই
দুখের সাগরে ভাসি।

(আমি) সুধাই য'ারে, সেই কহে মোরে,
সে পথ দুর্গম অতি।
নানা বাধা পথে, সঙ্কুল বিপদে,
(আমার কিসে হবে তবে গতি।
কত যে পিয়াস্ কত যে আয়াস্
কত যে কাতরে ডাকি।
ফুকারি ফুকারি, কত কাঁদি হরি,
জান না হে তুমি তা'কি?
শয়নে স্বপনে, কি বা জাগরণে,
চির দিনই তুমি সঙ্গ।
ভাবি অনুক্ষণ, তোমারি বদন,
বিকল শিথিল অঙ্গ।
(আমার) নাই আয়োজন, পূজার কারণ,
নাম গানে মত্ত সুধু।
ডাকি নিরবধি, জনম অবধি,
(গৌর হে!) তুমি যে পরাণ বঁধু।
(ওহে) তুমি রসময়, প্রেমের নিলয়,
দয়া কর তব দাসে।
(তব) পদার বিন্দ, পরমানন্দ,
(তাতে) ফুল্ল কুসুম হাসে।
(দেখি) নয়ন ভরিয়া চিত আকুলিয়া,
স'পিব জীবন পদে।
হেরিব গৌরাঙ্গে, ভকত সঙ্গে,
ভাসি আনন্দ-হ্রদে।

(তব) চির অনুগত, অধম ভকত,
(প্রভু) লহ তুমি পদ পাশে।
করুণা বিতর, গৌর-মনোহর!
দিয়ে পদ হরিদাসে।

কাননে—মাল্য হস্তে।

আমি চির দিন ধরি, গাহিব গান
গৌর প্রেমে মাতিয়া।
আমি নিশিদিন বসি, রচিব নব
প্রেম-গাথা মালিয়া
আমি চরণে ধরিয়া, কাঁদিয়া মরমে,
প্রসাদ ল'ব মাগিয়া।
ওগো তাই গাঁথি মালা, বনফুল দিয়া,
আপন মনে বসিয়া।
তাই বসি নিরজনে, আসন পেতেছি
দিব অর্ঘ ভাবের কবিতা।
আমি হৃদয় খুলিয়া, কহিব গৌরে,
মত্ত-প্রেমের বারতা।
আমি পথ চেয়ে আছি, আসি আসি করে,
কর'না ভঙ্গ ভরসা।
আমি মাথা পেতে দিছি, দেখি অলক্ষ্যে,
গুপ্ত চরণ-পরশা।

আমি নাম গাহিব, চরণে ধরিয়া,
করুণা ল'ব মাগিয়া।
তাই বিজনে বসিয়া, গাহি গান মনে,
প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়া।
আমি আশার স্বপনে, দেখেছি নয়নে,
চরণ পাইব তোমারি।
আমার গাঁথা মালা যেন, ঝরিয়া না যায়,
না শুখায় আঁখিবারি।
আমি কাঁদিয়া সাধিয়া, মালা পরাব,
গৌর হে! তব চরণে।
আমি ধুলাতে লুটিয়া, চরণ দেখিব,
মাগিয়া লইব মরণে।

গোরা-প্রেম।

(১)

হৃদয় ভ'রে, ডাকি গৌরে,
আমি যে।
পরাণে মোর, ভাবের ঘোর,
মুখ দরশনে উপজে।
চঞ্চল চিতে, দেখি চকিতে,
তাঁহারই রূপ।

আঁখির ধারে, হেরি আদরে
শোভা অনুপ।
চরণে তাঁর, কিরণ-ধার,
হৃদয়-ভরা প্রেম যে।
হৃদয় ভ'রে, ডাকি গৌরে,
আমি যে।

(২)

তাঁহার সঙ্গে, নানা রঙ্গে,
খেলি হে।
হাসিতে মধু, করুণা স্বধু,
বুঝিতে পারি বিরহে।
দীনতা মাখা, নিতুই দেখা,
জগত-নাথে।
শ্রীবাস-ঘরে, বিরাজ করে,
নিতাই সাথে।
প্রেমের খেলা, বাল্য লীলা,
মধুর গান রচি হে।
তাঁহার সঙ্গে, কতই রঙ্গে,
খেলি হে।

(৩)

নদীয়া ধামে, নাচায় প্রেমে,
সকলে।
নাচে মধুর, বাজে নূপুর,
কৃষ্ণ যথা গোকুলে।

মালা-ভূষিত, ধূলি-লুণ্ঠিত,
চারু-চরণে।
শোভা বিকাশে, রূপ প্রকাশে,
চন্দ্র-বদনে।

ভাবের নদী, ভকত-হৃদি,
তীর বহিয়া উথলে।
নদীয়া ধামে, নাচায় প্রেমে,
সকলে।

(৪)

শচী মাতার, হৃদয়-হার,
সে গোরা।
নদের চাঁদ, পেতেছে ফাঁদ,
ধরিতে ভক্ত-ভ্রমরা।

ভাবের ঘোরে, উড়িতে নারে,
বদ্ধ পাখা।
মিটিবে ক্ষুধা, চরণ-সুধা
করুণা মাখা।

নয়ন জলে, চরণ তলে,
রেখেছে প্রেমের পসরা।
শচী মাতার, হৃদয় হার,
সে গোরা।

(৫)

গৌর-হরির, চরণ-তরীর,
ভরসা।
আসন খালি, নয়ন মেলি,
দেখি কেবল নিরাশা।
সাধন ধনে, আকুল প্রাণে,
ডাকি যে আমি।
কাতরে কাঁদি, ব্যাকুল হৃদি,
দিবস যামি।
ভকতিহীন, অধম দীন,
চাহে চরণ পরশা।
গৌর-হরির, চরণ-তরীর,
ভরসা।

নিতাই-প্রেম।

(১)

দয়াল নিতাই, দেখি তোমায়,
এস হে।
হৃদয় ভঙ্গ, পাই না সঙ্গ,
মরি যে আমি বিরহে।
করিলে নাম, সিদ্ধ কাম,
হয় জীব যে।
(তাই) নিতুই ভজি, হৃদয়ে পূজি,
পদ-পঙ্কজে।
ডাকি তোমারে, হৃদয় ভ'রে,
কত যে সুখ পাই হে।
দয়াল নিতাই, দেখি তোমায়,
এস হে।

(২)

করুণাধার, হয় অপার,
তোমারি।
কর হে দয়া, কাতর হিয়া,
নামে পুলকে শিহরি।
দীন-দয়াল, প্রণত-পাল,
গৌরাগ্রজ হে!

এস হৃদয়ে, যুগল হ'য়ে,

হেরি যুগল বিগ্রহে।

গৌরাবতার, কৃপায় তোমার,

হৃদয় মাঝারে হেরি।

করুণাধার, হয় অপার,

তোমারি।

(৩)

প্রভু!

দয়ার সিন্ধু, পতিত-বন্ধু,

তুমি হে!

নিরহঙ্কার, নির্ব্বিকার.

মত্ত গৌর-বিরহে।

নয়নাভিরাম, তুমি বলরাম,

জগৎপতি।

আনন্দময়, প্রেম-নিলয়,

দীনের গতি।

চরণে ধরি, মিনতি করি,

হৃদি মন্দিরে এস হে।

দয়ার সিন্ধু, পতিত-বন্ধু,

তুমি হে।

(৪)

প্রাণ-মাতান, মধুর নাম,

বিতরি।

নাম-মহিমা, গৌর-গরিমা
জীবে শিখালে প্রাণ ভরি।
করুণাবতার, দয়ার সাগর,
দয়াল নিতাই।
ডা'ক আনন্দে, নিত্যানন্দে,
তোমরা ভাই।
স্বজন সঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে,
নাচিছে ঐ যে হাত ধরি।
প্রাণ-মাতান, মধুর নাম,
বিতরি।

(৫)

প্রেমোন্মত্ত, সদাই নৃত্য,
আবেশে।
রসিক-রাজ, নাহিক লাজ,
হেরি অবধূত বেশে।
প্রচারি নাম, বিশ্ব-ধাম,
প্রেম-গরবে।
ত'রালে পাপী, ভুবন-ব্যাপী,
কীর্ত্তন-রবে।
সহ গৌরাঙ্গ, করিলে রঙ্গ,
বিহ্বল প্রেমোচ্ছাসে।
প্রেমোন্মত্ত, সদাই নৃত্য,
আবেশে।

(৬)

কর্ণে কুণ্ডল, শ্রীমুখ মণ্ডল,
কি শোভা !
নূপুর-ধ্বনি, কাঞ্চন-মণি,
অঙ্গে দিব্য বিভা।
কৌপীন-ধারী, প্রেম-ভিখারী,
জগদানন্দ।
জ্যোতির্ম্ময়, ভক্তি-নিলয়,
(জয়) নিত্যানন্দ।
অধমাধম, হরিদাস নাম,
চিরদিন পদ-লোভা।
কর্ণে কুণ্ডল, শ্রীমুখ মণ্ডল,
কি শোভা !

গৌরহরি।

নাম গৌর-হরি, মাখান মাধুরী,
গৌর-নামে মাখা মধু।
নিশি দিন তাই, গৌর-নাম গাই,
গোরা মোর প্রাণ-বঁধু।
ডাকি প্রাণ ভরে, প্রাণের ঈশ্বরে,
গৌর-নামে কত সুধা।
নামের মহিমা, জানি না বুঝি না,
কেমনে মিটিবে ক্ষুধা।
চক্ষে বহে ধারা, হই দিশে হারা,
নাম-গানে হৃদি মত্ত।
দুই বাহু তুলি, গৌর গৌর বলি,
গাই আমি গৌর-তত্ত্ব।
ডেকে প্রাণ-ধনে, শচীর-নন্দনে,
আনন্দ সাগরে ভাসি।
এস প্রাণেশ্বর! গৌরাঙ্গসুন্দর!
হেরি তব মুখশশী।
তব নাম ধ্যান, তব নাম গান,
তোমা সনে কহি কথা।
কাতর পরাণে, তোমারই চরণে,
কহি আমি মন-ব্যথা।

আসন পাতিয়া, হৃদে বসাইয়া,
রাঙ্গা পা-দু'খানি পূজি।
হৃদয়-রঞ্জন, শ্রীশচী-নন্দন,
দিবানিশি আমি ভজি।
অমিয়া বরষে, চরণ পরশে,
মধু-ভরা তব নাম।
হিয়ার মাঝারে, কত সুধা ঝরে,
গেয়ে তব নাম-গান।
করুণা-ভিখারী, ওহে গৌর-হরি!
চিরদাস হরিদাস।
কর' না ছলনা, অধমে ভুলো না,
পুরাও মনের আশ।

আমার গৌর।

গৌর আমার, প্রাণের প্রাণ,
হৃদয়-মন-চোরা।
গৌর আমার, মাণিক-মালা,
আলো ভুবন-ভরা।
গৌর আমার, সাঁঝের তারা,
উজল পরশ-মণি।
গৌর আমার, কণ্ঠ-ভূষণ,
বিমল হীরক-খনি।

গৌর আমার, পরাণ-সখা,
সদাই থাকে সঙ্গে।
গৌর আমার হৃদয়ে ব'সে,
খেলে নানা রঙ্গে।
গৌর আমার, নয়ন-তারা,
হারাই যেন পলকে।
গৌর আমার, সাধন-ধন,
হেরি হৃদয়-ফলকে।
গৌর আমার, ক্ষুধা তৃষ্ণা,
জীবনের জীবন।
গৌর আমার, আহার নিদ্রা,
হৃদয় প্রাণ-ধন।
গৌর আমার, ভাই বন্ধু,
পুত্র, কন্যা, জননী।
গৌর আমার, পিতার পিতা,
তিনিই ঘরের ঘরণী।
গৌর আমার, বসন ভূষণ,
সম্পদ অভিমান।
গৌর আমার, জনম মরণ,
ভজন সাধন জ্ঞান।
গৌর আমার, হৃদয়চাঁদ,
শিশুর মুখের হাসি।
গৌর আমার, পরাণকান্ত,
স্বরগ-অমিয়া রাশি।

গৌর আমার, হৃদয়ানন্দ,
প্রেমের সুধার ধারা।
গৌর আমার, কণ্ঠ-মালা,
বদনচাঁদের পারা।
গৌর আমার, হৃদয়-রতন,
চঞ্চল চিত-চোরা।
গৌর আমার, অষ্টসিদ্ধি,
ভক্তিরসে গড়া।
গৌর আমার, মোক্ষ মুক্তি,
ত্রিবর্গ-ফল-দাতা।
গৌর আমার, ত্রিতাপ-হারী,
পাতকী পবিত্রাতা।
গৌর আমার, দেবের দেব,
সর্ব্ব-সিদ্ধি-দাতা।
গৌর আমার, পরম তত্ত্ব,
জগজ্জন বিধাতা।
গৌর আমার, সাধন ধন,
গৌরময় এ দেহ।
গৌর আমার, শান্তিসুখ,
প্রেম-মিলন-বিরহ।
গৌর আমার, আমি গৌরের—
শ্রীচরণের দাস।
গৌর বিরহে, সতত দহে,
পাতকী হরিদাস!

সখীর প্রতি।

সখি !

যে দিন হেরেছি, সে চারু বয়ান,
পরাণ-পাগল-করা।
যে দিন শুনেছি, বচন মধুর,
হৃদয়-মানস-হরা।
তদবধি সখি ! কি জানি কি লাগি,
সোয়াস্তি নাহিক মনে।
সদাই পরাণ, করে আন্‌চান,
মিলিতে তাহারি সনে।
কে সেই নাগর, রসের সাগর,
দেখিতে যদ্যপি সাধ।
সখি ! সরম ভরম, তেয়াগ' সকল,
গুরুজন অপবাদ।
আয় ত্বরা করি, লইয়ে গাগরী,
স্নানের ঘাটের ধারে।
দেখা'ব কেমনে, হৃদয়-রতন,
প্রাণ মন চুরি করে।
গৌরহরি নাম, গোরা ব'লে ডাকে,
শচীর দুলাল সে যে।

কেউ বলে তারে, নিমাই পণ্ডিত,
কত সাজে সে যে সাজে।
নবীন নধর, সুঠাম গঠন,
আঁখি-ভরা প্রেমরাশি।
সোণার বরণ, গুণের সাগর,
প্রাণ দিয়া ভালবাসি।
কি জানি কি মধু, আছে সে বচনে,
কি প্রেম আছে আঁখিতে।
কত সুধা আছে, সে চাঁদ বয়ানে,
অতুল নিখিল জগতে।
সে রূপ সাগর, অগাধ অপার,
নাহিক কুল কিনারা।
ডুবে মরে যাই, হাবুডুবু খাই,
ডুবিল প্রেমের পসরা।
এস এস সখি! দেখাব তোমাকে,
গৌরহরি গোরাশশী।
বিশ্ব ভুলান, প্রাণ-মাতান,
মুখে তার সদা হাসি।
হরিদাস কহে, নদীয়া-নাগরী,
ভজ গো নাগর-রাজ।
সাধনের ধন, ভজিতে কখন,
আছে কি সরম লাজ?

গৌর-কথা।

(নদীয়া নাগরীর উক্তি)

সজনি ! কহলো গৌর-কথা ।
পরাণ ভরিয়া, সে কথা শুনিয়া,
জুড়াই মনের ব্যথা ।
বল গো সজনি ! রসময় বাণী,
গৌর-কথা রসে ভরা ।
হৃদয়ে মোর, বিরাজে গৌর,
গোরা রূপ মন-হরা ।
পরাণ সহল, গৌর-কথা বল,
আন্ কথা শুনিব না ।
পিয়াস মিটিবে, আনন্দ ছুটিবে,
দগধ হৃদয় মাঝে ।
মানস মুগধ, গৌর-শবদ,
শ্রবণে মধুর বাজে ।

সখি ! চরণে তোমার ধরি ।
গৌর-কথা কও, পরাণ জুড়াও,
গোরার বিরহে মরি ।
সকল সময়, কথা রসময়,
শুনাও আমার কাণে ।
বাঁচাও পরাণে, সুধা বরিষণে,
জুড়াও তাপিত প্রাণে ।

সখি! রূপের মাধুরী কহ।
কিবা সে বদন, কিবা সে নয়ন,
কিবা সুবলিত দেহ।
রূপের ছটায়, উছলে হিয়ায়,
নবানুরাগ-লহরী।
জগত ভুলিয়া, সে রূপ স্মরিয়া,
রয়েছি জীবন ধরি।
সোনার বরণ, গৌর-রতন,
কিবা সে মোহন হাসি।
রূপের কাহিনী, কহলো সজনি,
শুনি আমি দিবানিশি।

সখিরে! শুনাও শ্রীগৌর-নাম।
পরাণ জুড়ান, পরম রতন,
মধু-ময় রস-ধাম।
আখরে আখরে, কত মধু ঝরে,
গোরা-নাম মাখা সুধা।
এ নাম শুনিলে, প্রেম উথলে,
দূরে যায় ভব-ক্ষুধা।

সখি! নাহি কহ আন্ কথা।
চরণেতে ধরি, ছাড়হ চাতুরী,
লয়ে চল গৌর যথা।

জীবনে আমার, গোরা-ধন সার,
নাহি জানি গোরা ভিন্ন।
গৌর-রতন, জীবন মরণ,
নাহিক ভাবনা অন্য।

সখি! জুড়াও মনের ব্যথা।
বিয়াকুল মন, করিতে শ্রবণ,
মধুমাখা গৌর-কথা।
কহলো সজনি, অমিয়ার খনি,
রসময় গৌর-লীলা।
যে কথা শ্রবণে, জীবের পরাণে,
উথলে প্রেমের খেলা।
রসের সাগর, গৌর-নাগর,
সুধার কলস নাম।
গৌর-লীলা রস, সদাই সরস,
সরব রসের ধাম।

সখিরে! বাঁচাও পরাণ মোর।
শুনাও মধুর, নাম গৌর,
দেখাও সে চিতচোর।
জনম গোঁয়ানু, তবু না পাইনু,
পরাণ বঁধুর দেখা।
গৌর বিরহে, পরাণেতে দহে,
দারুণ অনল শিখা।

ভনে হরিদাস, করি অভিলাষ,
তোমার চরণ ধূলি।
শয়নে স্বপনে, জনমে মরণে,
গৌর যেন না ভুলি।

শ্রীশ্রীগৌরগোপাল।

(১)

গৌর-গোপাল পঁহু শচী-দুলালিয়া।
বালগোপাল বেশে এস নাচিয়া॥
ধূলি-মাখা রাঙ্গা-পায়, কি শোভা হয়েছে হায়,
মাথে দাও পদ-রজ কৃপা করিয়া।
জীবন সার্থক করি কোলে তুলিয়া॥

(২)

মনো সাধে মা জননী শ্রীশচীমাতা।
বান্ধিয়া দিয়াছে ঝুটি, কি সুন্দর পরিপাটী,
বাহু তুলি নাচে মোর গৌর-বিধাতা।
সোণার কোমরপাটা কটিতে গাঁথা॥

(৩)

বস এসে শচীবালা হৃদি-সরসে।
হাতে বালা পায় মল, পা দু'খানি শতদল,
অলকা তিলকা ভালে নাচ হরিষে।
মিটাই প্রাণের সাধ পদ-পরশে॥

(৪)

কটিতটে ধড়া বাঁধা চরণে খাড়ু।

মালতীর মালা গলে, চলে গোরা হেলে দুলে,

বদনেতে সুধা ঝরে হাতেতে লাড়ু।

ভাল বেশে নাচিতেছে জগত গুরু॥

(৫)

নূপুরের ধ্বনি শুন বাজে চরণে।

হরি ব'লে নাচে যবে, নদেবাসী অনুভবে,

ত্রিলোকের পতি বুঝি এল ভুবনে।

কোলে তুলে লয় তারে অতি যতনে॥

(৬)

সুধামাখা ভাষে গোরা ডাকে সবারে।

স্বরগ অমিয়ারাশি, নদীয়াতে পরকাশি,

সুধা ধারা ঢালে যেন হৃদি মাঝারে।

নদেবাসী ভাসে সবে সুখ-সাগরে॥

(৭)

ব্রহ্মগোপাল বেশে নাচিছে গোরা।

নরনারী অনিমিখে, বাল-রূপ ব্রহ্ম দেখে,

উনমত চিত সবে প্রেমেতে ভোরা।

প্রেমের মূরতি সে যে পরাণ-চোরা॥

(৮)

এস এস বাল-ব্রহ্ম শচী-দুলালিয়া।

বুকেতে চরণ রাখি, নয়নে মাধুরী দেখি,

পূর্ণ করি মনোসাধ হৃদে ধরিয়া।

কাতরে ডাকিছে তোমা হরিদাসিয়া॥

স্তব-গীতি।

"সর্ব্ব অবতার সার গোরা অবতার।
এমন দয়াল কভু নাহি দেখি আর॥"

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।

শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলাষ্টকস্তোত্র।
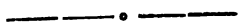
জয় শ্রীশচী-নন্দন, জগ-জন-বন্দন,
জগন্নাথ-নন্দন সরব-গুণ-নিধিয়া।
জয় সনাতন-নন্দিনী, ত্রিভুবন-বন্দিনী,
গৌর-সোহাগিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া॥
জয় গদাধর-জীবন, অদ্বৈত-প্রাণধন,
দীন জন-তারণ পাপী পতিতোদ্ধারী।
জয় লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৌর-প্রেম-দায়িনী,
সর্ব্ব মঙ্গলকারিণী সুবর্ণোজ্জ্বল গৌরী॥
জয় নদীয়া-পুরন্দর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
রসসাগর, নাগর শ্রীনবদ্বীপ-ইন্দু।
জয় নবদ্বীপেশ্বরী, ত্রৈলোক্য-সুন্দরী,
পদযুগলে ধরি, দেহ করুণাবিন্দু॥
জয় বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ নবদ্বীপ-মাধব,
কান্তি নব নব ভকতহৃদি-বিহারী।
জয় বিশ্ব-প্রেমরূপিণী শ্রীগৌরাঙ্গঘরণী
জীবদুঃখ হারিণী দেবী ভুবনেশ্বরী॥
জয় প্রভু গৌর হরি প্রেমরস-মাধুরী
বন্দিত নরনারী নট-নর্ত্তনকারী।
জয় চির-শান্তিময়ী কৈবল্যদাত্রী অয়ি!

	দীনদয়াময়ী	হ্লাদিনী বরনারী ॥
জয়	(কোটী) চন্দ্র-বিনিন্দিত	ত্রিভুবন-বন্দিত
	প্রেমাশ্রু-বিগলিত	মূরতি মনোহারী।
জয়	লক্ষ্মী-নারায়ণী	রাস-বিলাসিনী
	প্রেমানন্দ-দায়িনী	মাতঃ দীনেশ্বরী ॥
জয়	নটবরনাগর,	সুবেশ মনোহর,
	সরব গুণাকর	প্রেমময়-মূর্ত্তি।
জয়	রাজরাজেশ্বরী,	মরি! মরি! মাধুরী
	গৌরাঙ্গ-চিতহারী	প্রেমসুধা-দাত্রী ॥
জয়	স্বনামগায়ক	প্রেম-রসনায়ক
	প্রীতি-প্রদায়ক	প্রছন্ন অবতারী।
জয়	সরব গুণযুতা	মহামায়া-দুহিতা
	দেবী জগন্মাতা,	শ্রীঅবতার-নারী
	বিষ্ণুপ্রিয়াদাস	ভণায়ে হরিদাস
	যুগল-পরকাশ	দরশন-ভিখারী।

শ্রীগৌরাষ্টক স্তব-গীতি।

(১)

তপ্তকাঞ্চন-নিন্দিত চারুতনুং
শচীনন্দন কেশব নৃত্যপরং
ধূলিভূষিত প্রেমিক সঙ্ঘদেবং
ভজ বিশ্বম্ভরং জগন্নাথসুতং।

(২)

প্রীতিপ্রফুল্ল সুন্দর আঁখিযুগং
জ্যোতি বিকীর্ণ বিস্তৃত ভালতটং
গুণসাগর মাধব ভক্তপ্রিয়ং
ভজ বিশ্বম্ভরং জগন্নাথ-সুতং।

(৩)

ভক্তবাঞ্ছিত গৌরাঙ্গ নাম ধরং
মহাপ্রভু মনোহর কেলিপরং
ফুলহার সুশোভিত দিব্যদেহং
ভজ বিশ্বম্ভরং জগন্নাথ সুতং

(৪)

নদেবাসী শিরোমণি বিশ্বদেবং
চিরবাঞ্ছিত আশ্রিত কৃপাকরং
ভক্তগণ বেষ্টিত দয়াল গুরুং
ভজ বিশ্বম্ভরং জগন্নাথ-সুতং।

(৫)

বিষ্ণুপ্রিয়া মনোহারী শচীসুতং
ভক্তজনার্চ্চিত সুচিহ্নিত পাদং
সর্ব্ব সমুদ্ভব প্রণমামি দেবং
ভজ বিশ্বম্ভরং জগন্নাথ-সুতং।

(৬)

মুরারি-বন্দিত মনোহর রূপং
চন্দন লেপিত সুবিশাল দেহং
কেলিপরায়ণ ধূসরিত অঙ্গং
ভজ বিশ্বম্ভরং জগন্নাথ-সুতং।

(৭)

নয়নদ্বয় বাহিত প্রেমধারং
প্রিয় সেবক বাঞ্ছিত চারু পদং
শ্রীবাসনিকেতনে সুন্দর নৃত্যং
ভজ বিশ্বম্ভরং জগন্নাথ-সুতং।

(৮)

করুণাকর সাকার গুণনিধিং
নিমাই সুন্দর ধীর গৌরহরিং
হরিদাস বন্দে প্রভুপাদযুগং
ভজ বিশ্বম্ভরং জগন্নাথ সুতং।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াষ্টক।

—*—

(১)

সুবর্ণবর্ণোজ্জ্বলকমকান্তিময়ীং
সনাতনসুতাং দিব্যচারুনেত্রাং।
ললিতলাবণ্যময়ীং সতীং গুণবতীং
বন্দে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরণারবিন্দং॥

(২)

শ্রীগৌরাঙ্কবাসিনীং চিরকরুণাময়ীং
পরমা-বৈষ্ণবীদেবীং গৌরপ্রেমদাত্রীং।
নবদ্বীপেশ্বরীং গৌরীং প্রেমরূপধাত্রীং
বন্দে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরণারবিন্দং॥

(৩)

নবযৌবনসম্পন্নাং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়াং
হেমাঙ্গীং সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতাং।
শ্রীগৌরাঙ্গ-বক্ষঃস্থিতাং গৌরপ্রেমময়ীং
বন্দে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরণারবিন্দং॥

(৪)

ব্রীড়াকুঞ্চিত-বদনাং সদাস্মিতমুখীং
নবীনতারুণ্যরসকেলিবিলাসিনীং।
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদসেবিতাং মাধুর্য্যবতীং
বন্দে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরণারবিন্দং॥

(৫)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাঞ্ছিতাং আনন্দময়ীং
গৌরমনোমোহিনীং ব্রজরসবতীং।
প্রেমচতুরাং প্রিয়ম্বদাং রমণীমণিং
বন্দে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরণারবিন্দং ॥

(৬)

নারীশ্রেষ্ঠাং রসাশ্রিতাং রাসেশ্বরীং
শ্রীগৌরাঙ্গ-সোহাগিনীং দিব্যপ্রেমমূর্ত্তিং।
শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিতাং মহাভাবময়ীং
বন্দে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরণারবিন্দং ॥

(৭)

ফুল্লেন্দীবরকান্তিং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং
শ্রীগৌরাঙ্গসেবাপ্রিয়াং সৌভাগ্যবতীং।
সাধনাঙ্গসমুদ্ভবাং দেবীং গৌরপ্রিয়াং
বন্দে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরণারবিন্দং ॥

(৮)

কিশোরীভাবাশ্রিতাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠা-গোপীং
শ্রীগৌরাঙ্গপদাম্বুজ-রসসুধাদাত্রীং।
কৃপাকণাভিক্ষুঃ দীনহরিদাসোঽহং
বন্দে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরণারবিন্দং ॥

শ্রীনিত্যানন্দাষ্টক।

(১)

জয় রোহিণীনন্দন, পাতকীপাবন,
আনন্দঘনরূপধারী।
জয় পাপবিনাশন, দুষ্কৃতিতারণ,
সংকর্ষণ অবতারী॥
জয় ত্রিতাপমোচন, আনন্দবর্দ্ধন
অবধূত-বেশধারী।
নমামি চরণং কলুষহরণং
পাপ-তাপ-দুখ-হারী॥

(২)

জয় বালকস্বভাব, ভকতিপ্রভাব,
সংকীর্ত্তন-রণবীর!
জয় প্রভু গৌরাগ্রজ, রূপমনসিজ,
উচ্ছ্বলিত রসনীর॥
জয় প্রেমবিলায়ক, পতিতপালক,
গৌরাঙ্গপ্রেমভিখারী।
নমামি চরণং কলুষহরণং
পাপ-তাপ-দুখ-হারী॥

(৩)

জয় ক্রীড়া-কুতূহলী ত্রিভঙ্গ লাঙ্গলী
ইন্দু-ধবল বলরাম।
জয় দিব্য জ্যোতির্ম্ময়, পূত অনাময়,
প্রেমসিন্ধু গুণধাম ॥
জয় পদ্মাবতীসুত, পূর্ণ অবধূত,
গৌরশিরে ছত্রধারী।
নমামি চরণং কলুষহরণং
পাপ-তাপ-দুখ-হারী ॥

(৪)

জয় সিদ্ধ যোগেশ্বর, প্রেম কলেবর,
প্রেমিক আনন্দকন্দ।
জয় ভকতজীবন, ঘূর্ণিত লোচন,
প্রেমময় নিত্যানন্দ ॥
জয় নিত্য নৃত্যপ্রিয়, দীন দয়াময়
দণ্ডকমণ্ডলুধারী।
নমামি চরণং কলুষহরণং
পাপ-তাপ-দুখ-হারী ॥

(৫)

জয় জাহ্নবাপতি, চির-বালমতি,
ত্রিগুণাত্মা গুণগ্রাহী।
জয় পতিত-বাঞ্ছিত, আচার-বর্জ্জিত,
অনন্ত রূপধারী দেহী ॥

জয় রাম চিদ্‌ঘন, হাড়াইনন্দন,
বলরাম অবতারী।
নমামি চরণং কলুষহরণং
পাপ-তাপ-দুখ-হারী।

(৬)

জয় নিত্য নির্ব্বিকার, প্রশান্ত আকার,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্গী।
জয় জগত-পূজক গৌরাঙ্গ-সেবক,
ধন্য তব প্রেমভঙ্গী॥
জয় ন্যাসিশিরোমণি, সাধক-অগ্রণী,
গৌরাজ্ঞাবাহী সংসারী।
ননামি চরণং কলুষহরণং
পাপ তাপ-দুখ-হারী॥

(৭)

জয় গৌর-প্রেম-দাতা, পাপিপরিত্রাতা,
যোগিরাজ-শিরোমণি।
জয় বসুধাবল্লভ, পিরীতিপল্লব,
ভবাব্ধি-পারতরণী॥
জয় পাষণ্ডীদলন, পতিতপাবন
প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী।
নমামি চরণং কলুষহরণং
পাপ তাপ-দুখ হারী॥

(৮)

জয় করুণা-আলয় সত্য চিন্ময়,
পরমানন্দ-মূরতি।
জয় পরম ঈশ্বর, রূপ মনোহর,
দীন দরিদ্রগতি॥
অধীর বিহ্বল আঁখি ছল ছল,
হরিদাস প্রেমভিখারী।
নমামি চরণং কলুষহরণং
পাপ-তাপ-দুখ-হারী।

শ্রীঅদ্বৈতাষ্টক।

(১)

জয় শ্রীসীতাপতি, বিশুদ্ধমতি
মহাবিষ্ণু অবতারী।
জয় শান্তিপুরেশ্বর শুদ্ধ কলেবর,
গৌরনামপরচারী॥
জয় অচ্যুতপিতা, বিশ্ববিধাতা,
অনাসক্ত সংসারী।
প্রণমামি দেবং বিষ্ণুসমুদ্ভবং
সর্ব্বপাপ-ত্রাণ-কারী॥

(২)

জয় ভক্তচূড়ামণি, পণ্ডিত-অগ্রণী,
পরমার্থজ্ঞানদাতা।
জয় কমলাক্ষ নাম, গৌর-প্রেমধাম,
নাভাসুত বিশ্বধাতা ॥
তব হুঙ্কারে, জন্ম শচীঘরে,
সর্ব্বপাপী পরিত্রাতা।
প্রণমামি দেবং বিষ্ণুসমুদ্ভবং
গৌরাঙ্গ-প্রেমদাতা ॥

(৩)

জয় অদ্বৈতাচার্য্য, ত্রিভুবন-আর্য্য,
দ্বিজবর মহামুনি।
জয় শ্রেষ্ঠ তাপস, নাশী কল্মষ,
সদানন্দ তত্ত্বজ্ঞানী ॥
জয় ভক্তিপ্রবর্ত্তক, গৌরাঙ্গসেবক,
একান্ত নিরভিমানী।
প্রণমামি দেবং বিষ্ণুসমুদ্ভবং
নির্ব্বিকার নির্গুণী ॥

(৪)

জয় জ্ঞানপ্রদর্শক, প্রেমপ্রদায়ক,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যপ্রাণ।
জয় আচার্য্য গোস্বামী, শান্ত, অকামী,
সদানন্দ প্রেমধাম।

জয় ত্রিতাপহারক পতিতপালক,
যোগেশ্বর সিদ্ধকাম।
প্রণমামি দেবং বিষ্ণুসমুদ্ভবং
প্রভু সর্ব্বশক্তিমান॥

(৫)

জয় কুবেরনন্দন, ধন্য মহাত্মন,
গৌরাঙ্গ অবতারকারী।
জয় মহাভাবান্বিত, প্রেমপরিপ্লুত,
মহাবিষ্ণু—শরীরী॥
জয় প্রেম-ভক্তিসিন্ধু, দীনজনবন্ধু
বন্দে পদ নরনারী।
প্রণমামি দেবং বিষ্ণুসমুদ্ভবং
শোক-তাপ-দুখ-হারী॥

(৬)

জয় শ্রেষ্ঠ ভাগবত, দীনে দয়ারত,
জগজ্জীবোদ্ধারে ব্রতী।
জয় করুণাসাগর, শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর,
শুদ্ধাচার শুদ্ধমতি॥
জয় চতুর্ব্বেদকণ্ঠ, শ্রীপতি শ্রীকণ্ঠ,
প্রজাপাল প্রজাপতি।
প্রণমামি দেবং বিষ্ণুসমুদ্ভবং
দীননাথ সীতাপতি॥

(৭)

জয় গৌরাঙ্গসঙ্গী, নৃত্য পর রঙ্গী,
কেলিবিশারদ জ্ঞানী।
জয় নিত্যানন্দপ্রিয়, দেব অনাময়,
যোগনিষ্ঠ সিদ্ধবাণী॥
জয় মহাযোগেশ্বর, জ্ঞানগম্ভীর,
জগত-গুরু শিরোমণি।
প্রণমামি দেবং বিষ্ণুসমুদ্ভবং
নামে পবিত্রধরণী॥

(৮)

জয় জ্ঞানগরিষ্ঠ, দ্বিজবরনিষ্ঠ
প্রচারক গৌরনাম।
জয় সাধকবরেন্দ্র নায়ক সুধীন্দ্র,
প্রেমানন্দ অভিরাম॥
জয় কীর্ত্তনপ্রবীণ, গায়কপ্রধান,
গৌরহরিধ্যান জ্ঞান।
প্রণমামি দেবং বিষ্ণুসমুদ্ভবং
(তব) পদে কোটী পরণাম॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব।

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, প্রেম-রসনিকেতন,
ভক্তপ্রাণ গৌরহরি নবদ্বীপপতি।
প্রেমময় অবতার, প্রেম-সিন্ধু-পারাপার,
শচীসুত রসসিন্ধু অগতির গতি॥
জগবন্ধু রসরাজ! নিখিল জগতমাঝ,
প্রেমরস ভক্তিভরে গাহে তব গান।
(তব) নাম সঙ্কীর্ত্তনসুধা, মিটাইছে ভবক্ষুধা,
ভক্তবৃন্দ ফুল্লপ্রাণে করে তাহা পান।
নামের মহিমা তব, অনুরাগ নব নব,
ভক্তপ্রাণে উচ্ছ্বলিত প্রেমপারাবার।
অমিয়া বরষে প্রাণে, নাচে গায় ফুল্লমনে
তব নামসুধামৃত জগতের সার॥
জগজ্জ্যোতি জ্যোতির্ম্ময়, পূত দেহ অনাময়
দীনহীনে সমভাব ভক্ত নিরঞ্জন।
করুণাসাগরে ডুবি, প্রেমময়, প্রেমচ্ছবি,
বিতর' করুণাকণা ব্রহ্ম সনাতন॥
আমরি! কি রূপ তব ভক্তবৎসল শ্রীমাধব
প্রেমার্ণব কল্পতরু জগদীশ হরে।
বাঞ্ছাকল্প প্রীতিমাখা, প্রেমময় প্রাণসখা,
দীননাথ সত্যদেব (জয়) হরে মুরারে॥

ভবার্ণবপ্রেমনিধি, দীনজনহারানিধি,
অধমতারণসখা! দীনদয়াল হরি!
তব নাম সুধাপানে, জগজ্জীব ফুল্ল প্রাণে,
জীবন সফল করে, (জয়) মাধব মুরারি।
করুণা বিতর নাথ! দীনবন্ধু জগন্নাথ!
দীনহীন নরাধমে (জয়) কৃষ্ণ কংসারে।
নদীয়ার অবতার, ভবার্ণব-কর্ণধার,
পার কর ভবসিন্ধু (জয়) হরে মুরারে!
তব নাম-সুধাবিন্দু তব গান-সুধাসিন্ধু,
তচ্চিন্তা, তন্মতি দেব! দাও এ অধমে।
জীবণে মরণে হরি. পায় যেন পদতরি,
চিরদাস হরিদাস (তব গান) গাবে ধরাধামে॥

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-বন্দনা।

কনককান্তি কলেবর, কলানিধি করুণাকর,
করঙ্গ কৌপীনধারী।
কামিনীকান্ত কলিদেব, কমলাক্ষ কৃষ্ণ কেশব,
কেলিকদম্ববিহারী॥
কলিকল্মষকাতর, কোকিলকণ্ঠকলস্বর,
কুমতি কৃপা কর হে।
কোমলকুসুম সম-কর, কামিনীকলঙ্ক কটিতট,
কুঙ্কুম-কস্তূরী-গন্ধ দেহে॥
কলিকাল কল্পতরু, কাতরে করুণা কুরু,
কবি-কল্পনা কান্তিধর।
কলি-কীটে কৃপা কর, কলিযুগকলুষ হর!
কলিদেব গৌরকিশোর॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা।

(জয়) শচীনন্দন, জীবনধন, ভক্তবৎসল হরে!
প্রেমসাগর, রসনাগর, জয় হরে মুরারে।
বাল-গোপাল, ত্রিলোকপাল, ব্রজকিশোর হরি।
প্রভু গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ-ত্রিভঙ্গ, মাধব গৌরহরি।

নন্দনন্দন, গোপীজীবন, যশোদানন্দন হে!
রাধারমণ, বংশীবদন, বৃন্দাবনধন হে!
গোপীবল্লভ, নীলমাধব, পীতবসনধারী!
শ্যামসুন্দর, শ্রীমনোহর, বৃন্দাবনবিহারী!
ভীতিভঞ্জন, ভক্তরঞ্জন, জগন্নাথনন্দনং।
বিশ্বপালন, দীনতারণ জগজ্জনবন্দনং॥
ভক্তিবিনোদ, প্রেমোন্মাদ, বিশ্বম্ভর ভূদেবং।
গোলোকপতি, শ্রীশ্রীপতি, কৃষ্ণ চৈতন্যদেবং।
মধুসূদন, নীলরতন, নিমাই নামধারী।
দেবকী-সুত, জ্ঞান-অতীত, হৃদয়োন্মাদকারী।
বন্দে গৌরাঙ্গ, প্রেমতরঙ্গ, তত্ত্বমহং ন জানে।
ভকতি-গেহ, চরণ দেহ, হরিদাস অধমে॥

শ্রীগৌর-বন্দনা।

ওহে প্রাণ-রমণ, শচীনন্দন,
করি বন্দন তব চরণে।
তুমি দীনশরণ, তাপহরণ,
আনন্দ-ঘন চিত্তরমণে।
তুমি পরশমণি, অমিয়াখনি,
গীতে রাগিণী সুধার ধার।

তুমি চিন্তাহরণ, মনোরঞ্জন,
হৃদিমোহন মাণিকহার।
তব চরণ-দ্বন্দ্বে, ললিত ছন্দে,
পরমানন্দে গাহিব গান।
তব পাদ পরশে, ভাব আবেশে,
প্রেম হরষে ধরিব তান।
তুমি পরমানন্দ, প্রেম-কন্দ,
মৃদুল মন্দ দখিণ বায়।
তুমি চির-সুন্দর, নিখিলেশ্বর,
বিশ্বম্ভর রসিক রায়।
তব রূপ-মাধুরী, হৃদয়হারী,
দুখ পাসরি পদ-পরশে।
তব পাদযুগল, ফুল্ল-কমল,
হেরি নিরমল হৃদি সরসে।
তুমি ত্রিলোক নাথ, কর হে সাথ,
অনাথনাথ নাম তোমারি।
তুমি পতিতপিতা, করুণাদাতা,
বিশ্ব-বিধাতা, গৌরহরি।
হরি দাস অধমে, রেখ হে চরণে,
জনমে মরণে এই মিনতি।
তুমি হও প্রসন্ন, বড় বিপন্ন,
ও পদ ভিন্ন নাহিক গতি।

শ্রীগৌর-গীতি।

(১)

শচীনন্দন সুন্দর।
মানস-কুঞ্জ-ভ্রমর।
নব গৌরাঙ্গ, প্রেমতরঙ্গ,
সতত ধূলি-ধূসর।

(২)

প্রেমময় রূপ বাঞ্ছিত।
সুন্দর পদ চিহ্নিত।
নয়ন সুচারু, বঙ্কিম ভুরু,
মানাভিমান-বর্জ্জিত।

(৩)

বিশ্বম্ভর মনোমোহন।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচরণ।
ভকতপ্রিয়, প্রেমনিলয়,
সুন্দর শচীনন্দন।

(৪)

ওহে বাল-কিশোর গৌর
ভকতহৃদয়-চৌর।
চন্দ্রবদন, সাধনধন,
পতিতপাবন গৌর।

(৫)

ওহে নিমাই নামধারী।
কৃষ্ণ কেশব মুরারী।
হৃদি-বল্লভ, পদপল্লব,
পূজি নিত্য হৃদয় ভরি।

(৬)

তব চরণপ্রান্তে বসি।
আঁখিনীরে সদা ভাসি।
তুমি অনন্ত, জীবনকান্ত
অসীম তব প্রেমরাশি।

(৭)

তুমি চন্দ্রবদনে হাস।
হৃদয়েরি তমো নাশ।
চির-লাঞ্ছিত, পদ-বাঞ্ছিত
কর উদ্ধার হরিদাস।

———

শ্রীগৌরচন্দ্র-বন্দনা।

গৌর হে!

তুমি চিত্তহরণ, মনোরঞ্জন,
হৃদয়েরি কম হার।
পরাণবন্ধু, গুণের সিন্ধু,
তুমি স্বরগ অমিয়াধার।
কণ্ঠভূষণ, প্রাণরমণ,
তুমি প্রেমময় রসসিন্ধু।
প্রেমবারিধি, ভক্তের নিধি,
তুমি পূর্ণিমার কোটী ইন্দু।
প্রণত পাল, ভকত মাল,
তুমি পরাণের প্রিয়তম।
চির-সুন্দর, ধরণী-ধর,
তুমি কমকান্তি মনোরম।
শান্তিনিলয়, মঙ্গলময়,
তুমি গৌরহরি সদানন্দ।
গৌর গৌরাঙ্গ, প্রেমতরঙ্গ,
তুমি প্রেমময় মকরন্দ।
বিশ্বম্ভর, গৌরসুন্দর,
তুমি রসময় রসরাজ।
শচীনন্দন, জীবনধন,
তুমি মাধব ব্রজরাজ।

ভীক চকিত, জ্ঞান-রহিত,
তব দাসে দেহ পদ-রেণু।
(আমি) জীর্ণ শরীরে পর্ণ-কুটীরে
কত বাজাইব বেণু।
বৃক্ষ শুষ্ক, পতিত পুষ্প
হৃদি মন্দির মোর মরুভূ।
লক্ষ বরষ, প্রেম নীরস,
এবে চরণ পরশ পরভু।

শ্রীগৌরচরণ-বন্দনা।

নমি আমি গোরাচরণে।
রাতা উতপল, চরণযুগল,
পূজিব জীবনে মরণে।
কোটী ইন্দু যার, জ্যোতি পরচার,
করিছে ত্রিদিব ভুবনে।
অদ্বৈত-পূজিত, নিতাই-বন্দিত,
সাধনার ধন চরণে।
কোটী প্রণিপাত, অনাথের নাথ,
দাও পদাশ্রয় অধমে।

ধ্বজ-বজ্র আঁকা, পদ-চিহ্ন-রেখা,
পূজিব তুলসী-চন্দনে।
সুললিত গানে, জীবনে মরণে,
বন্দিব শচীনন্দনে।
শ্রীপদ-পরশা, জীবন ভরসা,
পদরেণু সার মরণে।
জীবনের সার, ভব-কর্ণধার,
(কোটী) পরণাম তব চরণে।
উদ্বেলিত হৃদি, অকূল বারিধি,
ব্যাকুলিত ভীতি পরাণে।
ওহে গৌরহরি, ধরি পদতরি,
ভুলি যেন আমি শমনে।
দাও বুকে বল, সাধনসম্বল,
পদ তব মম জীবনে।
লক্ষ্য ভ্রষ্ট যেন, না হই কখন,
এই ভিক্ষা তব চরণে।

বাল গৌরাঙ্গ-বন্দনা।

হের হের শচীদুলালে।
সুধার ধারা, নয়নলোরা,
বহিছে আঁখির কোলে।
চঞ্চল বাল, শচীদুলাল,
খেলিছে মায়ের কোলে ॥
তরল তার, অমৃতধার,
ঝরিছে অধর ধারে।
ভাসিছে বক্ষ, নাহিক লক্ষ্য,
মত্ত প্রেমের ভোরে ॥
বিম্বওষ্ঠ, রাগপুষ্ট,
কাঁপিছে মৃদু ভাষণে।
(যেন) ললিতছন্দে, পরমানন্দে,
গান গায় আন মনে ॥
ভব-সম্পদ, চঞ্চল পদ,
ধরিয়া মায়ের বক্ষে।
ক্ষিপ্র হস্তে, ত্রস্তে ব্যস্তে,
চাহে অনিমেষ চক্ষে ॥
স্পন্দিত তনু, বক্র ভ্রূধনু,
চুম্বিত বিধুবদন।
লম্বিত বেণী, নিন্দিতফণী,
সুন্দর শচীনন্দন ॥

বক্ষ বিশাল, প্রসর ভাল,
স্থবর্ণবর্ণ শ্রীঅঙ্গ।
চল রে মন, কালদমন,
গৌরহরি কর সঙ্গ ॥
ভক্তিসদন, পাপনাশন,
পদতরি দুইখানি।
ভাব রে মন, সর্ব্বক্ষণ,
যোড় করি দুই পাণি ॥
হও প্রপন্ন, হবে প্রসন্ন,
গোরাপদ পাপনাশী।
(ঐ) মঙ্গলময়, চরণদ্বয়,
হরিদাস অভিলাষী ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বন্দনা।

জয় প্রভু নিত্যানন্দ প্রেম-অবতার।
কোটী প্রণিপাত করি চরণে তোমার ॥
অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন।
অগতির গতি তুমি অধমতারণ ॥

তোমার দাসের দাস যদি হ'তে পারি।
দুঃখময় এ জীবন ধন্য মনে করি' ॥
দুরাশা আমার নাথ! তব দাস হ'তে।
সে সৌভাগ্য করি নাই বুঝিয়াছি চিতে ॥
তাই খুঁজি তব দাস যাঁ'র কৃপা বলে।
সাধনার সারতত্ত্ব প্রেমধন মিলে ॥
কৃপাকর কৃপাময় দয়াল ঠাকুর।
মু অতি পাতকী নাথ! অধম কুকুর ॥
তোমার দাসের দাস খুঁজে মেলা ভার।
লালায়িত মন মোর সঙ্গলোভে যাঁ'র ॥
পূরব পুরুষ মোর বলরাম দাস।
তব কৃপাপাত্র ছিল দোগাছিয়াবাস ॥
পদকর্ত্তা যাঁ'র নাম জগতে প্রচার।
জন্মিয়াছে সেই বংশে এই দুরাচার ॥
কুলাঙ্গার বলি তা'রে কৃপা না করিল।
সেই দুখে নিরবধি হৃদয় দহিল ॥
লয়েছি শরণ প্রভু! ঠেল না চরণে!
কৃপা করি লও মোরে কেশে ধরি টেনে ॥
সংসার-আবর্ত্তে পড়ি গেল মোর প্রাণ।
তবু ত গেল না মোর মান অভিমান ॥
জীর্ণ তরি দেহ মোর পূর্ণ পাপভারে।
ডুবিতে বিলম্ব নাহি অকূল পাথারে ॥
দুষ্কৃতি-বিষম-ভারে সদা টল মল।
কাম ক্রোধ শত্রুদের মহারণস্থল ॥

যমভীতি ভয়ঙ্কর মনে নিরন্তর।
নিশি দিন ম্রিয়মাণ কাতর অন্তর ॥
নাম তব নিত্যানন্দ প্রীতিপারাবার।
নিরানন্দ জীবনের ঘুচাও আঁধার ॥
অক্রোধ, পরমানন্দ, তুমি পাপি-ত্রাতা।
চিরদগ্ধ জীবনের তুমি শান্তিদাতা ॥
মহাপাপী যায় ত'রে ল'য়ে তব নাম।
চরণপ্রসাদে তব হয় সিদ্ধকাম ॥
বিলাইলে "হরি" নাম জনে জনে ধ'রে।
নাম ব্রহ্ম প্রচারিলে প্রতি ঘরে ঘরে ॥
জীবনের ব্রত তব পতিত উদ্ধার।
সাধিলে সে কার্য্য করি নাম পরচার ॥
কীর্ত্তনতরঙ্গ-রঙ্গে ভুবন মাতালে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমতত্ত্ব জীবেরে শিখালে ॥
দয়া করি এ দাসেরে আত্মসাৎ কর।
দয়াময় এক বিন্দু করুণা বিতর ॥
অধম পাতকী বলে চরণে ঠেল' না।
দীন হীন দাস প্রতি কর হে করুণা ॥
দিন যায় দীননাথ! বৃথা গণ্ডগোলে।
মায়ামোহে বদ্ধ হয়ে তোমা আছি ভুলে ॥
শ্রীগৌর গৌরাঙ্গদেব মোর প্রাণধন।
সব ছাড়ি তাঁ'র পদে লয়েছি শরণ ॥
তুমি না করিলে দয়া দয়াল নিতাই।
জানি আমি মেলা ভার শচীর নিমাই ॥

জয় প্রভু! নিত্যানন্দ পরম ঈশ্বর।
জয় গৌর-গোবিন্দ! জয় বিশ্বম্ভর॥
তব দাস হরিদাস মাগে কৃপাকণা।
অধম নারকী ব'লে ক'র না বঞ্চনা॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে।

চির সুন্দর তুমি, অমিয়ার খনি,
গৌরহরি রসরাজ।
চির বাঞ্ছিত তুমি, হৃদয়ের মণি,
ধরিয়াছ নব সাজ।
চির সুন্দর তব, ভাব নব নব,
ঢল ঢল রূপরাশি।
চির সন্তাপহর, হে বিশ্বম্ভর!
কৃপাকণা পরকাশি।
চির মঙ্গলময়, গৌর দয়াময়,
ভগবন্ শচীবালা!
চির লাঞ্ছিত আমি, তব পদে নমি,
ভুলে যাই দুখজ্বালা।

নম চৈতন্য দেব, কৃষ্ণ কেশব,
প্রেমদাতা নব গোরা।
নম গৌর গৌরাঙ্গ, ভক্তজন সঙ্গ,
প্রেমময় ভাবে ভোরা।
মন বিশ্বম্ভর, চির সহচর,
পাপী তাপী অধমের।
নম ত্রিকাল সত্য, পরম তত্ত্ব,
শ্রেষ্ঠ ধন সাধনের।
নম গৌরহরি, নদীয়াবিহারী,
কলিকাল অবতার।
চির লাঞ্ছিত দাস, দীন হরিদাস,
করে নাম পরচার।

গৌরলীলামৃত-লহরী

"শ্রীগৌরাঙ্গের দু'টী পদ,
যা'র ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।

গৌরাঙ্গের মধুর লীলা,
যা'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র ॥"

নরোত্তম দাস।

শ্রীগৌর-গোবিন্দ।

নিত্যধাম নদীয়ায়, অদ্যাপিও গোরারায়,
গৌর-গোবিন্দ-রূপে নিত্য-লীলা করে।
মনোহর পুষ্পোদ্যানে, বেষ্টিত নাগরীগণে,
রত্ন-সিংহাসনে বসি কিবা শোভা ধরে॥
বামে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, আনন্দে তরল হিয়া,
দক্ষিণেতে লক্ষ্মীপ্রিয়া, হসিত-বদন।
এ দেখে উঁহার পানে, ত্যজি মান অভিমানে,
ত্রিভঙ্গ-রূপেতে গোরা প্রেমেতে মগন॥
নটবর রসরাজ, ধরিয়া ব্রজের সাজ,
বংশীহাতে দাঁড়ায়েছে নব-বৃন্দাবনে।
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমরূপে, দেখরে নদীয়া-ভূপে,
নদীয়ার ব্রজেশ্বর শচীর নন্দনে॥
বিচিত্র মন্দির-শোভা, মুনিজন-মনো-লোভা,
রতনখচিত চারু দিব্য সিংহাসন।
মণি-রত্ন ঝলমল, তদুপরি পুষ্পদল,
গন্ধ, ধূপ, দীপ, শোভে অগুরু-চন্দনে॥
লক্ষ লক্ষ দাসী মিলে সেবা করে কৌতুহলে,
চামর ঢুলায় কত নদীয়া-নাগরী।
যোগায় তাম্বূল, মালা, দেখি হাসে শচী-বালা,
বিলসয়ে মন-সুখে নদীয়া-বিহারী॥

কাঞ্চনা প্রধানা হ'য়ে, অমিয়াকে সঙ্গে ল'য়ে
প্রেমের আরতি করে মুরতিমোহন।
আর সখী কত শত, শ্রীপাদ-সেবনে রত,
কি আনন্দ! নদীয়ায় যুগলমিলন॥
গৌর গোবিন্দ-লীলা, নদীয়ায় প্রেম-খেলা
বিষ্ণুপ্রিয়া-লক্ষ্মী সনে আনন্দ-বিহার।
ভাগ্যে যার আছে দেখে, প্রেম-ভক্তি সেই শিখে,
কেঁদে মরে হরিদাস দুখী, দুরাচার॥

গৌরগান।

জগত আনন্দ, ভুবনবন্দ্য, গৌরচন্দ্র! তুমি হে!
দীনের বন্ধু! করুণাসিন্ধু! নদীয়াইন্দু! এস হে!
মরি যে আমি বিরহে। ধ্রু।
(তব) পদার-বিন্দে, পরমানন্দে, সুরভি গন্ধে, মাতিয়া।
এমন ভৃঙ্গ, মাগিছে সঙ্গ, পীরিতি-রঙ্গ, করিয়া॥
প্রেমোন্মত্ত, ও নট-নৃত্য, হেরিতে নিত্য, আঁখিতে।
মানে না ধৈর্য্য, প্রেমাচার্য্য! কর'না ত্যজ্য, পতিতে॥
কর্ণরন্ধ্রে, জীমূতমন্দ্রে, নাম ব্রহ্মে, ডাকিছে।
সুরতরঙ্গে, ভকত সঙ্গে, তালযন্ত্রে, গাহিছে॥
(মম) জনম ধন্য, হে বরেণ্য! তোমারি জন্য, রচনা।
এ নব মাল্য, কুসুমফুল্ল, তোমার তুল্য, কিছু না॥
নাহিক দৈন্য, হৃদয় ছিন্ন, চরণ ভিন্ন, জানি না।
হরি, কুসঙ্গী, সাগর লঙ্ঘি, করিছে ভঙ্গি, কত না॥

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র।

জয় জয় শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সংকীর্ত্তন পরচারী।
দেব রুক্মাঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গ, পতিত-সঙ্গকারী॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণবল্লভ,
শচীনন্দন কলিমাধব,
কারুণ্যরস কল্পতরু, নদীয়াবিহারী।
প্রেমার্ণব ভকতবন্ধু,
প্রেমিক-বর করুণাসিন্ধু,
কলিদেব দেবেন্দ্র, নটবর-বেশধারী॥
জয়রে জয় গৌরচন্দ্র,
জ্যোতির্ম্ময় নর-বরেন্দ্র,
করুণ কটাক্ষে পতিত-পাবনকারী।
নৃত্য মধুর প্রেমচতুর,
রাজ্যেশ্বর নদীয়াপুর,
জয় জয় জয় প্রচ্ছন্ন অবতারী॥
নব নটবর রসিকশেখর,
ভুবনবন্দ্য দেব দ্বিজবর,
জগন্নাথসুত নিমাই নামধারী।
জয় জয় শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সংকীর্ত্তনপরচারী॥

গৌর-ধন।

---

(১)

গৌরধনে ধনী আমি কিছু নাহি চাই।
অষ্টসিদ্ধি মোর কাছে উনানের ছাই॥
মুক্তি মোক্ষ নাহি চাই,
গোরাধন যদি পাই,
শত মুখে গুণ গেয়ে জীবন জুড়াই।
গৌরধনে ধনী আমি কিছু নাহি চাই॥

(২)

এ ধন কোথায় থোব খুঁজিয়া না পাই।
যে দিলা জীবেরে প্রেম অগাধ অথাই॥
প্রাণের ভিতরে রাখি,
সদা তার কাছে থাকি,
তবু মোর ভয় হয় পালাবে নিমাই।
এ ধন কোথায় থোব খুঁজিয়া না পাই॥

(৩)

লুকান রতন গোরা যতনে লুকাই।
মনচোরা প্রাণচোরা ন'দের নিমাই॥
কত মন চুরি ক'রে,
লুকায়ে রয়েছে ঘরে,
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণধন তারে মুই চাই।
লুকান রতন গোরা যতনে লুকাই॥

(৪)

তিল আধ না হেরিলে প্রাণে ম'রে যাই।
এ ধন করিস্‌নে চুরি, দোহাই দোহাই॥
প্রাণে মরে যাব আমি,
চলে গেলে গুণমণি,
বড় ভাল বাসিয়াছি শচীর নিমাই।
তিল আধ না হেরিলে প্রাণে মরে যাই॥

(৫)

এ ধন হৃদয়ে ধরি হরি বল ভাই।
জগতের গুরু গোরা বৈষ্ণব গোঁসাই॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বলি,
হৃদয় পরাণ খুলি,
ডাকে পাপী হরিদাস, গোরা বলে 'যাই'॥
এ **ধন** 'হৃদয়ে ধরি' **'হরি'** বল ভাই॥

———

বিজয়া দশমী।

(শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া-দর্শনে শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-যাত্রা।)

বিজয়া দশমী, শুভ দিন গণি,
নীলাচল হ'তে গৌর গুণমণি,
দেখিতে তাঁহার মাতা ও ঘরণী,
চলে নদীয়ায় হরিষে।
সঙ্গে ভক্তগণ ভাসি আনন্দে,
গাইতেছে গীত ললিত ছন্দে,
নীলাচলবাসী চরণ বন্দে,
তুষিছেন প্রভু আশীষে॥
কোটী প্রণিপাত করিয়া চরণে,
প্রেম-আলিঙ্গনে মধুর বচনে,
মধুমাখা সেই পীরিতি ভজনে,
বিদায় মাগিছে সকলে।
জনে জনে প্রভু আলিঙ্গন করি,
নয়নের বারি নয়নে নিবারি,
বিজয়া দশমী স্বয়ং আচরি,
চলিলেন তিনি বিকালে॥
বিলাসকুঞ্জ নদীয়ার কথা,
ঘরণীর দুঃখ জননীর ব্যথা,
স্মরিয়া কাতর জগতের পিতা,
মনকথা কারে বলিবে।

নদীয়ার চাঁদ চলেছেন ন'দে,
বিজয়ার দিনে হরিষ-বিষাদে,
নদীয়ার লোক তুষিতে প্রসাদে,
বাজিছে বাজনা ত্রিদিবে ॥
বিজয়া-দশমী বৈষ্ণব তিথি,
প্রভুর বিজয় করিয়া প্রতীতি,
গাও জয় জয় নদীয়ার পতি,
চলেছেন তিনি নদীয়া।
দেখিতে জননী প্রাণের রমণী,
তাই শুভ দিন বিজয়া দশমী,
চারিদিকে শুনি মঙ্গলধ্বনি,
উঠিছে ভুবন ভরিয়া ॥
গৌর গোষ্ঠী নাচ আনন্দে,
পুরনারী দেখ বসি অলিন্দে,
শচীদুলালের বদনচন্দ্রে—
বিমল আনন্দ ভাতি রে।
বিরহ-বিধুরা নব বালা মত,
বদনচন্দ্র করি অবনত,
প্রেমে ঢল ঢল চলিছেন পথ,
দেখে হরিদাস কাঁদে রে ॥

———

মনের প্রতি।

—•—

ও অবোধ মন!

কর রে স্মরণ, গৌরচরণ, দুঃখ রবে না।
শচীর বালা, ব্রজের কালা, (তুমি) তাওকি জান' না॥
(সে যে) ব্রজের খেলা, সাঙ্গ করে, নদেয় এসেছে।
রাধার ভাবে, কৃষ্ণপ্রেমে, পাগল হয়েছে॥
নৃত্য করে, প্রেমের ভরে, দু'বাহু তুলে।
নাইক বাঁশী, আছে সে হাসি, বদনকমলে॥
(ও মন!) চিনতে তারে, সকলে পারে, তুইত পাল্লিনে।
ভরমে পড়ে, কাটালি কাল (এখন) ধর্‌গে চরণে॥
শচীর ছেলে, দয়াল বড়, কর্‌বে করুণা।
ডাকতে যদি, পারিস্ তারে, ছাড়িস্ ছলনা॥
কালোবরণ, লুকিয়ে রেখে, সোণার বরণে।
সেজেছে ভালা, শচীর বালা, নূতন ধরণে॥
নূতন রসে, নূতন ভাবে, মত্ত হ'রে মন!
কর রে স্মরণ, গৌরচরণ, অধম-তারণ॥
কহিছে হরি, চরণ ধরি, সর্ব্বজীবেরে।
গৌরচরণ, অমূল্য রতন, তা' তুই চিন্‌লি না রে॥

———

রূপ-তৃষা।

—*—

গৌর বঁধুয়া হে!

কত যে বাথানি, ওই রূপখানি,
কি ক'রে তোমায় বলি।
রূপ রসে তব, ভুলিয়াছি ভব,
কুলেতে দিয়েছি কালি।
নয়নের আড়, করিলে আঁধার,
দেখি যে এ সংসার।
মানসপটেতে, আঁকিয়া তুলিতে,
হেরি গো ওরূপ সার॥
যে দিকে নেহারি ঐ রূপ হেরি,
অন্তরে বাহিরে তুমি।
নয়নানন্দ, প্রেম-কন্দ,
তোমার রূপের খনি॥
হেন রূপ আমি, নয়নে দেখিনি,
স্বপনে দেখেছি কভু।
না খুলিতে আঁখি, উড়ে যায় পাখী,
একি অবিচার প্রভু॥
উপাড়িয়া আঁখি, দূরে যদি রাখি,
না হয় দুঃখের শেষ।
কেন সে খুলিল, রূপ না হেরিল,
নাহি সরমের লেশ॥

চন্দ্রবদনে, তেরছ নয়ানে,
চাহিয়া আমার পানে।
কি তুমি কহিলে, শুনা নাহি গেল,
বরজ পড়ুক কাণে॥
চির অন্ধ কর, গৌর গুণাকর,
চির-নিদ্রা দাও মোরে।
স্বপনে ডুবিয়ে, পিয়াস মিটায়ে,
হেরি রূপ প্রাণ ভ'রে॥
সেই আঁখি সার, দরশাধিকার,
দিয়েছ যাহারে তুমি।
বাহ্য ইন্দ্রিয়. ওহে প্রাণপ্রিয়,
তুচ্ছ বলিয়া জানি॥
চির অভাগিয়া, এ হরিদাসিয়া
স্বপনে হেরিবে তোমা।
দু'টী পদে ধরি, ওহে গৌরহরি,
করিও না তারে মানা॥

———

অভিমানের ক্রন্দন।

গৌর হে !

কাঁদাতে আমায় এত সাধ কেন
বল বল দয়াময়।
আশ্রিত জনে দুখ দিয়ে এত
কি সুখ তোমার হয় ?
নয়নে চাহ না কাঁদিলে দেখ না
এ কেমন ভালবাসা ?
মরিলে কি হবে জানিতে চাহি না
(তুমি) জীবনে না দিলে আশা ॥
চরণের তলে লুটায়ে লুটায়ে
কাঁদি আমি নিশি দিন।
দীনের দয়াল দয়া কি হয় না
দেখে দশা দীনহীন ॥
একটী আশার কথা কি জান না
জুড়াইতে হৃদি-জ্বালা ?
একবার ফিরে চাহিয়া দেখিলে
(বুঝি) মান যাবে শচী বালা ?
তোমার ধরম তুমিই জান হে
আমি কিন্তু মরিলাম।
তোমার চরণ লাভের আশায়
প্রাণপাত করিলাম ॥

দেখেও দেখ না, দয়াল ঠাকুর
কেন গো তোমায় বলে ?
কি দয়া দেখালে অধীন জনারে
বল দেখি মোরে খুলে ?
অভিমানে কাঁদি কখনও বা রাগি
কত কথা বলি তোমা।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সাধিয়া সাধিয়া
কতবার চাহি ক্ষমা ॥
দয়া করিবে না ? দুখ বুঝিবে না ?
ওহে দুখহারি ! নাথ।
দীন হরিদাস করিছে চরণে
কোটী কোটী প্রণিপাত ॥

শ্রীগৌরকিশোর।

এস হে ! গৌর-কিশোর !
নদীয়ার চাঁদ ! নদীয়াভবনে,
ভুবন করি উজোর।
শচীমার ধন ! রমণী-রমণ !
বিষ্ণুপ্রিয়া মনোচোর ॥
এস গৌরাঙ্গ ! নবনটেন্দ্র !
বাঁধিয়া প্রেমের ডোর।

নদীয়ার শশি! নদীয়া-গগন,
আবার কর উজোর ॥
নটবরবেশ, হেরিতে তোমার,
চিত্ত হ'য়েছে ভোর।
যুগল-মাধুরী, ছড়ায়ে ভুবনে,
এস হে চিত্তচোর ॥
নদীয়া-নাটুয়া, নৃত্য হেরিতে,
আঁখিতে বহিছে লোর।
কিশোর রূপের, মাধুরী লইয়া,
পতিতে দাওহে কোর ॥
চরণ ধরিয়া, কাঁদিয়া সাধিয়া,
পীরিতে হইব ভোর।
হৃদি-মন্দিরে, পূজিয়ে তোমায়,
পিয়াস মিটে না মোর ॥
হেরিতে বাসনা, প্রকাশ মূরতি,
ও মোর চিত্ত-চোর!
শচীর দুলাল! গৌর-গোপাল!
পূরাও বাসনা মোর ॥
ভণে হরিদাস, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
দেখিয়া তিমির ঘোর।
সব দূরে যাবে, গৌর আসিলে,
ভুবন হ'বে উজোর ॥

———

নামে রুচি।

গৌর হে!

(আমার) নামে রুচি হবে কবে।

নাম করিতে, নয়ন ঝরিবে,

শরীরে পুলক হবে ॥

দুখে গলে মন, ঝরে দু'নয়ন,

শরীরের ক্লেশ হ'লে।

(পদে) কাঁটাটি ফুটিলে, করি হায় হায়,

ভাসি নয়নের জলে ॥

তোমার নামেতে, গলে না হৃদয়,

আসে না নয়নে জল।

নামগানে তব, মজিল না মন,

করে সে কেবলি ছল ॥

নামের মাঝারে, বিরাজ তুমি হে!

নাম নামী ভেদ নাই।

সেই মধু-নামে, রুচি যে হ'ল না,

ভেবে ভেবে ম'নু তাই ॥

নামের মহিমা, জানিয়া বুঝিয়া,

তবু ও না হ'ল রুচি।

অন্তর বাহির, অশুচি আমার,

কিসে হ'ব আমি শুচি ॥

চোখে জল আসে, নানা যাতনায়,
ভাবি আমি প্রেম হ'ল।
নামেতে তোমার, রুচি হ'ল বলে
আঁখি করে ছল ছল॥
তখনি আবার, যেমন তেমনি,
শুষ্ক হৃদয় প্রাণ।
লোকমুখে শুনি, আত্ম-গরিমা,
হৃদে ভরা অভিমান॥
অনুরাগ নাই, নামে রুচি চাই,
বামনের আশা চাঁদ।
তোমার পীরিতি, নামের ভিতরে,
দেখি যে বিষম ফাঁদ॥
নামে রুচি হ'লে, সর্ব্বসিদ্ধি ফলে,
নামব্রহ্ম তুমি জানি।
গৌর-গোবিন্দ, নামের মহিমা,
মনে মনে অনুমানি॥
কি হ'বে তাহাতে, মুখে যে আসে না,
দিনান্তে একটি বার।
যদি এল মুখে, হৃদয়ে গেল না,
নয়নে এল না ধার॥
কপট-রোদন, দেখায়ে সবারে,
প্রেমিক সাজিয়া আছি!
কপালে আগুন, বদনেতে ছাই,
শত ধিক্ প্রাণে ছি ছি!

গৌর হে।

(আমার) নামে রুচি হ'বে কবে।

নাম স্মরণে, বহিবে নয়নে,

শতধারা নিশিদিবে॥

গদ গদ ভাষে, ডাকিব তোমারে,

অমিয়া মধুর রবে॥

হেন দিন কবে আসিবে আমার,

কপট ছলনা যাবে।

অধম নারকী পামর হরির,

নামে রুচি নাকি হবে॥

———

চিরজীবনের আশ

——*——

গৌরাঙ্গ বলিয়া পরাণ ত্যজিব,

চির জীবনের আশ।

মিটাবে কি তাহা, গৌরভগবন্!

পুরাবে কি অভিলাষ?

গৌর হে!

কোন আশা নাই, কিছুই না চাই,

(শুধু) চাই এই বর-দান।

গৌরাঙ্গ বলিয়া, কান্দিতে কান্দিতে,

যায় যেন মম প্রাণ॥

মানব জনম, বিফলে কাটানু,
না লইনু তব নাম।
(আমি) বিষয়ের বিষে, মজিয়া সতত,
করি শুধু অভিমান ॥
গৌর হে!
(তোমায়) দিনান্তে বারেক, ডাকিতে পারি না,
অকপটে হৃদি খুলে।
জীবনে হ'ল না, প্রেমের উদয়,
অঙ্কুর নাহি যে মূলে ॥
কি হ'বে আমার, বল দয়াময়!
দিন গেল মোর বৃথা।
যত দিন যায়, ততই বাড়িছে,
আমার মরম-ব্যথা ॥
কাহাকে বা বলি, কেই বা শুনিবে,
কোথা গেলে বাঁচে প্রাণ।
(তাই) মরিতে বাসনা হ'য়েছে আমার,
গেয়ে তব নাম গান ॥
জীবনে হ'ল না, মরিলে হ'বে কি,
নামে রুচি তব ; নাথ!
গৌর ভকত! সকলে কর গো,
(মোর) মাথায় চরণাঘাত ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, জীবন ত্যজিব,
এ বড় উচ্চ আশা।
হবে কি কপালে, এ হেন সুদিন,
হরি যে করম-নাশা ॥

নদীয়া-যাত্রী।

ভক্ত-হৃদয়ে, গুপ্ত বাসনা,
জাগিল প্রাণ ভরি।
মত্ত প্রাণ, ক্ষিপ্ত হইল,
হেরিতে গৌরহরি ॥
চঞ্চল পদে, সত্বর চলে,
নদীয়া-প্রেম-ধাম।
উচ্চৈঃস্বরে, কাতরে করে,
মধুর গৌর-নাম ॥
শ্রান্তি নাহি, চলিছে পন্থা,
কীর্ত্তনে মাতোয়ারা।
দর্শন আশে, নদীয়াধামে,
গৌরচন্দ্র গোরা ॥
গঙ্গা নিরখি, ঝরিছে আঁখি,
বক্ষেতে শতধার।
গৌরাঙ্গ বলি, প্রাণ খুলিয়া,
ডাকিছে শতবার ॥
লুণ্ঠিত দেহ, নদীয়া-রজে,
সম্বল হরিনাম।
প্রেমোন্মত্ত, গৌর-ভক্ত,
দর্শন অভিরাম ॥

গুপ্ত পীরিতি, ব্যক্ত হইল,
মন্দিরে প্রবেশিয়া।
প্রাণ-বঁধুর, বদন-চন্দ্র,
প্রাণ ভরি নিরখিয়া॥
প্রাণবল্লভ, নিরখি নয়নে,
বিহ্বল হ'ল মন।
স্তম্ভিত হয়ে, দেখিছে কেবল,
বদন অনুক্ষণ॥
চিত্ত বিনোদ, প্রেম মূরতি,
প্রেমিক গৌরচন্দ্র।
হাস্য বদনে, করে কটাক্ষ,
মধুর নয়নানন্দ॥
গৌর-ভক্তে, প্রীতি মিলন
মধু হ'তে মধু হয়।
অভক্ত হরির, পাষাণ হৃদয়,
ইহাতেও দ্রব নয়॥

কলি-মাহাত্ম্য ।

কলির মাহাত্ম্য সবে শুন মন দিয়া ।
গোলকের নাথ যবে এলেন নদীয়া ॥
সর্ব্ব-অবতার-সার গৌর বিশ্বম্ভর ।
জীব সনে খেলিলেন গোলোক-ঈশ্বর ॥
গোলোকের প্রেমধন সঙ্গে আনিলেন ।
পাপী তাপী অধমেরে সবে বিলাইলেন ॥
হরিনাম মহামন্ত্র কলির সাধন ।
সর্ব্ব জীবে শিখা'লেন করিয়া যতন ॥
কলিযুগে সদ্‌গুরু মিলে না বলিয়া ।
জগৎ-গুরু রূপে গৌর এলেন নদীয়া ॥
জীবের উদ্ধার লাগি নরবপু ধরি ।
শচী-গর্ভে জন্ম নিলেন মোর গৌরহরি ॥
অগ্রে পাঠাইলেন দেবদেবী যত ।
সাজাতে নদীয়াপুর গোলোকের মত ॥
শচীর অঙ্গনে মিলি সর্ব্ব দেবগণ ।
জগতের নাথ গোরা করে দরশন ॥
দেব-নরে একাকার কলিযুগে হল ।
ধন্য ধন্য কলিযুগ সবে মিলি বল ॥
নর-নারায়ণ-রূপে প্রভু বিশ্বম্ভর ।
কলিযুগে অবতীর্ণ জগত ঈশ্বর ॥

নররূপে ভগবান ভজে কলি জীব।
সর্ব্ব সুখে বাস কৈলা নদীয়া ত্রিদিব ॥
অল্প আয়ু কলি-জীব ঠাকুর বুঝিয়া।
সহজ সাধন-পথ দিলেন বলিয়া ॥
নাম-ব্রহ্ম-পরচার যজ্ঞ-সংকীর্ত্তন।
কর সবে অনুষ্ঠান কলির সাধন ॥
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া রূপ করি মনে ধ্যান।
ত্রিতাপ-দগ্ধ কলি-জীব জুড়াবে পরাণ ॥
কলিদেব শ্রীগৌরাঙ্গ পদে করি আশ।
কলির মাহাত্ম্য গায় পাপী হরিদাস ॥

আমার প্রভু।

(১)

পঁহু মোর গৌর-কিশোর।
নদীয়ার অবতার, সর্ব্ব অবতার-সার,
পতিত অধমে দেয় কোর ॥
জনে জনে হাতে ধরি, বলে কহ হরি হরি,
প্রেমানন্দে সতত বিভোর।
পঁহু মোর গৌর-কিশোর ॥

(২)

পঁহু মোর দ্বিজ গোরারায়।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ, ধরিয়া ব্রাহ্মণবর্ণ,
প্রেমভরে নাচে আর গায়॥
মোহন রূপের ঘটা, সোণার বরণ ছটা,
কিবা শোভা বদনেতে ভায়।
পঁহু মোর দ্বিজ গোরারায়॥

(৩)

পঁহু মোর শচীর দুলাল।
ব্রহ্মরূপে বালশশী, নদীয়ায় পরকাশি,
নর নারী করিল পাগল॥
যে দেখিল সে মজিল, বাল-পদে প্রাণ দিল,
প্রাণ তার হইল শীতল।
পঁহু মোর শচীর দুলাল॥

(৪)

পঁহু মোর সে নিমাইচাঁদ।
নাশিতে কুলের গর্ব্ব, তারিতে পাতকী সর্ব্ব,
যে পাতিল পীরিতের ফাঁদ॥
যাহার পীরিতে পড়ি, কুল-মান, পতি, ছাড়ি
কুল-বালা নিল অপবাদ।
পঁহু মোর সে নিমাই চাঁদ॥

(৫)

পঁহু মোর নদীয়া-নাগর।
নর-নারী মনোচোর, কৃষ্ণপ্রেমে সদা ভোর,
রসরাজ রসের সাগর ॥
প্রেম-ভরে টলমল, নাহি জ্ঞান জলস্থল,
বিরহেতে সদাই কাতর।
পঁহু মোর নদীয়া-নাগর ॥

(৬)

পঁহু মোর নদীয়া নাটুয়া।
কিবা সে মধুর নৃত্য, সর্ব্বলোকে হয় মত্ত,
নেহারয়ে নয়ন ভরিয়া ॥
নয়ন ফিরাতে নারে, বক্ষ ভাসে আঁখি-ধারে,
নাচনের মাধুরী হেরিয়া।
পঁহু মোর নদীয়া নাটুয়া ॥

(৭)

পঁহু মোর নদীয়া-বিহারী।
রাধাকান্তি চুরি করি, নবদ্বীপে অবতরি,
ধরিলেন নাম গৌরহরি ॥
কিবা সে মাধুরী হায়, বর্ণিতে না পারা যায়,
ব্রজধামে যেন গিরিধারী।
পঁহু মোর নদীয়া-বিহারী ॥

(৮)

পঁহু মোর গোরা রসময়।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন যিনি, এবে শচীসুত তিনি,
শচীমার অঙ্গনে উদয় ॥
গৌর কিশোর-বেশে, দেখা দাও হরিদাসে,
হে গৌরাঙ্গ! হওহে সদয়।
পঁহু মোর গোরা রসময় ॥

শ্রীশ্রীনিমাইচাঁদ।

শচীর কোলে, হেলে দুলে, ঐ যে খেলে, নিমাই চাঁদ।
মাথায় ঝুটি, পরিপাটি, নয়ন দু'টী, প্রেমের ফাঁদ ॥
সোণার পাটা, কটিতে আঁটা, রূপের ছটা, উছলি পড়ে।
বলয় হাতে, কি শোভা তাতে, জগত মাতে, ও রূপ হেরে ॥
কুন্দদশন, ইন্দুবদন, দু'টী নয়ন, করুণাধার।
ভবসম্পদ, ও চারু পদ, হরে বিপদ, সকল কার ॥
শচীর বালা, নন্দলালা, মালতীমালা, পরেছে ভাল।
সুন্দর দোলে, শচীর কোলে, অলকা ভালে, বাল গোপাল ॥
চরণ ছুঁড়ি, দু'হাত জুড়ি, বিপদহারী, কি চায় বল।
বদন ভরা, সুধার ধারা, নয়ন লোরা, বহে কেবল ॥

সর্ব্ব শুচি, ভাবেন শচী, ছেলেটী কচি, কি দুখ এর।
কেন বা কাঁদে, কিসের খেদে, লেগেছে ক্ষিদে, বুঝি বা এর॥
দুগ্ধ আনি, মাখন ছানি, ক্ষীর নবনী, দিলেন মুখে।
তাহা না খেয়ে, ঠোঁট ফুলায়ে, বাছনি রোয়ে, কিসের দুখে॥
দেখান্ চাঁদে নিমাইচাঁদে, বিষম ফাঁদে, পড়িয়া আই।
পরাণ ভরে, আদর করে, হৃদয়োপরে, নিলেন তাই॥
চুম্বিয়া ঘন, ইন্দুবদন, দিয়ে বসন, মুছান আঁখি।
না দেখি শান্ত, ছেলে দুরন্ত, ডাকে তুরন্ত, মালিনী সখি।
আসিয়া সখি, নিমায়ে দেখি, মুছায়ে আঁখি, কোলেতে তুলি।
বদন ভরি, বলেন হরি, নৃত্য করি, সকলে মিলি॥
আকুল প্রাণে, নামের গানে, নিমাই সনে, নাচে সবাই।
নিমাই হাসে, ভুবন ভাসে, সুধার রসে, দেখেন আই॥
সবাই সুখী, এ দাস দুখী, রইল বাঁকি, দেখা আমার।
হল' না জন্ম, কুফল কর্ম্ম, গৌর মর্ম্ম, বুঝান' ভার॥

—০—

বাল গৌরাঙ্গ।

কাঁহা মেরা,	মনচোরা,	প্রাণগোরা,	রসময়।
কোথা গেলে,	তারে মিলে,	দিবে বলে,	কে আমায়॥
খুঁজে সারা,	দিশে হারা,	শত ধারা,	আঁখে বয়।
সারানিশি,	ভাবি বসি,	গৌরশশী,	মধুময়॥
ভাবি সুধু,	গোর বিধু,	কত মধু,	রাঙ্গাপায়।
ডেকে তাঁরে,	প্রাণভরে,	দুঃখ হবে,	জ্বালা যায়॥
গোরা নামে,	প্রেমধামে,	নিজজনে,	টেনে লয়।
গৌরহরি,	রসতরি,	হাতে ধরি,	প্রেম দেয়॥
ঘুমঘোরে,	প্রেমভরে,	মনচোরে,	ডাকি আয়।
শচীকোলে,	কচি ছেলে,	দেখি খেলে,	আঙ্গিনায়॥
মুখে তার,	রসধার,	অনিবার,	বহে যায়।
পদতলে,	শশী খেলে,	দুলে দুলে,	আড়ে চায়॥
সুধারাশি,	মৃদু হাসি,	ন'দেবাসী,	দেখে যায়।
অপরূপ,	বালরূপ,	কি অনুপ,	শোভা তায়॥
কচি হাতে,	মুটি বাঁধে,	দুটি দাঁতে,	কি চিবায়।
রসপুষ্ট,	পদাঙ্গুষ্ঠ,	হয়ে তুষ্ট,	মাকে দেয়॥
পা' দুখানি,	মা জননি !	লক্ষমণি,	সম নয়।
ভাগ্যবতী,	তুমি সতী,	যশোমতী,	মনে হয়॥
দয়া করি,	ক্ষেমঙ্করি,	গৌরহরি,	দে আমায়।
কোলে করি,	দাস হরি,	প্রাণভরি,	চুমো খায়॥

শচীর দুলাল।

(তোরা সবে) নয়ন ভরিয়া দেখ রে।

শচীর দুলাল, বিগ্রহ-বাল,
রসময় রসধাম।
বাল-কিশোর, পরাণ-চোর,
প্রেমময় প্রাণারাম ॥

(ঐ) হেলে দুলে নেচে চলে রে।

সুঠাম গঠন, সলাজ নয়ন,
হাসি হাসি মুখখানি।
অঞ্চল ধরিয়া, চলেছে নাচিয়া,
শচীর নয়ন-মণি ॥

শচী চলে যায়, পাছু পাছু ধায়,
'কোলে নে' 'কোলে নে' বলি।
প্রাণ কাড়ি লয়, অতি রসময়,
শুনি সে অমিয়া বুলি ॥

(শচীর) এক হাতে মালা, অন্য হাতে ডালা,
পূজার নৈবেদ্য তাহে।
বাল গৌরাঙ্গ, করি নানারঙ্গ,
নৈবেদ্য খাইতে চাহে ॥
ধরিয়া অঞ্চল, গৌর গোপাল,
শচীরে ফেলিল ফাঁদে।

(শচী) পড়িয়া বিপাকে, মালিনীকে ডাকে,
শুনিয়া নিমাই কাঁদে ॥

টানিছে অঞ্চল, চতুর চপল,
শচীমাতা সশঙ্কিত।
ষষ্ঠী-পূজার, সব উপচার,
ভূতলে হ'ল পতিত॥
হাসে খল খল, গৌর গোপাল,
অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া।
ভূমিতে বসিয়া, ছুটি হাত দিয়া,
নৈবেদ্য খায় খুঁটিয়া॥
ভীত চকিত, হয়ে শশঙ্কিত,
(শচী) অপরাধ মনে করি।
হস্ত হতে তা'র, পূজা-উপচার,
কাড়ি লন তাড়াতাড়ি॥
কাঁদিয়া আকুল, শচীর ছুলাল,
মুখপানে চেয়ে মার।
কনক কেতকী, দিয়ে ছুটী আঁখি,
বাহিরিলা জলধার॥
ধরিলা আখুটী, ভূমি তলে লুটি,
কান্দিয়া আকুল গোরা।
এহেন সময়ে, মালিনী আসিয়ে,
দেখে হয় দিশেহারা॥
কোলে তুলি ল'য়ে, গোরা রসময়ে,
কত না আদর করে।
কিছু নাহি শুনে, আকুল ক্রন্দনে,
নদীয়া গেল রে ভরে॥

শচীমাতা ভাবে, 'পূজার অভাবে',
রোষান্বিত ষষ্ঠীমাতা।
'তাই তে নিমাই, কাঁদিছে এতই,
আমি গিয়ে কুটি মাথা ॥'
ছুটে চলে আই, ষষ্ঠীতলায়,
আলু থালু কেশদাম।
ব্যাকুলিত হিয়া, নিমায়ে রাখিয়া,
জপেন হরির নাম ॥
পাছু পাছু চলে, মালিনী'র কোলে,
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতি।
ষষ্ঠী তলাতে, মালিনী শচীতে,
করালেন ধরি নতি ॥
ত্রিলোকের পতি, করিলেন নতি,
সবে বলে হরি হরি।
হরিনাম শুনি, গোরা যাদুমণি,
হাসিল বদন ভরি ॥
প্রচ্ছন্ন প্রভাব, সে হাসির ভাব,
বুঝিল না তাহা কেহ।
মাতার কোলেতে, হাসিতে হাসিতে,
উঠিল বাল বিগ্রহ ॥
ভণে হরিদাস, চরণের দাস,
হইয়া কৃতাঞ্জলি।
(ওহে) শচীর দুলাল, ব্রহ্ম গোপাল,
মাথে দাও পদধূলি ॥

বাল-গৌরাঙ্গ নৃত্য।

---
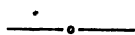
(১)

নেচে নেচে চলে যায় মধুর হেসে।
হেরি যে মোহন রূপ বালকবেশে॥
মুখখানি চাঁদপারা,
বচনে অমৃতধারা,
আনমনা দিশেহারা চলে আবেশে।
পুলকিত হৃদি হয় দেহ পরশে॥

(২)

ধূলিমাখা দেহ তাব চলে নাচিয়া।
নদেবাসা দেখে তারে আঁখি ভরিয়া॥
সজল নয়ন দুটি
করুণা রয়েছে ফুটি,
বেশভূষা পরিপাটি গেছে ভুলিয়া।
হরি ব'লে বাহু তুলে চলে নাচিয়া॥

(৩)

কে হে তুমি মন-চোর! কেন এখানে?
বালবেশে প্রকাশিলে এ ধরাধামে।
মনোহর রূপ তব,
নৃত্য-গীত অভিনব,
তুমিই কি শ্রীমাধব এলে ভুবনে?
গৌরহরি বিশ্বম্ভর নিমাই নামে।

(৪)

তরে জীব তব নামে তুমি মুরারি।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ নামে ছিলে কংসারি॥
কলিযুগে গৌরনামে,
অবতরি ধরাধামে,
প্রেম দিলে জীবগণে হৃদয়-ভরি।
পাতকী তরালে দিয়ে চরণ তরি॥

(৫)

প্রশান্ত বদন তব প্রেমবারিধি।
অসীম তোমার প্রেম নাহি অবধি॥
অকাতরে প্রেম দিয়ে,
ভক্ত পদধূলি ল'য়ে,
শিখাইলে সখা হ'য়ে করুণানিধি।
মহাভিক্ষা প্রেমশিক্ষা সাধনা সাধি॥

(৬)

বালক মূরতি তব শ্রেষ্ঠ রচনা।
বালহৃদয় হয় ভরা করুণা।
অবতরি' বালবেশে,
প্রেম দিলে হেসে হেসে,
হৃদয়ের তমোনাশে বড় বাসনা।
শিশুমুখে নামগান পূর্ণ সাধনা॥

(৭)

এস এস হৃদে বস পাতা আসনে।
দীন এ অধমাধমে রাখ চরণে॥
এসে এই ধরাধাম,
দিবানিশি গাহি নাম,
কবে হব পূর্ণকাম তা'ত জানিনে।
(তব) চিরদাস হরিদাসে রেখ চরণে॥

শ্রীনিমাইচাঁদের নৃত্য।

আমার নিমাই, নাচিছে ওই, দেখ্‌বি তোরা আয়।
তালে তালে, চরণ ফেলে, গঙ্গাতীরে ধায়॥
বল্‌চে হরি, বদন ভরি, আকাশপানে চায়।
সকল ভুলি, দু'হাত তুলি, হরির নাম গায়॥
নয়ন ভরা, প্রেমের ধারা, হৃদয় বহে যায়।
মোহনসাজে, সেজেছে সে যে, নূপুর বাজে পায়॥
ধূলি ধূসর, গৌরকিশোর, ডাকিছে আয় আয়।
সকলে ধরি, পরাণ ভরি, হরিনাম বিলায়॥
নদীয়া পুরী, উজল করি, বদনের আভায়।
যতেক ছেলে, সঙ্গে চলে, কি শোভা দেখায়॥
গৌরহরি, বল্‌চে হরি, কিসেরই আশায়

যতেক লোক, ভুলিয়া শোক, মুখের পানে চায় ॥
নিমাইচাঁদ, রসের ফাঁদ, ডাকেন আয় আয়।
আবালবৃদ্ধ, রূপেতে মুগ্ধ, কিছুই নাহি চায় ॥
রূপের মধু, কুলের বধূ, পরাণভরি খায়।
লজ্জা ত্যজি, সে রূপে মজি, হরিষে নাচে গায়।
আমার নিমাই, নাচিছে ওই, দেখ্‌বি তোরা আয় ॥

বাল্যলীলা।

(১)

বাল গৌরাঙ্গ, ভক্তজন সঙ্গ,
করি নানা রঙ্গ, নাচিছে।
ধূসরিত কায়, নেচে চলে যায়,
আয় সবে আয়, ডাকিছে ॥
মুখে হরিবোল, আনন্দের রোল,
করতাল খোল, বাজিছে।
মুরারী মুকুন্দ, পাইয়ে আনন্দ,
গতি মন্দ মন্দ, চলিছে ॥
ভক্তবৃন্দ সবে, নামের গরবে,
প্রেমউৎসবে, ভাসিছে।
কি আনন্দ হেরি, যাই বলিহারি,
সবে গৌরহরি, বলিছে ॥

আনন্দে মাতিয়া, পুলকিত হিয়া,
প্রেমাঞ্জলি দিয়া, পূজিছে।
নদীয়ানিবাসী, মনসুখে ভাসি,
আনন্দ প্রকাশি, গাহিছে॥
সুমধুর তানে, হরিগুণ গানে,
মজি গৌরপ্রেমে, নাচিছে॥

(২)

সুরধুনীতীরে, গৌর চলে ধীরে,
নয়নের নীরে, ভাসিয়া।
প্রেম বিগলিত, ধূলি ধূসরিত,
আকুল নয়নে, চাহিয়া॥
গঙ্গাতীরে বসি, জ্যোতিঃ পরকাশি,
বিলাইছে প্রেম, কাঁদিয়া।
চঞ্চল বালক, প্রণত পালক,
মিঠে বুলি বলে, অমিয়া॥
ধূলা খেলা ফেলি, করে জলকেলি,
সুরধুনী মাঝে, নামিয়া।
মত্ত সব লোক, শচীর বালক,
পাগল নিমায়ে হেরিয়া॥
অপরূপ রূপ, নদীয়ার ভূপ,
দেখগো নয়ন, ভরিয়া।
জয় গৌরহরি, দ্বিভুজমুরারি,
নদীয়ার রাজ, নাটুয়া।
জয় মুরহর, গৌরসুন্দর,
জয় জয় পুরী, নদীয়া॥

বালগৌর।

কি শোভা হেরিনু আজ শচী-আঙ্গিনায়।
গৌরবর্ণ এক শিশু নাচিয়ে বেড়ায়॥
চরণে নূপুর তা'র, কণ্ঠে মালতীর হার,
আধ আধ ভাষে তার, পরাণ জুড়ায়।
হেন রূপ দেখিনাই, নাম তার শ্রীনিমাই,
অঞ্চল ধরিয়া মার পিছু পিছু ধায়॥
কোলে নে কোলে নে বলে, থমকে থমকে চলে,
আধ আধ বোলে তার সুধা বরিষায়।
ধূলি মাথা অঙ্গ দিয়ে, দিব্যজ্যোতি বাহিরয়ে,
চাহিলেই তা'র পানে বদন লুকায়॥
কোটি চাঁদ এক হলে, সে মুখের হাসি মিলে,
হেন অপরূপ রূপ দেখিনি ধরায়।
সেই শ্রীনন্দনন্দন, যশোদার প্রাণধন,
গোরা-রূপে ন'দে আসি হইল উদয়॥
তা'র বর্ণ ছিল কাল, হেথা এসে গৌর হ'ল,
আর সব সমতুল কহিনু নিশ্চয়।
নন্দ-নন্দন যেই, শচীসুত গোরা সেই,
ইথে নাহি কর আন হরিদাস কয়॥

নদীয়া-যাত্রা ।

গৌরচন্দ্র ভকতবৃন্দ, গাওয়ে গীত ললিত ছন্দ,
গৌরনাম রসের ধাম, সর্ব্বসিদ্ধদায়ক ।
চলহ সঙ্গে প্রেমরঙ্গে, হেরব পঁহু শ্রীগৌরাঙ্গে,
নদীয়াধামে নিমাই নামে, সুন্দর শচীবালক ॥
মোহন রূপ রসের কূপ, শচীর বালা নদীয়া ভূপ,
করয়ে নৃত্য প্রেমোন্মত্ত, পতিতজনপালক ।
বাল মুরতি প্রেম পীরিতি, লুবধ লোক দিবস রাতি,
সতত সঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ, নদীয়া ভেল গোলোক ॥
গোলোক নাম নদীয়াধাম, দরশনে হয় সিদ্ধকাম,
পরমতত্ত্ব গৌর-নৃত্য, সর্ব্ব-দুঃখহারক ।
মুখারবিন্দ প্রেমকন্দ, স্থির গমন মৃদুল মন্দ,
নয়নে লোর ভাবে বিভোর, গৌর ব্রহ্ম নায়ক ॥
বাল গোপাল প্রণত পাল, বচন তা'র প্রেম রসাল,
সোণার অঙ্গ ভাবে ত্রিভঙ্গ, নাম ব্রহ্ম গায়ক ।
দীনের বন্ধু দয়ার সিন্ধু, ভরসা তব করুণাবিন্দু,
চলহে রঙ্গে স্বজন সঙ্গে, হেরব শচীবালক ॥

শ্রীগৌর-সাধন।

গৌর হে!

(কত) লক্ষ জনম, সাধনা করি,
আজি পেয়েছি দেখা।
কৃপায় তোমার, আঁধার হৃদে,
ফুটেছে কনক রেখা॥
মনের আঁধার, গিয়াছে দূরে,
তোমার চরণ পেয়ে।
পরাণে ছুটেছে, আশার লহরী,
তব গুণগান গেয়ে॥
উঠেছে মাতিয়া, পাগল পরাণ,
কি জানি কিসের তরে।
চৌদিকে হেরি, গৌরহরি,
রইতে নারি যে ঘরে॥
হৃদয় জুড়িয়া, পেতেছি আসন,
ঠাঁই নাই সেথা আর।
একা তুমি বই, যাইতে তথায়,
কারো নাই অধিকার॥
চরণ দু'খানি, বক্ষে করিয়া,
জপি তব নাম-সুধা।
নামামৃত পানে, দূরে গেছে মোর,
বাসনা-তৃষ্ণা-ক্ষুধা॥

তব রূপ ধ্যানে, তব গুণ গানে,
কত সুখ পাই মনে।
শতেক যাতনা, ভুলে যাই আমি,
চাহিয়া মুখের পানে॥
ছাড়িব না পদ, ভব সম্পদ,
জীবনের অভিলাষ—
—পুরায়েছ তুমি, বাঞ্ছাকল্পতরু,
পদে রেখ তব দাস॥

গৌর-ধন।

পরশমণি, তুচ্ছ গণি, গৌর মণি, তুলনে।
লক্ষহীরা, নদের গোরা চিন্‌তে তোরা, পারিনে॥
গৌর ধনে, যে হয় ধনী, সবাই ঋণী, তার কাছে।
(রাজা) রাজ্য ছাড়ি, দু' হাত জুড়ি, চরণ ধরি, প্রেম যাচে॥
এ ধন পেতে, সবাই মাতে, না পায় ল'তে, তস্করে।
আছে এ যার, মাণিক হার, ভয় কি তার, সংসারে॥
এমন ধন, পেতে রে মন, মায়ের চরণ, কররে সার।
গৌর নিধি, মিলাবে বিধি, ডাকিস্ যদি, বারম্বার॥
(এ ধন) বিলাবে যত, বাড়্‌বে তত, মনের মত, পাত্র চাই।
বুঝ্‌বে কদর, কর্‌বে আদর, শচীর কোঙর, ধন নিমাই।
হরির মন, চায় এ ধন, কণ্ঠভূষণ, কর্‌বে ব'লে।
কে দিবে তারে, পরাণ ধরে, কণ্ঠ হারে, মাথায় তুলে॥

রূপ-মুগ্ধ।

গৌর হে!

কি দিয়ে আমি সাজাব তোমা
চিরদিন তুমি সুন্দর।
বস হে তুমি উজল করি
মম মানস-মন্দির॥
মাধুরী মাখা করুণা ভরা
তোমার বদন ইন্দু।
যখনি চাহি উথলি উঠে
মহান্ ভাব-সিন্ধু॥
সুন্দর দু'টি নয়ন দ্বারে
বহিছে ধারা নিত্য।
প্রাণ মাতান সংকীর্ত্তনে
মনোহর তব নৃত্য॥
বাহু দোলনি তেরছ চাহনি
মহাভাবে তুমি মত্ত।
চারু চরণে বাজে নূপুর
তুমি হে পরম তত্ত্ব॥
কুঞ্চিত কেশ প্রসর ভাল
অপরূপ তব সজ্জা।
সুন্দর রূপ কান্তি-নিলয়
কামিনী কুলের লজ্জা॥

বক্ষ বিশাল স্বর্ণ বরণ
রাতুল চরণ-দ্বন্দ।
লম্বিত ভুজ ক্ষীণ কটিতট
বদনে পদ্ম-গন্ধ॥
বাক্য রসাল প্রেম-বিহ্বল
রসিকরাজ নটেন্দ্র।
করুণাসিন্ধু পতিত-পাল
প্রেমময় গৌরচন্দ্র।
হৃদি মন্দিরে দাঁড়ায়ে নাথ
কর হে মধুর নৃত্য।
বক্ষ উপরে পাদ পরশ
হরিদাস তব ভৃত্য॥

শ্রীগৌর-নৃত্য।

(১)

ঘন করতালি, হরি হরি ধ্বনি
করতাল খোলে ঝঞ্ঝনা।
বহিছে চিত্তে, কীর্ত্তনতত্ত্বে,
অমৃতধারা করুণা।
মোহ ভাঙ্গিল, প্রেম পশিল,
করুণাবারি চক্ষে বহিল,
নদীয়াবাসী বক্ষে ধরিল
পরমপুরুষ অজানা।

(২)

বাজিল মৃদঙ্গ-শঙ্খ-ঘণ্টা
জাগিল বিশ্ব স্বপনে।
উঠিল চিত্ত, করিয়া নৃত্য
ধারা বহিল নয়নে।
নিমাই নাচিছে নিতাই সঙ্গে,
হাত ধরাধরি রঙ্গে ভঙ্গে,
ধূলি-ধূসরিত সর্ব্ব অঙ্গে,
মধুরিমা বিধুবদনে।

(৩)

প্রাণ মাতান, নামকীর্ত্তন
উঠিয়াছে হৃদি মাতিয়া
মুকুন্দ মুরারি, ভক্ত নরহরি
অদ্বৈত নাচিছে কাঁদিয়া।
নাচে হরিদাস পরমানন্দে,
নরনারী সবে চরণ বন্দে,
বন্দনা করে ললিত ছন্দে
হৃদয়েতে ভরা অমিয়া।

(৪)

শ্রবণমধুর নামগানে,
ভকত-হৃদয় চঞ্চল।
জ্যোতির্ম্ময়, প্রেম-পূর্ণ
সুন্দর আঁখি-যুগল
নয়ন ভরিয়া মাধুরী হেরি,

দেব-আরাধ্য, চরণ-তরি,
বন্দিত পদ গৌরহরি,
মধ্যে ভকতমণ্ডল।

(৫)

চলেছে নৃত্য দিবস-যামিনী,
নদীয়া প্রেমে মগনা।
অপরূপ শোভা শ্রীবাস-অঙ্গনে,
নৃত্য-কীর্ত্তন-ভজনা।
সকলের মুখে বোল হরিবোল
মধুর ধ্বনি করতাল খোল,
চারিদিকে শুনি আনন্দ-রোল,
বাজিছে মঙ্গল বাজনা।

(৬)

মধুর নৃত্যে, নাম-কীর্ত্তনে,
হ'ল গৌরাঙ্গের মূর্চ্ছনা।
ধন্য ভকতি ধন্য পীরিতি,
সত্য মঙ্গল সাধনা।
প্রাণ মাতিল বিশ্ব নৃত্যে,
হৃদয় মজিল পরম তত্ত্বে,
হরিদাস নামে অধম ভৃত্যে
(গৌর হে) কিঞ্চিত কর করুণা।

শ্রীগৌরাঙ্গ-নৃত্য।

প্রেম-তরঙ্গে, নাচিছে রঙ্গে,
মহানন্দে গৌরহরি।
লম্ফে ঝম্পে, ধরণী কম্পে,
মুখে বুলি হরি হরি॥
ধারা চক্ষে, ভাসিছে বক্ষে,
ধূলি-ধূসর শ্রীঅঙ্গ।
প্রীতি বদনে, ভক্ত সদনে,
অবিরত প্রেমরঙ্গ॥
মধুর নৃত্যে, ভকত চিত্তে,
উদিত নবানুরাগ।
বিকল অঙ্গে, স্বজন-সঙ্গে,
সাধন তত্ত্ব-যাগ॥
কম্পিত হৃদি, অম্বর ভেদি,
নামের আনন্দ রোলে।
চেতনা হারা, মূর্চ্ছিত গোরা,
সচেতন হরিবোলে॥
ভুলিয়া বিশ্ব, সকল শিষ্য,
পুলকিত মহানন্দে।
প্রেম ভিক্ষা, সাধনশিক্ষা,
শিখিছে পদারবিন্দে॥

চঞ্চল মতি, বাল মূরতি,
ধূলি ভূষণে সজ্জিত।
প্রেমিক গোরা, লুণ্ঠিত ধরা,
জ্ঞান উপজিলে লজ্জিত॥
হা কৃষ্ণ বলি, দুই বাহু তুলি,
আবার মধুর নৃত্য।
মূর্চ্ছিত পুন, নৃত্য নিপুণ,
ধন্য সাধনতত্ত্ব॥
মত্ত হৃদয়ে, প্রেম বিলায়ে,
নাচে নদীয়ার গোরা।
ক্ষিপ্ত বসুধা, পাইয়া সুধা,
প্রেমরসে মাতোয়ারা॥
আঁখি ভরিয়া নৃত্য হেরিয়া,
পুলকিত ভক্তবৃন্দ।
প্রণমি চরণে, দাস অধমে,
দয়া[illegible]র গৌরচন্দ্র॥

নিতাই-গৌর-নৃত্য।

দু'বাহু তুলে, তালে তালে, ঐ নেচে চলে, গোরা রায়।
বদন ভরি, বল্‌চে হরি, গৌর হরি, কি শোভা হায়॥
ডাক্‌চে সবে, মধুর রবে, নাম কে লবে, আয় রে আয়।
নদের পথে, নিতাই সাথে, হাতে হাতে, প্রেম বিলায়॥

গলায় মালা, শচীর বালা, নাচিছে ভালা, নিতাই সনে।
সঙ্গে যত, পারিষদ, উন্মত্ত, নামের গানে॥
নিমাই নাচে, নিতাই যাচে, সবার কাছে, প্রেম রতন।
প্রেম-ভিখারী, গৌর হরি, কোলে ধরি, চুম্বে বদন॥
ধূলি-ভূষণ, রাঙ্গা চরণ দু'টী নয়ন, করুণাভরা।
বদনচন্দ্র, নয়নানন্দ, প্রেমকন্দ, নয়ন-ধারা॥
ভাসিছে বক্ষ, নাহিক লক্ষ্য, সাধনমুখ্য, সে রূপ হেরে।
রসের সিন্ধু, ঘরম বিন্দু, বদন ইন্দু, রয়েছে ঘিরে॥
নিত্যানন্দ, গৌর চন্দ্র, মন্দ মন্দ, নাচেন সুখে।
বাজে মৃদঙ্গ, শিথিল অঙ্গ, হা গৌরাঙ্গ, সবার মুখে॥
বাল বৃদ্ধ, যুবতীবৃন্দ, প্রেম মুগ্ধ, নৃত্য হেরি।
সবাই বলে, শচীর ছেলে, কি খেলা খেলে, বুঝতে নারি॥
নদীয়ারাজে, ধূলির সাজে, হৃদয় মাঝে, সবাই পূজে।
যতেক সতী, ছাড়িয়ে পতি, নদীয়াপতি, হরিষে ভজে॥
ভজন সুধু, গৌরবিধু, পরাণবঁধু, নদের চাঁদ।
সে রূপ হেরে, যাইতে নারে, [illegible] ফিরে, বিষম ফাঁদ॥
দু' ভাই মিলে, সকল ভুলে, কি খেলা খেলে, চমৎকার।
প্রেমোন্মত্ত, গৌরনৃত্য, পরম তত্ত্ব, বুঝান তার॥
সবাই দেখে, মনের সুখে, এ দাস দুখে, মরে যে গেল।
কয়ম ফেরে, আঁধার ঘরে, নয়ননীরে, ভাসে কেবল॥

———

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তন।

---*---

নিত্যানন্দ নাচে, দুবাহু তুলিয়ে,
মরি কি সুন্দর শোভা।
মুখে হরিনাম, নয়নেতে ধারা,
ভক্তজন মনলোভা॥
মাঝে গোরাচাঁদ, প্রেমে ঢল ঢল,
অদ্বৈত বিভোর প্রেমে।
মুকুন্দ সঙ্গীতে, উন্মাদ গোবিন্দ,
গদাধর লুটে ভূমে॥
দেয় গড়াগড়ি, ভক্ত মুরারি,
দামোদরে ল'য়ে কোলে।
অচৈতন্য হয়ে, ভক্ত হরিদাস,
পড়ে আছে ধরাতলে॥
নাচে বাসুদেব, শ্রীবাস-অঙ্গনে,
জগাই মাধাই সঙ্গে।
পরম উল্লাসে, নিত্যানন্দ হাসে,
অঙ্গ-ভঙ্গি প্রেমরঙ্গে॥
শ্রীবাস পড়িয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ পদে,
ধূলায় লুটায় অঙ্গ।
হরি হরি ব'লে, বাসুদেব কহে,
নাহি ছাড় গৌর-সঙ্গ॥

বাজিছে মৃদঙ্গ, খোল করতাল,
শ্রবণ মধুর ধ্বনি।
কি আনন্দ স্রোতে, নদীয়া ভাসিছে,
নাচিছে গৌরাঙ্গ মণি॥
কাতারে কাতারে, চলে নরনারী,
শ্রীগৌরাঙ্গ দরশনে।
সফল কামনা সার্থক জীবন
পদরজ পরশনে॥
মত্ত গৌরপ্রেমে, প্রফুল্ল বদনে,
ত্যজি লাজ নারীকুল।
গৃহ-কাজ ভুলি, স্বামিপুত্র ছাড়ি,
পরমানন্দে আকুল॥
ধূলি-ধূসরিত, ভকত-চরণে,
নতি করে বারে বার।
ভকতে প্রভুতে, প্রেম আলিঙ্গন,
দীন জনে নমস্কার॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর, নাচে মনোহর
ভক্ত-মণ্ডলী মাঝারে।
গলে ফুলমালা, পরণেতে ধড়া,
বিকল দেহ হুঙ্কারে॥
কখনো আবেশে, পড়িয়া ভূতলে,
মূর্চ্ছিত শচীনন্দন।
কখনো পতিত, ভক্ত পদতলে,
করেন সতত ক্রন্দন॥

সদা মুখে বুলি, হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ,
দীনতা সবার কাছে।
আকুলি বিকুলি, ভাবে গদ গদ,
কান্দে হাসে আর নাচে ॥
জগাই মাধাই. নিমাই নিতাই,
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি।
নাচে আর গায়. ধূলায় লুটায়,
পুলকে পূরিত হৃদি ॥
গাহিছে মুকুন্দ, ভজন-সঙ্গীত,
জগদানন্দ অধীর।
শ্রীধর আসিয়া, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
নয়নে বহিছে নীর ॥
পুরুষোত্তমাদি, প্রভু ভক্তগণ,
নাচিতেছে যুক্তকরে।
জয় শ্রীচৈতন্য, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ,
নম নারায়ণ হরে ॥
জয় বিশ্বম্ভর, জগন্নাথ-সুত,
জয় হরে মুরারে।
জয় পরমেশ্বর ! নিমাই সুন্দর,
জয় জগদীশ হরে ॥
তব নাম গানে, তব পদ ধ্যানে,
তৃপ্ত কামনা মোর।
(তব) দাস অনুদাস, দীন হরিদাস,
নিশিদিন প্রেমেভোর ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন

আশা মিটিল, প্রাণ মাতিল,
হেরিয়া চরণ দুটি।
রূপ হেরিয়া, আপনা ভুলিয়া,
চরণ-কমলে লুটি॥
পুলক অঙ্গে, প্রেম-তরঙ্গে,
পশিল কি যেন ভাব।
চক্ষে চাহিয়া, মাতিল হিয়া,
পূর্ণ যেন কি অভাব॥
ভুলিনু বিশ্ব, মধুর হাস্য,
নেহারি তোমার মুখে।
সর্ব্ব সমক্ষে, ধরিতে বক্ষে,
চাহিল হৃদয় সুখে!
চঞ্চল চিতে, বাহু বাড়াতে,
চিত্তে হইল বাসনা।
ভীত অন্তরে, ডাকি কাতরে,
করহ পূর্ণ কামনা॥
মানস চক্ষে, ও রূপ লক্ষ্যে,
এতদিন পূজেছিনু।
প্রত্যক্ষ্যে হেরি, রূপ-মাধুরী,
পুলকিত হ'ল তনু॥

বাল চপল, আঁখিযুগল,
চঞ্চল পদ স্থির।
ধূলি-লুণ্ঠিত, চারু শোভিত
সুন্দর বদন ধীর॥
ভূষিত স্বর্ণে, বিবিধ বর্ণে,
চারু বাস পরিয়াছ।
দিব্য মন্দিরে, রত্ন-আধারে,
ভক্তসেবা লইতেছ॥
দেখি এ বেশ, পাইনু ক্লেশ,
তুমি কাঙ্গালের ধন।
দীন-দয়াল, ভক্তবৎসল,
(তব) নিজজন দীনজন॥
দীনতা ভিক্ষা, তোমারি শিক্ষা,
রাজ-বেশে ভয় পাই।
দূর হ'তে দেখি, ভয়ে ভয়ে ডাকি,
নিকটে যাইতে নাই॥
তোমার লীলা, ভক্তসনে খেলা,
ভক্তিতত্ত্বসমুদ্ভবা।
দুয়ারে দাঁড়াই, কিছুই না পাই,
দর্শন-স্পর্শন-সেবা॥
হেরিতে তোমা, দিতে হয় জমা,
দর্শনি, একি বিপদ্।
দুয়ারেতে দ্বারী, পথ রুদ্ধ করি,
কেমনে হেরিব পদ॥

একি অবিচার, দীন অবতার
তোমার জনম ভূমে।
করুণা করে' এস বাহিরে,
মিনতি করি চরণে॥
এস চলিয়া, দূরে ফেলিয়া,
রতন ভূষণ সাজ।
ধূলি মাখিয়া, মধুর হাঁসিয়া,
বস হে হৃদয় মাঝ॥
করহ নৃত্য, মধুব তত্ত্ব,
জুড়াক তাপিত প্রাণ।
করুণা দিয়া, সঙ্গে খেলিয়া,
দূর কর অভিমান॥
ছাড় ছলনা, ভক্তে ভুল'না,
পাইয়া ভোগ-বিলাস।
কাতরে ডাকে, চিত্ত পুলকে
চিরদাস হরিদাস॥

গৌর-নাম

—•—

গৌরাঙ্গ-গুণ গাও রে মন
গৌরনাম কর সার ।
জনে জনে ধরি জাতি না বিচারি
নাম কর পরচার ॥
গৌর কিশোর রূপ মনোহর
ভাব মনে দিবানিশি ।
সোণার বরণ গৌররতন
উজলিছে দশদিশি ।
যে দিকে নেহারি গোরারূপ হেরি
অন্তরে বাহিরে গোরা ।
ভাব অনুক্ষণ সাধনের ধন
গৌরহরি-চিত-চোরা ॥
হা গৌরাঙ্গ বলি সব কাজ ফেলি
ডাক গৌরাঙ্গ-ধনে ।
প্রেমরসধাম লহ গৌরনাম
বিলাইতে জনে জনে ॥
সকল ভুলিয়া হৃদয় খুলিয়া
ডাক তাঁরে প্রাণভরে ।
পরম রতন শ্রীশচীনন্দন
নামে তাঁর সুধাঝরে ।

যে আছ যেখানে মধুময় তানে
গৌরনাম সবে গাও।
গৌর-মহিমা গৌর-গরিমা
প্রেমতরঙ্গ ছুটাও॥
সর্ব্বধর্ম্ম সার নাম পরচার
কর সবে জগ ভরি।
নাম ব্রহ্ম হয় বিপদ্-সময়
ভবপারাবারে তরি॥
হা গৌরাঙ্গ বলি দুই বাহু তুলি
সবে মিলি কর নাম।
গৌরাঙ্গসুন্দর পদযুগে কর
কোটী কোটী পরণাম॥
যে বলে গৌর তাঁ'র হৃদে মোর
গৌরহরি পরকাশ।
প্রসাদ তাঁহার মাগে অনিবার
অকিঞ্চন হরিদাস।

আমার পঞ্চতত্ত্ব।

—*—

জয় দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ-ঘরণী।
জয় প্রভু গৌরচন্দ্র সর্ব্বগুণমণি॥
জয় জয় শচীমাতা প্রভুর জননী।
জয় মিশ্র পুরন্দর দ্বিজ চূড়ামণি॥
জয় জয় বিশ্বরূপ প্রভুর সোদর।
রামকৃষ্ণ-রূপ ধরি দুই সহোদর॥
জন্মিলেন শচীগর্ভে নবদ্বীপ ধামে।
তরাইতে পাপী তাপী হরিনামগানে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া হইলেন প্রেমের ভাণ্ডারী।
গৌরচন্দ্র সাজিলেন প্রেমের ভিখারী॥
শচীমাতা জগন্মাতা প্রেমপারাবার।
জগন্নাথ পুরন্দর কারুণ্য-আধার॥
বিশ্বরূপ ডাকিলেন ভ্রাতা বিশ্বম্ভর।
ছিঁড়িল বন্ধনসূত্র করুণা বিস্তর॥
করুণার স্রোতে সর্ব্ব জগত ডুবিল।
জীবের হৃদয়ে তার তরঙ্গ উঠিল॥
এই পঞ্চতত্ত্বপূর্ণ নবদ্বীপ-রস।
কলির জীবের করে হৃদয় সরস॥
কান্দিয়া আকুল জীব প্রেম-রসভরে।
দিবা নিশি মুখে সদা গৌর নাম করে॥

ভক্তিব্রজ নবদ্বীপে শ্রেষ্ঠ তিন রস।
এই পঞ্চতত্ত্বে তার সমষ্টিপরশ ॥
সখ্য বাৎসল্য আর মধুর মিলন।
তিনের সমষ্টি রস ভবে অতুলন ॥
ব্রজ বিনা এ রসের অন্য ঠাঁই নাই।
আসিয়া নদীয়া ধামে মিলিয়াছে তাই ॥
রসের ভাণ্ডার এই নবদ্বীপধাম।
তাই হইয়াছে তার ভক্তিব্রজ নাম ॥
হরিদাস ভণে এই পঞ্চতত্ত্ব গীতি।
রসহীন মূঢ়মতি পাতকী কুমতি ॥

শচীর অঙ্গন।

মর্ত্ত্যে সুরপুরী নদীয়া নগরী
মুনিজন-মনোহরা।
শচীর অঙ্গন মহা পীঠস্থান
গোরা-পদরজে ভরা ॥
এই স্থানে বসি মোর গোরাশশী
খেলিয়াছে কত খেলা।
এই স্থানে এসে দেবগণে বসে
দেখিল গৌর-লীলা ॥

সেই লীলারঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
ভাসিল গৌড়দেশ।
বিশ্ব-ভুবন দেখিল স্বপন
সোণার বরণ বেশ॥
অরুণ তপন লাজে পলায়ন
করিল সে রূপ হেরি।
চাঁদের কিরণ হইল মলিন
তারা গেল লাজে মরি॥
এই নিম্বতলে দেবতা-সকলে
মণ্ডলি করিয়া সবে বসি।
কত আরাধনা কত বা সাধনা
করিল গৌরশশী॥
তবেত আইল গৌর গোপাল
গোলোকের সুখ ছাড়ি।
আনিল স্বজন যত পরিজন
আর যত দেবনারী॥
নদীয়া নগরে তাহারা বিহরে
নানারূপ নাম ধরি।
শচীর অঙ্গনে আসি পীঠস্থানে
হাসে নাচে প্রাণ ভরি॥
এই গৃহ-মাঝে বাল-ব্রহ্ম-সাজে
বিরাজিলা গোরাচাঁদ।
এই আঙ্গিনায় রূপের ছটায়
পাতিলা পীরিতি-ফাঁদ॥

যে তাঁ'রে দেখিল সে ফাঁদে পড়িল
নরনারী একাকার।
রূপের মাণিক বিশ্বপ্রেমিক
ধরেছিলা নরাকার॥
সংসার-ধরম প্রীতি-পরম
মাখামাখি ভালবাসা।
এই স্থানে বসি নিমাই উদাসী
দিয়েছিলা কত আশা॥
শচী-প্রাণধন রমণী-রমণ
এই আঙ্গিনায় বসি।
বিষ্ণুপ্রিয়া সাথে পরম পীরিতে
হেরিতেন মুখশশী॥
এ গৃহে শয়ন ওখানে ভোজন
কীর্ত্তন আঙ্গিনায়।
বিশ্ব-মহিমা শচীর আঙ্গিনা
দাস হরিদাস গায়॥

———

শ্রীধাম নবদ্বীপ।

—— • ——

(১)

সুরধুনী-তীরে নবদ্বীপ ধাম
পুণ্যক্ষেত্র দিব্য নগরী।
গৌর জন্মভূমি মনোরম স্থান
সঙ্কীর্ত্তন দিবাশর্ব্বরী।
পুণ্যতোয়া বহে ধীর তরঙ্গে,
পৃষ্ঠে করি তরী রঙ্গে ভঙ্গে,
পুণ্য ভূমি এ যে সমগ্র বঙ্গে,
ধন্য তীরবাসী শরীরী।

(২)

এই পুণ্য ভূমি বঙ্গ-গৌরব
চিরদিন রবে গরবে।
দেব-প্রতিষ্ঠিত এ সুন্দর পুরী
পাদোদ্ভবা গঙ্গা-গরভে
এইস্থানে জন্ম শ্রীচৈতন্য,
এই তীরে বসি ভিক্ষা দৈন্য,
এই ভূমে লীলা দিব্য পুণ্য,
চারি শত বর্ষ পূরবে।

(৩)

মুকুন্দ মুরারি শ্রীবাস শ্রীধর
এইখানে পরমানন্দে।
পেয়েছিলা প্রেম হৃদয়ে পূজিয়ে
প্রেমময় গৌরচন্দ্রে।
এই পুণ্য ধামে সহ গৌরাঙ্গ,
করে'ছিলা কত লীলারঙ্গ,
ভাসাইয়া ছিলা প্রেম-তরঙ্গ,
জগমাঝে মহানন্দে॥

(৪)

প্রভু নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈত
এইখানে সাধি সাধনা।
মত্ত হৃদয়ে নামগান গেয়ে
পেয়েছিলা কত করুণা।
এইখানে বসি ভক্ত হরিদাস,
গদাধর আদি যত গৌর-দাস,
ক'রেছিলা কত পুণ্য-প্রকাশ,
হ'য়েছিলা সিদ্ধকামনা॥

(৫)

এই সেই হয় শ্রীবাস-অঙ্গন
কই সে মধুর নৃত্য।
এই থানে বসি সাধক মুকুন্দ
গেয়েছিলা সাধনতত্ত্ব।

এইখানে সেই শচীর অঙ্গণে,
নিমাই নাচিত ধূলি-ভূষণে,
তালে তালে তালে নূপুর চরণে,
বিশ্বপ্রেমে হয়ে মত্ত।

(৬)

এই খানে বসি নিমাই পণ্ডিত
দিতেন মহান্ শিক্ষা।
খোল করতালে মধুর সঙ্গীতে
শিখাতেন মহাভিক্ষা।
এই খানে ছিলা জগন্নাথ-গেহ,
শ্রীশচীমাতার তনয়-বিরহ,
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমময় মোহ—
ঘুচিত ; ধন্য দীক্ষা।

(৭)

এই সেই নদে, সেই গঙ্গাতীর
সেই করতাল ঝঞ্ঝনা।
ভজন কীর্ত্তন নৃত্য উৎসব
খোলের মধুর বাজনা
সে বাল মূরতি সাকার দেবতা
সেই বিষ্ণুপ্রিয়া চির-অনুরতা
পুত্রবৎসলা সেই শচীমাতা
হৃদয়েতে ভরা করুণা।

(৮)

এই সেই দেব নিমাই সুন্দর
বিষ্ণু-খট্টাপরি স্থাপনা।
সেই গৌরহরি সোণার বরণ
নামগান-সুধা-রচনা।
ভকতমণ্ডলী পরিবেষ্টিত,
সর্ব্বলোক-চরণ-বন্দিত,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদচিহ্নিত,
কৃপাময় রূপ ভজনা।

(৯)

এই সেই ধাম জগাই মাধাই
যথা করেছিলা সুকৃতি।
এই পুণ্যস্থানে গৌরাঙ্গ-প্রসাদে
শিখেছিলা প্রেম ভকতি।
সাকার দেবতা পূর্ণ অবতারে,
নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান-প্রচারে,
দীনতা ভিক্ষা প্রতি ঘরে ঘরে,
প্রেমের বিচিত্র শকতি।

(১০)

এই নবদ্বীপে জগন্নাথ-গৃহে
গৌরাঙ্গদেবের জনম।
এই সে নগরী বিকাশিলা যথা
অপূর্ব্ব প্রেম ধরম।

এই সেই পুরী সেই গঙ্গাতীর,
সেই পদরজ সেই পূত নীর,
সেই নামগান বৈষ্ণব সুধার,
অনুরত সেবা করম।

(১১)

সেই চতুষ্পাঠী বসিয়া যথায়
নিমাই করিত পঠনা।
কেশব কাশ্মিরী এই থানে আসি
হয়েছিলা পূর্ণকামনা।
এই সেই ধাম বঙ্গে বৃন্দাবন,
এই স্থানে জন্ম শ্রীশচীনন্দন,
সিংহরাশি লগ্নে অতি শুভক্ষণ,
উজলিয়া শচী-আঙ্গিনা।

(১২)

জন্মিলেন প্রভু মাস ফাল্গুনে
নক্ষত্র পূর্ব্ব ফল্গুনী।
চৌদ্দশত সাত শকেতে জনম
কাল পূর্ণিমা-রজনী।
এই পুণ্যতীর্থে পূর্ণ অবতার,
এই নবদ্বীপে মহিমাপ্রচার,
এই গঙ্গাতীরে শাস্ত্র-বিচার,
উজল করিয়া ধরণী॥

(১৩)

এই স্থানে বুঝে বৈষ্ণব-গৌরব
সাধনতত্ত্ব গরিমা।
বৈষ্ণব-জগতে চির-পুণ্যভূমি
বঙ্গাকাশে পূর্ণ চন্দ্রমা।
এ ভারতভূমে চিরদিন রবে,
মহান্ শিক্ষা অনন্ত গৌরবে,
চির-ভৃত্য তব হরিদাস গাবে,
গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তি-মহিমা।

শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ।

(শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের প্রতি)

(১)

যাও হে শ্রীপাদ! গৌড়ভূমেতে
তোমরা সকলে ফিরিয়া।
(কর) নাম পরচার সর্ব্বধর্ম্ম-সার
কলির জীবের লাগিয়া।
নাম বিলাইবে জনে জনে ধরি',
অধম পাতকী নাহিক বিচারি',
বলা'বে সকলে সুধানাম হরি,
হৃদয়-কবাট খুলিয়া।

(২)

(মম) জীবের দুঃখেতে কাতর পরাণি
নিশিদিন মরি কাঁদিয়া।
সহিতে না পারি সংসার ছেড়েছি
ছেড়েছি সাধের নদীয়া।
জননীর মায়া প্রিয়াপ্রেম-আশ,
স্বজন সঙ্গে সুখে গৃহবাস,
বসন ভূষণ সুরম্য আবাস,
এসেছি সকল ত্যজিয়া।
ভ্রমি দেশে দেশে সন্ন্যাসীর বেশে
অধম জীবের লাগিয়া।

(৩)

তবু না পারিনু দুঃখ নিবারিতে
(বড়) দাগা বাজিয়াছে এ চিতে।
তুচ্ছ এ প্রাণ কি কাজ রাখিয়া
নারিনু অধম তারিতে॥
জীবের মঙ্গল জীবনের ব্রত,
জীব-দুখরাশি ভাবনা সতত,
দৃঢ় ব্রত ধরি, নারিনু তবু ত
তারিতে অধম পতিতে।
বৃথা গেল দিন, বিফল জীবন
কেন বা আসিনু মরতে।

(৪)

যাও হে শ্রীপাদ! যাও গদাধর!

শুন এক মোর মিনতি।

হাতে ধরি তোমা শুন কথা মম

ত্যজ হে সংসার-বিরতি ॥

ফিরে যাও ঘরে, হও হে সংসারী,

কলির ধরম নাম ব্রহ্মহরি,

কলিহত জীবে সে নাম বিতরি,

দাও তাহাদের সুমতি ॥

একমাত্র নাম সর্ব্বসিদ্ধি কাম

নাশিবে জীবের কুমতি ॥

(৫)

প্রতিষ্ঠা কর হে আচার্য্য-বংশ

চিরদিন তরে ভারতে।

গৌড়ভুমের প্রতি ঘরে ঘরে

নামের মহিমা ঘোষিতে।

পথ-প্রদর্শক হলে তুমি আগে,

জাগিবে ভুবন হরিনাম-যাগে,

নামব্রহ্ম লবে দৃঢ় অনুরাগে,

সকল অধম পতিতে।

যাও হে শ্রীপাদ! যাও ফিরে ঘরে

সকল ভকত সহিতে ॥

(৬)

যুগ-ধর্ম্ম-সার নাম-পরচার
কীর্ত্তন-তরঙ্গ অমিয়া।
ঢাল হে তোমরা প্রতি ঘরে ঘরে
বরষ ভুবন ভরিয়া ॥
তিরপিত হবে জীব ভব-ক্ষুধা,
অমৃতের ধারা পিয়ে নামসুধা,
হরিনাম-রবে বিপুল বসুধা,
উঠিবে আনন্দে জাগিয়া।
নিরানন্দ জীব সদানন্দ হবে
নাম-সুধানিধি পাইয়া ॥

(৭)

আচণ্ডালে ডাকি মৃত-সঞ্জীবনী
নামসুধা দিবে যাচিয়া।
জনে জনে ধরি বিলাইবে নাম
সোহাগ আদর করিয়া ॥
যে না লবে নাম সঙ্গ না ছাড়িবে,
পীড়ন করিলে আদর করিবে,
জীবন যাইলে এ মহা আহবে,
ধন্য হইবে নদীয়া।
এ ব্রত মহান্, এ দৃঢ় সাধন,
কর হে সকলে মিলিয়া ॥

(৮)

যাও সবে ফিরে নদীয়া নগরে
করে ধরি করি মিনতি।
ওই শুন সবে আজি শুভক্ষণে
বাজিছে মঙ্গল আরতি।
আজি শুভদিনে কৃষ্ণের আদেশে,
তোমরা সকলে ফিরে যাও দেশে,
মোর অনুরোধ যাও সবে হেসে,
কর হে পরম পীরিতি।
বৃথা কাল যায় সাধ নিজ কাজ
তোমরা ভবের অতিথি।

(৯)

এস হে শ্রীপাদ! এস গদাধর
এস ভক্তগণ সকলে।
করি আলিঙ্গন জুড়াই জীবন
থাক তোমা সবে কুশলে।
জীবনের ব্রত নাম-পরচার,
সর্ব্বসিদ্ধিকাম সাধনার সার,
ভুলনা তোমরা মিনতি আমার,
ধরি তব করযুগলে।
হরিদাস কহে ওহে গৌরহরি
দিন গেল মোর বিফলে॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-হরিদাস-মিলন।

(নীলাচলে)

দৈন্য অবতার, ভক্ত হরিদাস,
প্রভুকে স্মরণ করি।
রাজপথে পড়ি, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
গৌরহরি ! গৌরহরি !
মন্দিরে যাইতে, নাহি অধিকার,
নরাধম মু যবন।
দূর হতে দেখি, হৃদয়-রতনে,
তিরপিত হল মন ॥
অপবিত্র মুই, দূরে থাকি তাই,
অপকৃষ্ট নীচ জাতি।
নিভৃত নির্জ্জনে, যদি পাই ঠাঁই,
পূজি নদীয়ার পতি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শুনি এ বারতা,
প্রেমানন্দে কহিলেন।
দীনতার খনি, সাধু হরিদাস,
নীলাচলে এসেছেন ॥
নিজে যাব আমি, তাঁর অভ্যর্থনে,
তিনি অতি পবিতর।

দরশনে যাঁ'র, দূরে চলে যায়,
মহাপাপ গুরুতর।
এত বলি চলি, যান গৌরহরি,
হরিদাস দরশনে॥
যতেক ভকত, চলিল সঙ্গেতে,
অতি হরষিত মনে॥
দূর হতে হেরি, দীন হরিদাস,
গৌরহরি প্রাণধনে।
দণ্ডবৎ ভূমে, পরমানন্দে,
পড়িল তাঁ'র চরণে॥
আলিঙ্গন প্রভু, দিবে হরিদাসে,
পিছু হটে এই ভয়ে।
কহে করজোড়ে, মুই অস্পৃশ্য,
অপবিত্র হবে ছুঁয়ে॥
প্রভু কহে তব, শরীর পবিত্র,
পরশন মাগি আমি।
পবিতর হব, তোমার পরশে,
তুমি পবিত্রতাখনি॥
এত কহি প্রভু, হৃদয়ে ধরিল,
ভক্তবর হরিদাসে।
হরি হরি ধ্বনি, ভুবন ভরিল,
সকলে আনন্দে ভাসে॥
পুলকাশ্রু বহে, উভয়ের আঁখে,
প্রেমে বিগলিত দোঁহে।

দোঁহে কোলাকুলি হৃদি খোলাখুলি
আঁখিনীরে বক্ষ বহে।
এ মহামিলন প্রভু আর দাসে
নীলাচল-মহাধামে।
দেখিল সকলে বঞ্চিত কেবল
দাস হরিদাস নামে॥

শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া।

মাতার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া যান,
সুরধুনী-তীরে করিবারে স্নান॥
শচী দেবী সনে পথেতে মিলন।
মাঝে মাঝে হয় মধু সম্ভাষণ॥
যখন দেখেন শচীদেবী তাঁ'রে।
কোলেতে তুলিয়া লয়েন আদরে॥
বালিকাও তাঁ'রে সম্ভ্রমে প্রণমে।
মুখপানে চেয়ে দাঁড়ায় সরমে॥
কি এক স্নেহের ভালবাসা ডোরে।
বালিকা বাঁধিল প্রভুর মায়েরে॥
মন নাহি সরে ছাড়িয়া যাইতে।
ভুলে যান্ শচী নাইতে খাইতে॥
মাতার সহিত স্নানের সময়।
পথেতে দাঁড়ায়ে কত কথা হয়॥

কত শত লোক গঙ্গাস্নানে আসে।
বালিকাটী দেখে সুখ-নীরে ভাসে॥
সকলেরি লক্ষ্য মুখখানি পানে।
হেন রূপ কেহ দেখেনি নয়নে॥
মহালক্ষ্মীরূপে সনাতন-সুতা।
সকলের মন করে হরষিতা॥
তার মধ্যে কিন্তু একজন তাঁ'র
বড় প্রিয়তম প্রীতি-পারাবার॥
বৃদ্ধা শচীদেবী মাতার সঙ্গিনী।
বালা বিষ্ণুপ্রিয়া দিয়াছে পরানি॥
কি জানি কেন সে বৃদ্ধারে দেখিলে।
জগতে যা কিছু সব যায় ভুলে॥
নিকটে থাকিতে বড় ভালবাসে
দেখা হইলেই যায় তাঁ'র পাশে॥
সলাজ নয়ন করিয়া বিনত।
পা দু'খানি পানে চাহে অবিরত॥
শচী দেবী কহে যোগ্য পতি হবে।
লক্ষ্মী মেয়ে তুমি চিরসুখী ভবে॥
মনে ভাবে শচী ঘর আলো করা।
এ মেয়েটি যদি পাই আমি ধরা॥
নিমায়ের সনে বিভা দিয়ে এর।
ঘরে ল'য়ে যাই মাধুরী ভবের॥
ভণে হরিদাস পূরিবে সে আশা।
বিষ্ণুপ্রিয়া চাহে প্রভু-ভালবাসা॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-দর্শন।

——*——

(২০শে কার্ত্তিক ১৩১৮ শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শুভাগমন-উৎসব উপলক্ষে লিখিত।)

(১)

এতদিন পরে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হেরিল।
পুলকিত চিতে রজ মাখি গায়
ভাবে গদ গদ হইল।
স্নান করিয়া যমুনার জলে,
প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
প্রাণের আবেগে নেচে নেচে চলে,
ভক্তগণ সব মাতিল ॥

(২)

বৃন্দাবনধাম স্মরণে যাহার
রসের সাগর উথলে।
সেই পূতধামে উপস্থিত প্রভু,
মিলিত ভক্ত সকলে।
যমুনার নামে চিত ব্যাকুলিত,
বেণুরব শুনে হলেন মূর্চ্ছিত,
যে ধাম-স্মরণে সদা পুলকিত,
সিক্ত নয়ন-সলিলে ॥

(৩)

সেই রম্য স্থান বৃন্দাবন ধামে,
গৌরাঙ্গ ভ্রমেণ পুলকে।
তরু তৃণ লতা জীব জন্তু সব
দেখে সবে প্রভু চমকে।
হাম্বারব করি শ্যামলী ধবলী,
মনের আনন্দে উচ্চে পুচ্ছ তুলি,
চির-পরিচিত যেন বনমালী,
ঘেরিল সকলে প্রভুকে ॥

(৪)

রাখাল বালক গো-পাল ফেলিয়া,
দলে দলে আসি ঘেরিছে।
সুখে শুক সারী উড়িয়া উড়িয়া
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে বসিছে।
ময়ূর ময়ূরী করিছে নৃত্য,
(যেন) চির পরিচিত প্রভুর ভৃত্য,
জীব জন্তু হয়ে আনন্দে মত্ত,
প্রভু সঙ্গে সবে নাচিছে ॥

(৫)

(প্রভু) গলদেশ ধরি মৃগের শাবকে,
চুম্বন করেন আদরে।
চক্ষে বহে ধারা আনন্দ-বিহ্বল,
ভাসেন প্রেমের পাথারে।

লক্ষ মধুকর শ্রীবদন ঘেরি,
প্রেম-গীতি গায় গুন্ গুন্ করি,
পুষ্প-মধু বর্ষে শ্রীঅঙ্গ উপরি
মধু ঝরে মধু অধরে ॥

(৬)

বহুদিন কার হারাধন যেন
ফিরে পাইয়াছে তাহারা।
হাসে নাচে গায় ঘিরিয়া ঘিরিয়া
আঁখি কোণে বহে ত্রিধারা।
বৃক্ষ দেখি প্রভু করি আলিঙ্গন,
কোলে টেনে লন বলি নিজ জন,
লতাপাতা দেখি হন্ অচেতন,
কি জানি যেন গো কি হারা ॥

(৭)

ছিন্ন পত্র হেরি আকুল পরাণে,
হাতে তুলি লন কাঁদিয়া।
রাখি বক্ষোপরি করেন আদর,
বার বার তারে চুমিয়া।
কে নিঠুর সেই ছিঁড়িল ইহারে,
ভাসে ছুটি আঁখি নয়নের ধারে,
বিগলিত দেহ আনন্দ-সাগরে,
চলেছেন প্রভু নাচিয়া ॥

(৮)

কুসুমিত হল তরু লতা তৃণ,
পুষ্পবৃষ্টি হয় মস্তকে।
চারিদিকে ঘেরি ভ্রমরা-ভ্রমরী
মধুপান করে পুলকে।
চলেছেন প্রভু নাচিয়া নাচিয়া
ভক্তগণ সব পুলকিত হিয়া,
ছুটিছে শ্রীধামে লহরী অমিয়া
কি আনন্দ আজি গোলোকে ॥

(৯)

অধিষ্ঠাত্রী দেবী বরজধামের
হারাধন যেন পাইল।
বহুদিন পরে ব্রজবাসি-হৃদে
প্রেমের তরঙ্গ উঠিল।
বৃন্দাবন-ধন শ্যামসুন্দর,
মদনমোহন কৃষ্ণ নটবর,
এই সেই দেব গৌরাঙ্গসুন্দর,
ব্রজবাসী পুন হেরিল।

(১০)

যমুনা-পুলিনে পুন সেই লীলা,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রকাশে।
ব্রজবালা পুন হেরিয়া কানাই
পুলকিত হ'ল হরিষে।

রাখালবালক হরষিত মন,
কুসুমিত হল পুনঃ মধুবন,
নব শোভা ধরে শ্রীবৃন্দাবন,
প্রভু-পদরজ পরশে ॥

মনের প্রতি।

ও অবোধ মন!
কর্ রে স্মরণ, গৌর-চরণ,
দুঃখ রবে না।
শচীর বালা, ব্রজের কালা,
তাও কি জান না?
(সে যে) ব্রজের খেলা, সাঙ্গ ক'রে,
ন'দেয় এসেছে।
রাধার ভাবে, কৃষ্ণ-প্রেমে,
পাগল হ'য়েছে॥
নৃত্য করে, প্রেমের ভরে,
দু'বাহু তুলে।
নাইক বাঁশি, আছে সে হাসি,
বদনকমলে ॥

চিন্‌তে তারে, সবাই পারে,
(ওমন) তুই ত পাল্লি নে।
ভরমে প'ড়ে, কাটালি কাল,
(এখন) ধর্‌গে চরণে॥
বিশ্বম্ভর, দয়াল বড়,
কর্‌বে করুণা।
ডাকৃতে যদি, পারিস্‌ তারে,
ছাড়িয়ে ছলনা॥
কালবরণ, লুকায়ে রাখি,
সোণার বরণে।
সেজেছে ভালা, শচীর বালা,
নূতন ধরণে॥
নূতন রসে, নূতন ভাবে,
মত্ত হ'রে মন।
কর্‌রে স্মরণ, গৌর চরণ,
অধমতারণ॥
কহিছে হরি, চরণ ধরি,
সর্ব্ব জীবে রে।
সবাই মিলে পরাণ খুলে
বল্‌ গৌর হরে॥

শ্রীজন্মাষ্টমী।

করতালি দিয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে,
(ঐ) আসিতেছে গোরা রায়।
ভকত সঙ্গে, নাচিছে রঙ্গে,
(আজি) কি উৎসব নদীয়ায়॥
আপন জনম, উৎসবে মাতি,
(গোরা) আপনারি নাম গায়।
একি এ রঙ্গ, করে গৌরাঙ্গ,
প্রেমেতে মাতিয়া ধায়।
(নিজ) জন্মতিথির, পূজা করিবারে,
সাজিয়াছে মনোমত।
প্রেমধারা আঁখে, হরিবোল মুখে,
বলিতেছে অবিরত।
থেকে থেকে বলে, কৃষ্ণ রে! কৃষ্ণ রে!
আজি বড় শুভদিন।
দেখাদে-রে বাপ! প্রাণ গেল মোর,
আমি অতি দীনহীন।
একি কৌতুক, করে গোরাচাঁদ,
নিজ নামে হ'য়ে ভোর।
জনম-অষ্টমী, আজি শুভদিনে,
কেন দেখি আঁখি লোর।

কংস-কারাগারে, দেবকী-উদরে,
জনমিল ভগবান্।
মিলি দেবগণে, দেবকী-নন্দনে,
করিলেন স্তুতিগান।
বসুদেব পিতা, জননী দেবকী,
প্রণমিল পুত্র পায়।
সেই নন্দসুত, শচীসুত এবে,
আসিয়াছে নদীয়ায়॥
প্রচ্ছন্নাবতার, গৌর আমার,
নিজ-প্রেমে নিজে ভোর।
রাধা ভাবদ্যুতি, সুবলিত অঙ্গ,
নিখিল চিত্ত-চোর॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ভাদর অষ্টমী,
কিছু নাহি অমিলন!
নদীয়ার রাজা, গোরার রঙ্গ,
ত্রিজগতে অতুলন॥
কত রঙ্গ জান, তুমি রঙ্গলাল,
রসরাজ রসময়।
(তুমি) আপনার প্রেমে, আপনি বিভোর,
কিছু নাই লাজ ভয়।
চিনিয়াছি তোমা, ধরা পড়িয়াছ,
তুমি সেই ব্রজরাজ।
(আজি) জনম দিনের, উৎসবে মাতি,
পরিয়াছ নব সাজ।

(তুমি) আপন পূজার, আপনি পূজারী,
দিয়ে ভোগ নিজে খাও।
আপন জনম, আপন করম,
প্রেমেতে মাতিয়া গাও ॥
এ গভীর লীলা, বুঝিয়াছে যা'রা,
চিনিয়াছে তোমা ভাল।
হরিদাস কয়, ওহে রসময়,
তুমিই সেই নন্দলাল।

বাসুদেবের প্রার্থনা।

(শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে)

—*—

ওহে দয়াময়, সর্ব্বশক্তিময়,
গৌরহরি প্রেমধাম।
উদ্ধারিতে জীব, অবতার তব,
বিলাইতে হরিনাম ॥
নাশিতে পাতক, যাতনা এতেক,
কেন সহ গুণনিধি।
জীব-দুঃখে এত, কেন বা ব্যথিত,
কেন এত সাধাসাধি।
কেন বা সাধনা, কৃষ্ণ আরাধনা,
কেন এত শ্রম কর ?

কথা শুন মোর, ওহে চিত-চোর,
দাও মোরে এই বর।
যত পাপ জীবে, করেছে এ ভবে
দাও মোর শিরে বাঁধি।
অনন্ত নরকে, থাকি আমি সুখে,
তবাদেশ পাই যদি॥
সাধন-বিমুখ, দেখি জীবদুখ,
হৃদি মোর ফেটে গেল।
তা'র চেয়ে দুখ, হেরি তব মুখ,
হৃদয়ে বিঁধিল শেল।
এই নিবেদন, হৃদয়রতন,
দাও মোরে পাপরাশি।
একত্র করিয়া, ভরিয়া ডালিয়া,
শিরে ক'রে সুখে ভাসি॥
তব ব্রত সাঙ্গ, হবে হে গৌরাঙ্গ,
অপাপ হইবে জীব।
(তব) পূর্ণ হ'বে কাজ, ওহে রসরাজ
মর্ত্ত হইবে ত্রিদিব॥
ধন্য বাসুদেব তুমিই ভূদেব
তোমারি সাধনা সার।
কৃপাবলোকনে হরিদাস দীনে,
দয়া কর পরচার॥

৮। বিলাপ-গীতি।

পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ সুখের তরি কোথা গেলে পাব॥

নরোত্তম দাস।

শচী-বিলাপ।

---

(১)

নিমাই ! নিমাই ! কোথা গেলে বাপ্
দুখিনী জননী ফেলিয়া।
(ওগো) চারিদিকে আমি হেরি যে আঁধার
কোথা গেল বাছা চলিয়া ?
পলকে না হেরি বদন যাহার,
ত্রিভুবন দেখি ঘোর অন্ধকার,
কোথা গেল মোর নয়নের মণি,
পরাণ যে গেল দহিয়া।
(তোরা) বল্ না আমায় কোথা গেল বাছা
আঁধার করিয়া নদীয়া।

(২)

এই যে ছিল সে নিদ্রিত শয়নে,
কোথা চলি গেল গোপনে।
কেরে আসি তার ঘুম ভাঙ্গাইল
ল'য়ে গেল কার ভবনে।
(আমি) সারাপথ খুঁজি নদীয়া নগরে,
নিমাই ! নিমাই ! ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
কেউত বলে না কোথা গেল বাছা,
কি কাজ রাখিয়া জীবনে।
(আমি) মণি হারা ফণি জনম দুখিনী
জুড়াবে এ জ্বালা মরণে।

(৩)

(আমি) চির অভাগিনী, বহু ভাগ্যফলে,
দিয়াছিল বিধি বাছারে।
(ওগো) কি পাপে হারানু, হেন গুণনিধি,
কেবা বলে দিবে আমারে॥
(আমার) সোণার সংসার হ'ল ছারখার,
অনাথিনী হ'ল বউমা আমার,
সকল সুখের হ'ল অবসান,
ভেসেছি আমি যে পাথারে।
(ওগো) অকূল সমুদ্র সমুখে আমার
কি কাজ এছার সংসারে॥

(৪)

নিমাই! নিমাই! একবার এস,
দেখে যাও তব জননী।
(ওগো) কি দশা হয়েছে, তোমার বিহনে,
কাঁদিয়ে দিবস যামিনী।
(তুমি) মায়ের পরাণ বুঝিবে কেমনে,
কি কাজ জীবনে তোমার বিহনে,
ত্যজিব জীবন জাহ্নবীনীরে
গেল যে আমার পরাণি।
(তুমি) একবার আসি, দেখা দিয়ে যাও,
আমার সোণার বাছনি॥

(৫)

(ওগো) কুক্ষণে আসিল, কেশব ভারতী,
চমকিল প্রাণ দেখিয়া।
কি মন্ত্রণা দিল, সোণার বাছারে,
লয়ে গেল ফাঁদ পাতিয়া।
(ওগো) যখনি তাহারে দেখিলাম দ্বারে,
তখনি পরাণ ডাকিল কাতরে,
চমকিল হৃদি দারুণ তরাসে,
ভাবী অমঙ্গল ভাবিয়া।
(ওগো) আমার বাছারে, কোথা লয়ে গেল,
কি কাজ জীবন রাখিয়া ॥

(৬)

(বাছা) ক্ষীর সর ননী, দুগ্ধে পোষিত,
দুখের বারতা জানে না।
কে দিবে আহার, ক্ষুধার সময়,
তৃষায় পানীয়, বল না।
কত ব্যথা পাবে কোমল পদেতে,
দগধ হইবে আতপ-তাপেতে,
চাঁদ মুখখানি বাছার আমার,
স্মরিলে পাই যে বেদনা ॥
(ওগো) কি হ'ল কি হ'ল, কোথা বাছা গেল,
করিয়া আমায় ছলনা ॥

(৭)

নিমাই! নিমাই! বাপ্‌রে আমার,
এত যদি ছিল মনেতে।
(তবে) সংসার-বন্ধনে, কেন বদ্ধ হলি,
আমারে পাগল করিতে॥
তোর) মাতা পাগলিনী জায়া অনাথিনী,
সোণার পুতলি জনমদুখিনী,
দেখে যা দেখে যা নিঠুর হৃদয়,
কি শেল বিঁধিছে বুকেতে।
(ওগো) কোথা গেলে মোর, এজ্বালা জুড়ায়,
পার কি তোমরা বলিতে?

(৮)

ওগো গদাধর! ঠাকুর শ্রীবাস!
ওগো প্রিয় সখি মালিনি!
(তোমরা) বল বল বল, কোথা গেল বাছা,
কাঁদায়ে বৃদ্ধা জননী।
বলনা নিতাই! কোথায় নিমাই,
কোথা গেলে আমি হারাধন পাই,
পরান আমার কেন না যাইল,
শিরে না পড়িল অশনি।
নিমাই-বিহনে, বেঁচে আছি কেন,
কি কাজ এছার পরাণি॥

(৯)

পুড়েছে কপাল, জনমের মত,
গিয়াছে সকল বাসনা।
(আমি) বেঁচে আছি শুধু আশার আশায়
সহিয়ে এতেক যাতনা ॥
আসিবে নিমাই ডাকিবে মা ব'লে,
আদর করিয়ে ল'ব আমি কোলে,
আবার হেরিব সে চাঁদ বদন,
কবে গো! তোমরা বল না?
হবে কি সে দিন, এ পোড়া কপালে,
এ দুখ কি ওগো যাবে না?

(১০)

চির-অনাথিনী, সোণার পুতলি,
বিষ্ণুপ্রিয়া এবে বালিকা।
(সে যে) কিছু নাহি জানে, বাছারে আমার,
নবীন কুসুমকলিকা ॥
পারি না দেখিতে মু'খানি তাহার,
হতাশের ছায়া বিষাদ-আগার,
পাগলিনী প্রায় থাকে নিরন্তর,
আহার মাত্র কণিকা।
(আহা) মুখে নাই বাক্ ঝরে দুটি আঁখি
কি জ্বালা সহিছে বালিকা ॥

(১১)

নিমাই! নিমাই! দেখে যা দেখে যা,
একবার আসি তাহারে।
(আহা) মলিন বদনে, আকুল নয়নে,
ডাকিছে নীরবে তোমারে॥
আঁখি-নীরে তার বুক ভেসে যায়,
নীরবে সহিছে জ্বালাসমুদয়,
আশার আশায় রেখেছে পরাণ,
কে দিবে প্রবোধ বাছারে॥
(ওরে) কেহ নাই তার, চির-অভাগিনী,
ভেসেছে অকূল পাথারে।

(১২)

(ওগো) কেঁদ না কেঁদ না, বৌমা আমার,
নিমাই আসিবে ফিরিয়া।
আবার হেরিব, সে চাঁদবয়ান,
শুনিব বচন অমিয়া॥
যাও গদাধর! ভারতী সদনে,
ল'য়ে এস গিয়ে মোর হারাধনে
কোলে করি তারে, দূরে দিও তার,
করঙ্গ কৌপীন ফেলিয়া।
(ওগো) বল তারে তুমি, মায়ের আদেশ,
ল'য়ে এস তারে বাঁধিয়া॥

(১৩)

একাজ যদ্যপি, না পার করিতে,
ল'য়ে চল মোরে সেখানে।
(আমি) দেখিব কেমন, কেশব ভারতী,
কৌপীন পরায় পরণে ॥
(ওগো) চল চল চল বিলম্ব না কর,
সবে মিলে যাও কাটোয়ানগর,
ফিরায়ে আনিবে হারানিধি মোর,
বাঁধিব মায়ার বাঁধনে ॥
(ওগো) বিলম্বে কি ফল, ত্বরা করি চল,
কেশব ভারতী সদনে ॥

(১৪)

ভগিনী মালিনি! তুমিও চলগো,
তুমিও চল গো বউমা।
(তোরা) সবে মিলে চল, বাছারে ফিরাতে,
ত্যজিয়া কুলের গরিমা।
ত্যজি লাজ ভয় বাহিরিব পথে,
চল সবে চল দ্রুতগতি পদে,
নদেবাসী সব কুলের কামিনী,
আমার সঙ্গে এস মা।
বুঝিবে জগত, বুঝিবে ভারতী,
নারীর প্রেমের মহিমা ॥

(১৫)

সঙ্গে ল'য়ে চল, সুমধুর ফল,
ক্ষীর সর আর নবনী।
(আহা) ক্ষুধায় কাতর, হ'য়েছে বাছাগো,
খাওয়াইয়ে দিও মালিনি!
ঐ দেখ সখি সাজায়ে রেখেছি,
চ'লে যাবে সে যে আগে কি জেনেছি,
নিমাই আমার দুধের বালক,
কখনও সে দুখ পায়নি।
(ওগো) ঘর-বোলা ছেলে, ঘরের বাহিরে,
কখনও নিমাই যায়নি॥

(১৬)

(ওগো) কোথা গেল মোর, কাঙ্গালের ধন,
কে নিল মাণিক হরিয়া।
না হেরি নয়নে, হৃদয়ের ধনে,
গেনু যে আমি গো মরিয়া॥
নদীয়ানিবাসী আবাল বনিতা,
পশুপক্ষী আদি তরুতৃণ লতা,
শোকে অভিভূত নিমাই বিহনে,
বিষাদে মগনা নদীয়া॥
(ওগো) চারিদিকে শুনি, হায়! হায়! হায়!
ঘোষিছে ভুবন ভরিয়া॥

(১৭)

(ওগো) কাঁদে সমীরণ, মৃদু মন্দ স্বরে,
কাঁদিছে জাহ্নবী বিরাগে।
নীরব বিহঙ্গ, গভীর শোকেতে,
সুগন্ধি নাহিক পরাগে॥
কুসুমে নাহিক সে রূপমাধুরী,
কুলের কামিনী বাধে না কবরী,
শিশুমুখে নাই সে সুখের হাসি,
মাধুরী নাহিক সোহাগে॥
(আজ) নদীয়ানিবাসী চলেছে সকলে
ঘর দ্বার ছাড়ি বিবাগে।

(১৮)

(আমি) যেদিকে তাকাই, বিষাদের ছায়া,
পড়েছে ভুবন ভরিয়া।
লতা পাতা গায়, জীবজন্তু মুখে,
রয়েছে কালিমা ছাইয়া।
সবই রয়েছে এক নাই সুধু,
জীবের পরাণি জগতের বিধু,
নিমাই আমার জগত-জীবন,
কোথা গেল বাছা চলিয়া॥
(আহা) দুঃখের পাথারে, ডুবায়ে সকলে,
আঁধার করিয়া নদীয়া॥

(১৯)

(ওগো) যত দিন যায়, তত বাড়ে জ্বালা,
এ জ্বালা কখনও যাবে না।
নিমাই-বিহনে, কতদিন আমি,
এ ভবে রহিব বল না ?
আর যে পারি না সহিতে যাতনা,
বড়ই অসহ হৃদয়-বেদনা,
(ওগো) পাষাণে বেঁধেছি কঠিন হৃদয়,
তবু ত সহিতে পারি না ॥
(আমি) আমি জনম ভরিয়া, জ্বলিয়া মরিব,
পরাণ আমার যাবে না।

(২০)

(ওগো) পরাণ ফাটিয়া, গেল যে আমার,
আর ত যাতনা সহে না।
কোথা গেলে পাব, হারাধন মোর,
তোমরা আমাকে বল না ॥
নিমাই ! নিমাই ! কোথা গেলে তুমি,
একবার এস দেখি মুখখানি,
শুনিয়া তোমার অমিয় বচন,
জুড়াই হৃদয়-বেদনা।
(তুমি) হৃদয়ের ধন, পরাণ-রতন,
ক'র না আমায় ছলনা ॥

(২১)

(আমি) সারানিশি জাগি, ডাকি যে তোমায়,
নিমাই নিমাই বলিয়া।
পথে পথে ফিরি, তোমার আশায়,
পাই না তোমারে খুঁজিয়া।
(আমার) সাধের সংসার ছারখারে গেল,
বউমা আমার শোকেতে বিহ্বল,
হেরিতে না পারি মলিন বদন,
আঁখি গেল মোর কাঁদিয়া।
(বাছারে) একবার এসে দেখা দিয়ে যাও
পরাণে বরষি অমিয়া॥

(২২)

(আমি) স্বপনে হেরিয়া, মু'খানি তোমার,
কত সুখ পাই হৃদয়ে।
শতবার চুমি, ও বিধুবদন,
সুখের স্বপনে জাগিয়ে॥
পরাণ জুড়ান পরশ তোমার,
বচন অমিয় সুধার আধার,
স্বপনে শুনিয়া আকুলিত প্রাণে,
মুখ পানে থাকি চাহিয়ে।
(ওরে) কোথা গেলি তুই, বাপ্‌রে নিমাই,
অভাগী জননী ফেলিয়ে।

(২৩)

নিদ্রাভঙ্গ হলে, না হেরি বাছায়,
ভাসি যে নয়ন সলিলে।
(আমি) চারিদিক্ হেরি, সুধু শূন্যময়,
দুখের সাগর উথলে।
ছুটি পথপানে আকুল পরাণে,
শতবার ধাই শ্রীবাস-অঙ্গনে,
পুছি যাকে তাকে কোথা গেল বাছা,
ফিরি ঘরে পুন বিফলে।
(ওগো) এইরূপে প্রাণ, দহে দিন রাত,
নিমাই-বিরহ-অনলে॥

(২৪)

(ওগো) মনে ভাবি আমি, কেন বা রেখেছি,
এছার কঠিন পরাণে।
কেন এত জ্বালা, সহি অবিরত,
পরাণের ধন বিহনে।
ডুবিয়া কেন গো ত্যজিনা পরাণ,
সকল জ্বালার হোক্ অবসান,
অথবা কেন বা ভখিয়া গরল,
চলি না শমন-সদনে।
(ওগো) কেন বহি আমি, এই দেহভার,
কি কাজ এছার জীবনে॥

(২৫)

(ওগো) পুন ভাবি আমি, আসিবে নিমাই,
আবার হেরিব বাছারে।
মরি যদি আমি, বলা ত হ'বে না,
এ দুখ কাহিনী তাহারে॥
দেখিতে পাবনা সে চাঁদবদন,
শুনিতে পাব না সে মধু বচন,
মরিতে ত আমি পারিব না ওগো,
রহিব আঁধার কুটীরে।
(আমি) আশার আশায়, বাঁধিয়া হৃদয়,
ভেসেছি অকূল সাগরে॥

(২৬)

কে হরিল ওগো, কাঙ্গালের ধন,
কে বা এনে দিবে খুঁজিয়া।
(ওগো) কেউ নাই মোর, এ বিশ্ব জগতে,
নিমাই গিয়াছে চলিয়া॥
সকলেই বলে আসিবে নিমাই,
আশার আশায় ব'সে আছি তাই,
পথপানে চাহি পাগলিনী মত,
নিমাই আসিবে নদীয়া।
(আমার) হবে কি সেদিন বাছারে হেরিব
আবার নয়ন ভরিয়া॥

(২৭)

নিমাই ! নিমাই ! কাঙ্গালের ধন,
জীবের জীবন তুই রে।
(ওরে) আয় বাপ আয়, একবার ফিরে,
আমার আঁধাব কুটীরে ॥
তোমা বিনে হেরি আঁধার ভুবন,
দিবা রাতি থাকি দুখেতে মগন,
প্রাণ পড়ে আছে তোমার নিকটে,
বল নাই মোর শরীরে।
(আমার) দেহ মাত্র সার প্রাণ গেছে ছাড়ি'
কি আর বলিব বিধিরে।

(২৮)

(ওগো) চিত্রপুত্তলিকা, এদেহ আমার,
দেখে যাও তুমি আসিয়া।
প্রাণ দিয়ে বাপ ! বাচাও তাহারে
মা মা ব'লে তারে ডাকিয়া ॥
জড়বস্তু সম শুষ্ক এ দেহ,
অমিয়া বচনে সরস করহ,
প্রাণদান কর এ মৃত জীবনে,
একবার এস নাচিয়া।
(ওরে) কতদিন আমি, শুনি নাই বাপ,
কথা তোর ভরা অমিয়া ॥

(২৯)

আয় বাপ আয়, কোলে করি তোরে,
জুড়াই তাপিত পরাণি।
(আবার) হরিনাম-সুধা তোব মুখে শুনি
ধন্য হউক ধরণী ॥
নীরব নদীয়া উঠুক জাগিয়া,
কীর্ত্তন-তরঙ্গ উঠুক নাচিয়া,
মধুর নৃত্যে পুলকিত হ'ক,
আবাল বৃদ্ধ রমণী।
আয় বাপ ! আয়, দুখিনীর ধন,
দেখে যা দুখিনী জননী ॥

(৩০)

(ওগো) আমার নিমাই, আসিবে ফিরিয়া,
ডাকিবে আমায় মা ব'লে।
আবার নাচিবে, নয়নরঞ্জন,
পুলকে হেরিবে সকলে ॥
পুন) আসিবে নিমাই এই নদীয়ায়,
নাচিবে গাহিবে এই আঙ্গিনায়,
ভাসিবে নদীয়া প্রেমের তুফানে,
ভকতনয়ন-সলিলে।
(ওগো) বল্ তোরা বল্ হবে কি সে দিন
অভাগী শচীর কপালে ॥

নিমাইসন্ন্যাসী।

---*---

কেহে তুমি উদাসি !

যাও হে কোথা, ছড়ায়ে ভবে,

(তোমার) অপরূপ রূপরাশি ?

পরাণ চোরা চক্ষু দুটি, করুণা তাহে রয়েছে ফুটি,

বিভোর প্রেম-আবেশে ॥

বিধুবদনে বিষাদছায়া, বিদায় দিয়ে দয়ামায়া,

(তুমি) চলেছ কোন্ বিদেশে।

ঘরে কি নাই মা জননী, শুন্‌তে তোমার মধুর বাণী,

নারী নাই ভাল বাসিতে।

কিসের দুঃখে ছেড়েছ বাস, কেন তোমার মন উদাস,

(তোমার) বুক ভাসে আঁখি-বারিতে।

প্রেমিক তুমি বুঝ্‌তে পারি, বিষাদমাখা বদন হেরি,

সলিল আঁখি যুগলে।

আকুল প্রাণে কাহার তরে, দিন যামিনী নয়ন ঝরে,

ওরূপে মত্ত সকলে।

যে দেখে তব বদন-ইন্দু, উথলে তার প্রেমসিন্ধু,

(তোমার) সঙ্গ নারে ছাড়িতে।

প্রেমিকবর ! কে তুমি বল, চল বিদেশি ঘরেতে চল,

(আমি) প’ড়ছি তব পীরিতে।

(২)

শুনিয়াছি তুমি নদীয়ারাজ, তিরপিল প্রাণ হেরিয়া আজ,

তোমার রূপের মাধুরী।

শচীর দুলাল তুমি গৌরাঙ্গ, ত্রিভুবনপতি করিছ রঙ্গ,
বুঝা ভার তব চাতুরী।
জীবশিক্ষা হেতু সেজেছ ভণ্ড, বাঁশির বদলে করঙ্গ দণ্ড,
করেতে ধরেছ শ্রীহরি।
পীত ধড়া নাই পরণে কৌপীন, নাহি ঐশ্বর্য্য এবে দীনহীন,
ত্রিলোকের পতি ভিখারী।
মলিন বদন সদাই কাতর, ভরা যে করুণা রসের সাগর,
(তুমি) কথা নাহি কহ সরমে।
এস হে এস শচীর দুলাল, হরিদাস-প্রাণ ঠাকুর দয়াল,
কৃপা কর প্রভু অধমে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগে

(১)

কোথা চলি গেল আশা।
(তার) পদারবিন্দে, রেখেছিনু প্রাণ,
সাধনা করি ভরসা।
তাই চলি গেল আশা।

(২)

কোথা চলি গেল গোরা।
(আমি) রেখেছিনু তারে, পরম আদরে,
বাঁধিয়া প্রেমের ডোরা।
তাই চলি গেল গোরা।

(৩)

কোথা চলি গেল গৌর।

(আমি) নিশিদিন কাঁদি, তাহারি তরে,

ছিঁড়িয়া প্রেমের ডোর,

তাই চলি গেল গৌর।

(৪)

কোথায় লুকাল চাঁদ।

আমি পথ পানে চাহি, আছি চিরদিন,

হেরিব নদের চাঁদ।

তাই চলি গেল চাঁদ।

(৫)

কোথা গেল গৌরাঙ্গ।

আমি এত ডাকি তারে, ফেরে না'ক সে যে,

হইল স্বপন ভঙ্গ।

চলি গেল গৌরাঙ্গ।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ।

নাথ হে!

জগতের পতি হ'য়ে, যতি ধর্ম্ম আচরিয়ে,

ভিখারীর বেশে তুমি যাইবে কোথায়।

কি দুঃখ তোমার বল, আঁখি কেন ছল ছল,

উদাস পরাণ দেখে বুক ফেটে যায়॥

ত্রিলোকের পতি তুমি, দয়াময় গুণমণি,
কি দুখে কাঁদিছ নাথ! খুলে বল মোরে।
কে তোমারে ব্যথা দিল, এ দাসীরে খুলে বল,
ধরণী যে ভেসে গেল তব আঁখি লোরে ॥
বল নাথ! কথা ক'য়ে, পুরুষ মানুষ হ'য়ে,
অবলা নারীর মত কেন তুমি কাঁদ?
অভাগীর সুখ আশা, পরাণের ভালবাসা,
কাড়িয়া লইতে বুঝি কে পাতিল ফাঁদ ॥
কারো কিছু করি নাই, তবে যে বেদনা পাই,
ইথে বুঝি তুমি নাথ ত্যজিবে আমায়।
তোমার আঁখির জল, আমার যে তুষানল,
বদন মলিন দেখি করি হায় হায় ॥
কথা না কহিলে তুমি, পরাণে যে মরি আমি,
সকলিত জান নাথ! তবু কাঁদ কেন?
আমার নাথের প্রাণে, নিরদয় কোনজনে,
কি লাগি পাষাণ-প্রাণে দিল ব্যথা হেন ॥
সর্ব্বব্যথা-হারী হ'য়ে, এ যাতনা কেন সহে,
কি দুখে পরাণনাথ! হ'য়েছ নিরাশ।
মোরকাছে খুলে বল, মুছাইব আঁখিজল,
প্রাণধন! দিয়ে মোর অঞ্চলের বাস ॥
ওগো তুমি কথা কও, অধিনীর মাথা খাও,
খুলে ব'ল কিবা দুঃখ হৃদয়ে তোমার।
কিছু নাহি বলে গোরা, মা জননী কেঁদে সারা,
দূরে থেকে হরিদাস করে হাহাকার ॥

শ্রীগৌর-সন্ন্যাস।

—o—

(নদীয়া-নাগরীর উক্তি)

(১)

সখি ! আর না হেরব শচী দুলালিয়া।
নটবর বেশ ছেড়ে, করঙ্গ হাতে করে',
সন্ন্যাসীর বেশে গোরা গেল চলিয়া।
কৌপীন পরিধান, মুখখানি ম্রিয়মাণ,
প্রাণ যে ফেটে গেল বেশ হেরিয়া।
সখি ! আর না হেরব শচী দুলালিয়া।

(২)

কেশব ভারতী কাল কি মন্ত্র দিল।
ছাড়ি মাতা অভাগিনী, প্রিয়াবুকে শেল হানি,
সোণার গৌরাঙ্গ-শশী গৃহ ছাড়িল।
নদীয়ার চাঁদ গোরা, আঁধার করিয়া ধরা,
কান্দাইয়া সর্ব্বজন যতি সাজিল।
কেশব ভারতী কাল কিমন্ত্র দিল।

(৩)

তার চাঁচর চিকুর কেবা মুড়ায়ে দিল।
মুণ্ডিত মস্তক দেখি, কি করিয়া প্রাণ রাখি,
দারুণ নিদয় বিধি এ কি করিল।
শচীর জীবন ধন, দিয়া স্নেহ বিসর্জ্জন,
ভিখারীর বেশে এবে কোথা চলিল।
তার চাঁচর চিকুর কেবা মুড়ায়ে দিল।

(৪)

না হেরব ওইরূপ প্রাণ থাকিতে।
আর না হেরিব গোরা, ভুলে যা'ব মনোচোরা,
পাষাণে বাঁধিব হৃদি গোরা ভুলিতে।
মোরা নদীয়া-নাগরী, ওরূপ হেরিতে নারি,
ভিখারীর বেশে গোরা চলে পথেতে।
না হেরব ওইরূপ প্রাণ থাকিতে।

(৫)

গোরা কমণ্ডলু হাতে ক'রে পথে চলেছে।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন, গেহ ছাড়ি কি কারণ,
এ নব বয়সে গোরা যতি সেজেছে।
কি ব'লে বুঝাই তারে, কেহ নাই এ সংসারে,
দুঃখিনীর সুখ আশা সব গিয়েছে।
গোরা কমণ্ডলু হাতে ক'রে পথে চলেছে।

(৬)

আর না হেরব গোরা ভুলিব তাকে।
যে রূপে নাগর-বেশে, চলিত সে হেসে হেসে,
যে দেখেছে সেই রূপ সে কি এ দেখে।
হরিদাস কহে শুন, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন!
ছল ছাড়ি গৃহে এস ; কাজ কি সখে!
অবলা দুখিনী বালা মরে যে দুখে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খেদোক্তি

—*—

(১)

ওহে জগতের নাথ!
জগত তারিতে এসে মোরে ছাড়িলে।
অভাগী পাপিনী বলে দুখে ডারিলে॥
মো সম দুখিনী নাই, তাই হে দিলে না ঠাই,
দুখহারী সুশীতল চরণতলে।
জগতে তারিতে এসে মোরে ছাড়িলে॥

(২)

(আমি) এ দুঃখ কাহারে বলি তা'ত জানিনে।
দিবানিশি জ্বলি তাই হৃদি-দহনে॥
ত্রিজগত-নাথ তুমি, চরণের দাসী আমি,
কি সুখ পাইলে নাথ! ঠেলি চরণে?
এ দুখ কাহারে বলি তা'ত জানি নে॥

(৩

(কেন) দয়ার সাগর সবে বলে তোমারে?
কি দয়া দেখালে প্রভু! বল আমারে॥
বঞ্চিত দরশনে, করিলে দাসীরে কেনে,
কি পাপে এমন তাপ দিলে দাসীরে।
(কেন) দয়ার সাগর সবে বলে তোমারে॥

(৪)

দাসীর কপালে নাথ ! একি লিখিলে।
পদ-সেবা অধিকারে কেন বঞ্চিলে ॥
কি সুখে বাঁচিয়া রবে, পতি-পদ-সেবা-ভাবে,
তোমার চরণ-দাসী, তা কি ভাবিলে ?
দাসীর কপালে নাথ ! একি লিখিলে ॥

(৫)

শান্তিপুরে এসে নাথ ! সবে ডাকিলে।
দরশন দিয়ে তুমি কৃপা করিলে ॥
নিত্যানন্দে নিষেধিলে, দুখিনী পাপিনী ব'লে,
স্থানদিতে অধিনীরে চরণতলে।
শান্তিপুরে এসে নাথ সবে ডাকিলে ॥

(৬)

এ দুখ জীবনে মোর কভু যাবে না।
(তুমি) দেশে এসে এ দাসীরে দেখা দিলে না ॥
না হ'তাম যদি আমি, তোমার রমণী মণি,
দরশন দিতে তুমি ;—একি ছলনা।
এ দুখ জীবনে মোর কভু যাবে না ॥

(৭)

উচ্চপদ দিয়ে তুমি নীচে ফেলিলে।
সে কথা ভাবিয়ে ভাসি আঁখি সলিলে ॥
কি করি জীবন ধরি, বল বল গৌরহরি,
কি দোষে দাসীরে তুমি পদে ঠেলিলে ?
উচ্চপদ দিয়ে নাথ ! নীচে ফেলিলে ॥

(৮)

দেখে যাও গুণমণি! হেথা আসিয়া।
রাজরাণী ভিখারিণী সে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
(সুধু) কাঁদাতে রাখিলে তারে, দুখভরা এ সংসারে,
দুখ দিলে মনোসাধে হৃদি ভরিয়া।
দেবী-দুখে কেঁদে মরে হরিদাসিয়া॥

৯ পদাবলী।

কিছু কিছু পদ লিখি,
যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা।

নরহরি পাবে সুখ,
ঘুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থ গানে, দরবিবে শিলা॥

পদসমুদ্র।

পদাবলী।

—*—

শ্রীগৌরাঙ্গের আখুটি।

—*—

কান্দে নিমাই শচীমার কোরে বসিয়া।
চান্দ নিব চান্দ নিব বলে কান্দিয়া॥
অথির কান্দিয়া পঁহু কছু নাহি মানে।
আশোয়াসে শচীমাতা মধুর বচনে॥
আনি দিব চান্দ কিন্তু ধরি নিবি তুঞি।
বড়ই চতুর চান্দ ধরই না দেই॥
পঁহু কহে আনি দেহ মু ধরিব তাহে।
আধা আধা ভাবে গোরা ইহ মাকে কহে॥
তুরিতই শচীমাতা পাণি লেই থারে।
চান্দ বান্ধিলেন মাই মোর পঁহু তরে॥
চান্দ পেখি চিত চোর হই আগুয়ান।
কোর হ'তে ঝম্প দেই হসিত বয়ান॥
ধরিবারে চান্দ যব জলে হাত দেই।
না ধরিতে পারে তাহে খণ্ড খণ্ড হোই॥
গর গর রাগে পুন ধরিবারে ধায়।
খল খল হাসি মাই কোরেতে উঠায়॥

রাগ অভিমানে পঁহু নত করু আঁখি।
উনমতি শচী মাই সে রূপ নিরখি॥
ধূনতই দুই ওঠ আঁখি ছল ছল।
না হেরিনু মু অধম রূপ ঢল ঢল॥
ভনয়ে হরিদাস পাপী নরাধম।
অদৃষ্টের দোখ্ ইহ পূরব করম॥

---

(২)

শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা।

রাগ ধানসী।

পঁহু মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর। সর্ব্ব অঙ্গ প্রেমে গর গর॥
ঢর ঢর আঁখি যুগে চায়। নিতি নব রঙ্গে চলি যায়॥
ভাবে গদ গদ ভাষে বোলি। ঢুলু ঢুলু আঁখি পথে চলি॥
আধ মুচকি হাসি অধরে। নিজ জন ডাকে সব নিয়ড়ে॥
বাহু তুলি হরি ব'লে নাচে। হেরি রূপ গড়া যেন ছাঁচে॥
বাল মুরতি গোরা-অবতার। আগুসরে সুরধনী ধার॥
উজোরই নদীয়া নগরী। চলু মোর পঁহু ধীরি ধীরি॥
সিনান করিতে গঙ্গা-নীরে। হেরই কত নাগরী তারে॥
বিয়াকুল নিরখিয়া রূপ। মদন মোহন রস-কূপ॥
ফিরাতে আঁখি নারে নাগরী। চলু ঘর কৈছন বিচারি॥
জলকেলি করু গৌর রায়। কুলি দেই নাগরী গায়॥

অবগাই যব তীরে উঠি। পূজাক নৈবেদ্যে দেই দিঠি ॥
কছু ভোজন কছু ছিরকত। কছু দেই নিজ জন হাত ॥
কভু নারী-বসন লোফত। বদল করু পুরুখ সাথ ॥
কভু চলু পঁহু পাছু নাগরী। বলু তোহে মুই বিভা করি ॥
তোহর ফুল মাল দেই গল। পূজ মোরে মুই বনমাল ॥
নাগরী কহে বলি দিব আই। শুনি পঁহু উঠি চলু ধাই ॥
ইহ মত খেলে পঁহু রঙ্গে। পুন শ্রীকৃষ্ণ উয়ল বঙ্গে ॥
ধিক্ না জনমিনু হেনকালে। না হেরনু মু শচী-দুলালে ॥
এ করম ফের কহে হরিদাস। মু নরাধম না মিটল আশ ॥

---

(৩)

শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ।

রাগ—ধানসী।

জয় জয় পঁহু প্রাণ-গোরা। মদন মোহন চিত-চোরা ॥
অমল কমল আঁখি দুটী। প্রেমে মাখা সকরুণ দিঠি ॥
গদ গদ ভাষে হরি বোলে। মধু বরিষণে জগ ভোলে ॥
মুকুতা নিন্দি দশন পাঁতি। জগ-মোহন বদন-ভাতি ॥
কত রঙ্গে চলিছে নাচিয়া। জগ ভরি বরখি অমিয়া ॥
ধুরি মাখা অঙ্গ আঁখে লোরা। নাচে মোর পঁহু ভাবে ভোরা ॥
চলিতে অধীর না চলু পা। থর থর থর কাঁপয়ে গা ॥
কি ভাবে বিভোর পঁহু মোর। ঝুরয়ে কত যে আঁখি-লোর ॥

কি হেতু কান্দ শচী বালা। এ নব বয়সে কিসেরি জ্বালা॥
মন দুখ ফুকরি না কহ। মু অধম কি বুঝব ইহ॥
ভণয়ে অকিঞ্চন হরিদাস। এ জনমে না মিটল আশ॥

---

(৪)

শ্রীগৌর-নৃত্য।

রাগ—বিভাস।

নাচত গৌর কিশোর। হে দয়াল পঁহু মোর॥
দুটী বাহু তুলি বল। হরি বোল হরি বোল॥
চরণে নূপুর-ধ্বনি। রুণু ঝুনু কিঙ্কিণী
পরণে ও পীত ধটি। ধুরি মাথা ছুটা ছুটী॥
ডারি দেই ভালি ভালি। গল দেশে ফুল মালি॥
রসময় চিত চোরা। আঁখি কোলে বহে লোরা।
কষিত কাঞ্চন রং। মরি মরি কিবা ঢং॥
জগ-জন মোহনিয়া। নাচে শচী দুলালিয়া॥
আঙ্গিনা উজোর করি। শচী মার হাত ধরি॥
কত ভাবে হয়ে ভোর। নাচে মোর গৌর কিশোর॥
এ দাস না জনমিল। হেন পঁহু না হেরিল॥
না ভেটল দাস হরি। ওরূপ নয়ন ভরি॥

(৫)

শ্রীগৌর-জন্ম।

———০———

সাধক-শিরোমণি পঁহু অদ্বৈত চাঁদ।
আনিল ভবধামে গোরা প্রেম ফাঁদ॥
হুঙ্কারিল অতি ঘন টুটল আসন।
জীব দুখ নিবারিতে পঁহু আগমন॥
শচী-গর্ভ-সিন্ধু-মাঝে উদয়ল ইন্দু।
নবদ্বীপ ধামে উথলিল রসসিন্ধু॥
জগন্নাথ মিশ্র পিতা পরম উদার।
পাওল পুত্রবর ত্রিভুবন সার॥
শুক্ল পূর্ণিমা তিথি আনন্দ রঙ্গে।
সঙ্কীর্ত্তন মাঝে পঁহু উয়ল বঙ্গে॥
উজোরি শচী গেহ রূপ পরকাশে।
ভেটল জগ-জন পরম উল্লাসে॥
জয় জয় হরিধ্বনি জগ ভরি ভেল।
দেব দেবী সবে মিলে দরশনে গেল॥
বিয়াকুল নরনারী হেরইতে চরণ।
জয় মঙ্গল গানে ভরল ভুবন॥
কিবা ফুল ফুটয়ল শচীমার গরভে।
দশ দিশি ভরইল কু
করে মঙ্গল আরতি শঙ্খ ঘণ্টা বাজে
সাজল ধরণী পুন নব নব সাজে॥

অলখিতে দেব দেবী পেখি নব রূপ।
ভাবে উন্মত উছলয় রস-কূপ॥
কি আনন্দ আজু নদীয়া নগরে।
সার অবতার ইহ গৌর-অবতারে॥
ভণয়ে হরিদাস কুমতি নরাধম।
হেনকালে অভাগার না ভেল জনম॥

---

(৬)

শ্রীগৌরাঙ্গের যোগ।

পঁহু মোর গৌরকিশোর। আজু কি ভাবে বিভোর॥
আঁখি ছুটি ঝর ঝর। কাঁপে অঙ্গ থর থর॥
বিনত আননে চাহে। ছুনয়নে ধারা বহে॥
বিয়াকুল নিজ জন। না বুঝল কি সাধন॥
বসি গঙ্গা গরভে। সাধয়ে পঁহু নীরবে॥
অধিক উদাস মন। বহে শ্বাস ঘনে ঘন॥
কার লাগি কেবা জানে। কি শেল বা বুকে হানে॥
কি ভাবে বিভোর গোরা। পঁহু মোর চিতচোরা॥
কেহ না বুঝিতে পারে। কি মহিমা আঁখিলোরে॥
ত্রিভুবনপতি গোরা। কার প্রেমে জ্ঞান হারা॥
আচরিছে কিবা যোগ। ছাড়ি দেহসুখভোগ॥
মু অধম হরিদাস। কি বুঝব যোগাভাস॥

(৭)

অভিমান।

(শ্রীগৌরের প্রতি)

ঢুঁড়ত ঢুঁড়ত ফিরি। পুছি যত বনচারী॥
বৈঠহি নদীকিনারে। ফুকারি শচী দুলারে॥
কাহা মেরা শচীবালা। ভরা বুক দুখজ্বালা॥
ফুকারি ফুকারি কান্দি। আশোয়াসে বুক বান্ধি॥
গোরানাম জপমালা। গোরারূপে হৃদি আলা॥
গোরাচরণ ধেয়ান। মু অধম অগেয়ান॥
না পা'নু তবু করুণা। না পূরল মনবাসনা॥
আর না রচব গান। না করব তোরা নাম॥
না খেলব রতিরঙ্গে। না বোলব তোর সঙ্গে॥
আর না ঢুঁড়ব তোয়। দরশন নাহি দিলি মোয়॥
দীঘল নিশি জাগিয়া। নয়নলোরে ভাসিয়া॥
দুখ সহি গুরু ভার। হিয়া দগদগি সার॥
কা হেতু তেয়াগি সব। তু লাগি প্রেম করব॥
রাগ অভিমান করু। হরিদাস চলু ফিরু॥
ফিরে চলু তবু চাই। যদি গৌরকৃপা পাই॥

---

(৮)

শ্রীগৌর-প্রেম।

গৌরচন্দ্র পদযুগ ধরই। জনম জনম দুখ সহই॥
বিয়াকুল হৃদি দুখভারে। তিতল মেদিনী আঁখিধারে॥
কাতর কণ্ঠে ফুকারি গোরা। গৌরহরি মোর চিতচোরা॥
শুনইতে মোর দুখকাহিনী। শুভদিনে ধরলু লেখনী॥
রচয়লু নব নবগীতি। গোরাবিরহ পরম পীরিতি॥
মধু হতে মধু গোরাচরিত। গৌরগুণগান ছন্দ ললিত॥
গৌরাঙ্গ নামে অমিয়া উছলে। প্রেমরসধার হৃদয়ে উথলে॥
ভকতবৃন্দ কর অবধান। সকল কণ্ঠে গাও গৌরনাম॥
হরিদাস নরাধম অতি। বঞ্চিত ভেল গোরা পারিতি॥

(৯)

নদীয়ার চাঁদ।

আজু নয়ন হেরল নদীয়ার চান্দ।
জগ-জন-মনোহারী পীরিতের ফান্দ॥
নয়ন না তিরপিল অনিমিষে পেখি।
না মিটিল রূপতৃষা বদন নিরখি॥
ইন্দীবর আঁখি দুটি করে ছল ছল।
জগমনমোহনিয়া রূপ ঢল ঢল॥

ভাবে মাতোয়ারা পহুঁ খেলে নানারঙ্গে।
ইতি উতি চাহে কভু মুগধ ভ্রূভঙ্গে॥
রূপ হেরি যত নারী ভেল অগেয়ান।
চলু ঘরে মনে করি রূপের ধেয়ান।
হেন অপরূপ রূপ না ভেটল নয়ন।
রূপের সায়রে ডুবি আন চান মন॥
মন নাহি থির বান্ধে চট্‌ফট্‌ প্রাণ।
কতক্ষণে হেরি গোরার বিধুবয়ান॥
ভনে দাস হরিদাস রূপের কাঙ্গাল।
হেরইতে গোরারূপ আশ চিরকাল॥

---

(১০)

মাতৃকোলে শিশুগৌরাঙ্গ।

শচী কোরে খেলই বাল গৌরচন্দ্র।
রূপমাধুরী হেরি ভৈ গেলু ধন্ধ॥
জগজনমোহন মধুরিম ভাব।
খেলই পহুঁ মোর বালস্বভাব॥
পদযুগ ধরই শচী মাই বক্ষে।
বদন নিরখই অনমিখ চক্ষে॥
আগোরি স্তনযুগ দুই হাত দেই।
মনসুখে স্তনদুগ্ধ পান করই॥

উছলি বদন বহই সুধাধার।
উথলে শচীর প্রেম-পারাবার॥
কভু ঝাঁপই বদন অঞ্চল-কোণে।
খেলই রতিরঙ্গে পুলকিত মনে॥
সহজই সুন্দর কনককান্তিময়।
বাল-গোপাল-বেশে গৌর খেলয়॥
নদীয়াবাসীর নাই আনন্দ ওর।
বাল-গৌরাঙ্গ-রূপে ভেল বিভোর॥
দরশ পরশ তৃষা তিরপিত ভেল।
গৌর ভগবান্ শুভদিন দেল॥
অধম না জনমিল হেন শুভকালে।
হেনরূপ দরশন না লিখল ভালে॥
ভনয়ে হরিদাস রোয়ই রোয়ই।
গৌরভক্তবৃন্দ পদযুগ ধবই॥

---

(১১)

নিবেদন।

শুন প্রাণবল্লভ গৌর। তুঁহি মেরা চিতচোর॥
ও নবজলধর অঙ্গে। কতরূপ পেখি হাম রঙ্গে॥
ওবিধুবদন-সরোজে। মোর মনভৃঙ্গ বিরাজে॥
অমিয়া মাখা মৃদু বচনে। সুধাধারা ঢালে পরাণে॥
ওচারু নয়ানে নীরধারা। যব পেখি হোই দিশেহারা॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি যব রোয়ই। রূপ নেহারি বিয়াকুল হোই ॥
চাঁদবদনে যব হাসই। প্রেমানন্দে মু ভাসই ॥
তুলিয়ে দু'বাহু যব নাচই। পরমানন্দে তুয়া গুণ গায়ই ॥
ওচারু চরণ যব পেখই। প্রেম হরিষে উনমতি হোই ॥
সকরুণ দিঠে যব চাহ। লুটাই চরণ তলে এ দেহ ॥
মঝুমন মাতল তুয়ানামে। না মিটল আশ নামগানে ॥
ভণয়ে হরিদাস ভজনগীতি। বিষম ফাঁদ গৌর-পীরিতি ॥

---

(১২)

বিষাদ-গীতি।

গৌর হেরব মনে বড় সাধ। বিহি তাহে সাধল বাদ ॥
তৈখনে জনম না ভেল। মোর পঁহু যব জনমিল ॥
হেন সুমধুর গৌরলীলা। দরশ সুখে বঞ্চিত ভেলা ॥
গৌরলীলা মধু নিরমল। পশুপাখী সবে পিয়ল ॥
বৃক্ষ তৃণ ভেল পরমানন্দ। হেরি বদন গৌরচন্দ্র ॥
গৌরপরশসুখ পাওল। মু অধম সুধু বঞ্চিত ভেল ॥
অপরূপরূপে সবে ভেল ধন্ধ। গৌরচন্দ্র পঁহু আনন্দকন্দ ॥
জগজ্জননী শ্রীশচীমাই। জনম জনম তেঁহ গুণ গাই।
গৌরচন্দ্র মোর চিতচোরা। পঁহু মোর বরবপু গোরা ॥
গৌররূপ করি ধেয়ান। হরিদাস হোয় অগেয়ান ॥

---

(১৩)

সুখস্বপ্ন !

—•—

আজু নয়ন হেরল নিমাইচান্দে।
পড়ি গেনু মু বিষম ফান্দে॥
স্বপনে উয়ল মোর চিতচোর।
পঞ্চম বরষ শিশু বাল গৌর॥
আনন্দকন্দ রূপ হেরল নয়ান।
বিজুরি চমকি যেন উজল পরাণ॥
ধাঁধল নয়ন মোর কছু নাহি হেরি।
না হেরি পরাণ চোর ডাকি বেরি বেরি॥
ঢুঁড়ত ফিরত ঘর যদি বা লুকায়ে।
ফুকারি ফুকারি কান্দি যদি বা বোলয়ে॥
মিলল দরশন মনে নাহি পাতিয়াই।
দোর খুলি মু অধম পথপানে ধাই॥
পেয়ে ধন খোয়ায়লু মু বড় অভাগা।
বুকে মোর বড় আজু বাজল দাগা॥
নয়ন আঁধায়লু নিশিদিন কান্দি।
ন বুঝলু গৌর হরির এ কোন ফন্দি॥
ভণয়ে হরিদাস স্বপনবৃত্তান্ত।
রোয়ই রোয়ই মন করি শান্ত॥

———

(১৪)

শ্রীগৌর-দর্শন।

সজনি! হের আওত গোয়ারায়।
আজানুলম্বিত ভুজ কাঞ্চনকায়॥
সুবলিত তনু সুন্দর শচীবালা।
কম্বুকণ্ঠে শোভে মালতীমালা।
হেরত কিবা বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গ।
রূপ হেরি সখি! দহল অনঙ্গ॥
নাচত গায়ত নটবর রঙ্গে।
ধায়ত সুরধুনী নিজ-জন-সঙ্গে॥
পদনখরে শোভে চান্দকিমালা।
কো বিধি নিরমিল এ শচীবালা॥
নয়ন ভরি হের এরূপ অপরূপ।
চিতচোরা গোরা রসরাজ রসকূপ।
কহে হরিদাস ওলো নদীয়ানাগরী।
তুয়া কৃপাবলে হেরব গৌরহরি॥

(১৫)

শ্রীনিত্যানন্দের যুগলরূপ-দর্শন।

নয়ন হেরল আজ যুগলরূপ।
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ রসকূপ॥

বৈঠহি দুঁহু জন রতিরসরঙ্গে।
ভাসাওল ভুবন প্রেম-তরঙ্গে॥
প্রিয়া বদন হেরি পঁহু মোর হাসে।
প্রেমকথা কহে গদ গদ ভাষে॥
গৌর-অঙ্গ পরশ-সুখে ভোর।
লছমি বিরাজে নারায়ণ কোর॥
শচী-গেহে রাই কানু মধুর বিলাস।
হেরয়ে নিত্যানন্দ যুগল পরকাশ॥
ভাবে বিভোর তনু প্রেমিক বিহ্বল।
পুলকাশ্রু ধারা আঁখে হাসে খল খল॥
আনন্দে নাচে নিতাই শচী-আঙ্গিনায়।
প্রেমতরঙ্গে আজু নদে ভেসে যায়॥
অঙ্গবসন খসি পড়ল ভূতল।
তৈখনে পঁহু আসি দরশন দেল॥
নিজবসন ঝাঁপি নিতায়ের অঙ্গে।
কতহি বোলয়ে পঁহু প্রেম পর-সঙ্গে॥
পীরিতের আদর ইহ বসন যৌতুক।
অন্তরালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেখয়ে কৌতুক॥
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল মূরতি।
ভনয়ে হরিদাস পাতকী কুমতি॥

—— ——

(১৬)

জন্মদিনে।

—*—

আজু গৌর-গৌবিন্দ জনম অভিষেক।
ভকতবৃন্দ সব নয়ন ভরি দেখ॥

সেই শুভ লগন, পূর্ণিমা গ্রহণ,
গৌরমঙ্গলগান, জগভরি গাইছে।

আওয়ে নদীয়াপতি, অধম পতিতগতি,
কোটী কোটী নতি, পদে সবে করিছে॥

আওয়ে শচীনন্দন, গদাধর জীবন,
বিষ্ণুপ্রিয়াধন, আও চলি আওয়ে।

আনন্দ ঘনরূপ, প্রেম ভকতিকূপ,
নবদ্বীপ ভূপ, হরি বোলে নাচিয়ে॥

নদীয়াপুরন্দর, কলিদুষ্কৃতিহর,
প্রভু বিশ্বম্ভর, পুন উয়ল বঙ্গে।

আও শচী দুললিয়া, সহ বিষ্ণুপ্রিয়া,
হেমকান্তি লৈয়া, ভকতগণ সঙ্গে॥

যুগলরূপ হেরি, হে প্রাণ গৌরহরি,
তাপিত হৃদয়েরি, জুড়ায়ব জ্বালা।

যুগল চরণেতে, চন্দন গন্ধেতে,
সবে মিলে মন সাধে, পিনায়ব মালা॥

ভণয়ে হরিদাস, সাধল বিধি-বাদ,
না পূরল মনসাধ, করম অতি মন্দ।

কেঁদে প্রাণ গেল রে, জনম না ভেল রে,
যবে জনমিল রে, পঁহু গৌরচন্দ্র॥

১০। গীতাবলী।

"গাওরে গৌরাঙ্গ গুণ গাও।
গাহিয়া দেখ কেমন জুড়াও॥"

পদকল্পতরু।

গীতাবলী।

—*—

ঝিঁঝিট একতালা।

ভজ রে মন গৌরচন্দ্র জগন্নাথ নন্দনং।
শচীসুত প্রেমসিন্ধু ভক্ত-মনোরঞ্জনং॥

গৌরবর্ণ ধূলিধূসর, ক্ষীণ কটি হৃদয় প্রসর,
বন্দে পদ নারীনর, প্রেমময়-লোচনং।
সদা নৃত্য পদে নূপুর, প্রেমপূর্ণ লীলাচতুর,
সদানন্দ বচন মধুর, দীনজন-তারণং।
দীননাথ, দীনশরণ, রসসাগর, শমন-দমন,
বিশ্বম্ভর, সনাতন, দুঃখ-তাপ-হারণং।
মহাপ্রভু প্রেমধাম, শ্রুতিমধুর হরিনাম,
করহ গৌর পূর্ণকাম, দেহি তব চরণং।
জ্যোতির্ম্ময় নিমাই সুন্দর, সঙ্গে ভক্ত গদাধর,
বিশ্বরূপ সহোদর, দিব্য মাল্য ধারণং।
নবদ্বীপ অবতার, শ্রীচৈতন্য প্রেমাধার,
শ্রীগৌরাঙ্গ নাম যাঁ'র, বন্দে হরিচরণং।

(২)

বাউলের সুর।

গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা হওরে মোর মন।
ভবের ভয়, রবে নারে, পাবি প্রেমধন ॥

বলরে মন গৌর-নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
গৌরহরি, ভবের তরি, শমন দমন।
সকল জ্বালা দূরে যাবে, গৌর এসে দেখা দিবে,
ডাকলে তারে, নামটী ধরে, করিয়ে যতন।
নেচে নেচে বাহুতুলে, আস্‌বে গোরা হেলে দুলে,
আদর ক'রে, কোলে নেবে, বলি' প্রাণধন!
যেচে যেচে প্রেম বিলাতে, বেড়ায় ঘুরে নদের পথে,
জীবের দুখে, ধূলি মাখে, ঝরে দু'নয়ন।
অন্তরঙ্গ ভক্ত সাথে, গোলোক হ'তে প্রেম বিলাতে,
এসেছে সে, নদীয়াতে, ব্রহ্ম সনাতন।
(ও ভোলা মন) চিন্‌তে তারে, পারলি নারে,
ভুলে মায়ার ভবঘোরে,
বৃথা কাজে, উদর ভজে, কাটালি জীবন।
কয় হরিদাস দু'হাত জুড়ি, ভজরে মন গৌরহরি,
শচীর দুলাল, ব্রহ্ম গোপাল, অনাথ শরণ ॥

(৩)

ভবের পারে তোরা কে যাবিরে আয়।
গৌরনামে, ভাসায়ে তরি, বদনে বলে' গৌর-হরি,

ভব-সাগর তরবি যদি, আয় রে সব পাপী তাপী,
সময় বয়ে যায়।
কীর্ত্তন-রস-সুবাতাসে, গৌর প্রেমের তরি ভাসে,
হরি নামের পাল তুলে দে, ভক্তির হাল ধরেছে যে,
স্বয়ং গোরারায়॥
নাবিক তার নিত্যানন্দ, আরোহী সব পাপিবৃন্দ,
চল্‌ছে তরি মন্দ মন্দ, পবনে বহে পদ্মগন্ধ,
ভক্ত ভ্রমরা ধায়।
গৌর গৌর বলে ডাকি, আয় রে ও অধম নারকী,
পায়ের কড়ি দিবিরে ফাঁকি, তর্‌বি সবাই ভাবনা কি?
পড়্‌লে গোরা পায়॥
সঙ্গে করে নিয়ে যা মোরে, ডোবে হরি ভব-সাগরে,
ভবার্ণবের নাবিক হেরে, জড়িয়ে তার চরণে ধরে,
উঠ্‌বো গিয়ে নায়॥

(৪)

মন আমার কেঁদ না রে আর, (কর) গৌর-নামসার।
যে নামেতে যাবি তরে, ভব-সাগর অকাতরে,
শমন-ভয় রবে নারে, (গৌর) এম্‌নি অবতার।
গৌর নামের ডঙ্কা মেরে, যেথা সেথা চলে যা রে,
ভবের সেই পারাবারে, গৌর কর্ণ-ধার।
ডাক্ দেখি মন গৌর বলে, অনুরাগে পরাণ খুলে,
(গৌর) নেবে তোরে কোলে তুলে, (তোর) ঘুচবে দুখের ভার।
দুখের নিশি হবে ভোর, সুখের দিন আসবে তোর,
গৌর-প্রেমে হয়ে ভোর, যাবি ভবের পার।

কয় হরিদাস হেসে হেসে, ভবার্ণবে ভেসে ভেসে,
(তুই) কূলকিনারা পাবি শেষে, (কর্‌লে) গৌর-নাম সার ॥

(৫)

খাম্বাজ—একতালা।

ওহে গৌর গৌরাঙ্গ, কর হে সঙ্গ, হৃদয় ভঙ্গ অধমে।
মরিনু আমি যে কাঁদিয়া।
চিত চঞ্চল, ভয়বিহ্বল,
মত্ত হৃদয়ে নৃত্য করিয়ে, ডাকি হে।
(আমি) দাঁড়ায়ে দ্বারে হৃদয়কন্দরে এস হে।
মধুর হাসি হাসিয়া, প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া.
মধুর নৃত্যে জাগায়ে ভুবন, তৃপ্ত করিয়ে প্রাণ মন,
এস হে গৌর, সাধনধন, মরিনু আমি যে কাঁদিয়া।
তুমি মম হৃদিরঞ্জন, গৌর হরি শচীনন্দন,
অতৃপ্ত নয়নে, আকুল পরাণে,
চেয়ে চরণ প্রান্ত, প্রাণকান্ত! কাঁদি হে।
পরাণসখা, একবার হৃদয়-মন্দিরে এস হে।
মরিনু আমি যে কাঁদিয়া।
(কেবল) আশা চরণ-অমিয়া।

(৬)

আমি আকুলি বিকুলি ডাকি যে তোমায় গৌর হে!
নিশিদিন বহি হৃদে বড়ই ভীষণ বিরহে।

শয়নে স্বপনে নেহারি তোমারে,
পা দু'খানি ধরি হৃদয়-মাঝারে,
হৃদয়ের ধন গৌরবরণ এস হে।
আর দারুণ দুরূহ বিরহ-বেদনা না সহে।
আমি করুণা-ভিখারী দাও পদধূলী এ দেহে।
(আমি) আপনার ভাবে আপনি বিভোর,
নিশিদিন ডাকি নাম শ্রীগৌর,
করুণা করিয়ে হৃদয়-মন্দিরে বস হে।
আমি আকুলি বিকুলি ডাকি যে তোমায়।
গৌর হে!

(৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

গৌরচন্দ্র রাখ চরণে।
শচী-নন্দন ভজন-ধন বিশ্বদেব হে ॥
পাপ-তাপ দুঃখ নাশন, বিশ্বরূপ শান্তি-সদন,
দয়াময় দীন তারণ, বিশ্বম্ভর, অভয় চরণ.
দীননাথ দীনবন্ধু হে।
ভক্ত-হৃদয়ে বসতি তব প্রেমসিন্ধু হে ॥
কোটীইন্দু চরণ-যুগল, আঁখিদ্বয় নীলোৎপল,
লীলাময় প্রেম-কুশল, চরণে নুপূর কর্ণে কুণ্ডল,
এস এস হৃদয় ভবনে।
করিব পূজা, হৃদয় রাজা বসা'য়ে আসনে ॥

এস এস নাথ হৃদয় বল্লভ, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমাধব,
শ্রীচৈতন্য শ্রীকেশব, নিরখিরূপ নিত্যনব,
শূন্য হৃদয় তব বিহনে
রাখ সখা পদপ্রান্তে পতিত অধমে ॥
নৃত্যপ্রিয় প্রেমসিন্ধু, করুণাময় ভকত বন্ধু,
জগন্নাথ জগত বন্ধু, বিতর সুধা করুণাবিন্দু,
এ তৃষিত দগ্ধ পরাণে।
চিরদাস হরিদাস বন্দে চরণে ॥

---

(৮)

খেমটা।

হৃদে আমার, গৌর প্রেমের, তুফান উঠেছে।
প্রেম তরঙ্গ, রঙ্গে ভঙ্গে, নেচে চলে'ছে ॥
কুলের বাঁধ, সকল সাধ, ভাসিয়া গিয়েছে।
সাগর পানে, প্রেমের টানে, পরাণ ছুটেছে।
মিলিতে গোরা, পরাণ চোরা, হৃদয় কাঁদিছে।
সরব অঙ্গ, চূর্ণ ভঙ্গ, আঘাত লেগেছে ॥
ঝঞ্ঝাবাতে, আঘাত চোটে, সরম ভেঙ্গেছে।
প্রেমের তরি, গৌর হরি, আমায় ডেকেছে।
ভয় কি হরির, চরণ তরির, নাগাল পেয়েছে ॥

---

(৯)

(আমি) লাগ পেয়েছি, গৌর ধনের, পিছন ছাড়ি নে।
পালিয়ে গেলে, তাড়িয়ে ধরি, তরাস জানি নে।
যেথায় সে যায়, পিছনে ছুটি, গহন কাননে।
সাগর-মাঝে, খুঁজি গো তাঁরে, না ডরি তুফানে।
অনলে ঝাঁপি, সে থাকে যদি, লুকায়ে সেখানে।
ছায়ার মত, ছুটিয়া বেড়াই, বিশ্বভুবনে।
তাড়িয়ে দিলে, যাই না ফিরে, ধরেছি চরণে।
বিঘ্ন বাধা, মান্‌বো নারে, জীবনে মরণে।
অধম পাপী, পামর আমি, সাধন জানি নে॥

---

(১০)

মনে মোর বড় আকিঞ্চন।
বুকে ধরি গৌররতন॥

ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি, মধ্যে ঘন-আবরণ।
কত অন্তরায়, পেতে গোরারায়, বৃথা মোর নিবেদন।
বুক ভেসে যায়, নয়ন ধারায়, অন্ধ হ'ল দু' নয়ন।
দেশে দেশে ফিরি, দ্বারে দ্বারে ঘুরি, হ'য়ে আছি অচেতন।
কোথা নাহি পাই, প্রাণের নিমাই, দরিদ্রের হারা-ধন।
মনেতে বিচারি, নদীয়াবিহারী, দিবে নাক' দরশন।
তবে কেন আর, বহি দেহভার, বৃথা সাধি আজীবন।
পুন ভাবি আমি, শচীর বাছনি, দয়ানিধি ভগবন।

যে তাঁহারে চায়, সেই তাঁ'রে পায়, তিনি পতিতপাবন।
দয়ার সাগর, রসিকনাগর, আমার সাধনধন।
যে তাঁরে ডেকেছে, সে তাঁরে পেয়েছে, কিছু নাহি প্রবঞ্চন।
ডাকিলে কাতরে, পা'ব আমি তাঁরে, জেনেছি তা বিলক্ষণ ॥

—o—

(১১)

গৌর হে !

মনে মনে তোমায়, কত যে ভালবাসি,
তাহা আমি বলিব কি আর।
(যদি) দেখাবার হ'ত, দেখায়ে দিতাম,
হৃদি খুলে ওহে প্রাণাধার। ধ্রু।
যেখানে সেখানে থাকি, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকি,
সুখ পাই হৃদয়ে অপার।
যে কাজে সে কাজে যাই, শুনি আমি হে নিমাই,
(তব) কণ্ঠস্বর পূত সুধাধার।
দু'নয়নে যাহা দেখি, তব তত্ত্ব তাতে শিখি,
ভক্তিভরে করি নমস্কার।
রূপ তব ভালবাসি, মুখে সদা দেখি হাসি,
(মোর) উচ্ছ্বলিত হৃদি পারাবার।
আনন্দ না ধরে বুকে, নাম গেয়ে মন-সুখে,
দূর করি হৃদয়বিকার।
হে গৌরাঙ্গ বালশশি ! বস হৃদে দিবা নিশি,
করি আমি নাম পরচার ॥

(১২)

মন মজিল আমার গৌর-প্রেমে।
প্রাণ মাতিল আমার নামগানে ॥
কেন হেন হ'ল, হৃদয় চঞ্চল,
কেন মাতিল হৃদি মধুর তানে।
কোথা হ'তে এল, এ ভাব বিহ্বল,
কেন নাচি গাই ফুল্ল প্রাণে।
সকলি তাঁহারি, কৃপা প্রেমবারি,
মঙ্গলময়ে ডাক প্রাণ মনে।
ডাক প্রাণধনে, শ্রীশচীনন্দনে,
পদতলে পড়ি লুটাও ভূমে ॥

---

(১৩)

ভৈরবী যৎ।

গৌর হে!
বড় আশায় এসেছি।
ভক্তিভেলা জড়িয়ে ধরে প্রেমপাথারে ভেসেছি।
নাহিক মোর পারের কড়ি,
ভবসাগর কিসে তরি,
হাবু ডুবু খেয়ে মরি, সাহসে বুক বেঁধেছি।
কর'না নিরাশ গৌর হে,
এ যন্ত্রণা আর না সহে,

তব তরে দীননাথ! নিশি দিন কেঁদেছি।
বড় সাধ হৃদে আমার,
দেখ্‌বো আমার প্রাণাধার,
পুজ্‌বো পদ কোকনদ ঐ পদ সার জেনেছি।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি,
দীন হীন মূঢ় আমি,
দয়াকর দয়াময়! আমি হারাধনে চিনেছি।

---

(১৪)

ঝিঁঝিট-একতালা।

গৌর হে!
তুমি করুণাধার প্রেম বিতর
দুখী দীন জন কাতরে।
করুণা তোমার দীন জন প্রতি
কোলে লহ তারে আদরে।
যে ডাকে তোমারে যেখানে সেখানে
হও হে প্রকাশ গৌরাঙ্গ!
প্রীতি তোমার প্রেম ধরমে
কর পতিত-অধম-সঙ্গ।
তুমি নদীয়াধিপতি দেব!
তুমিই শ্রীকৃষ্ণ কেশব!

তব চরণরেণু দাও মোর শিরে
ঘুচে যাক্ ভবযন্ত্রণা।
চিত চঞ্চল বড় হৃদয় কাতর
পূর্ণ কর মোর কামনা।
নিশি দিন ডাকি যথা তথা গাহি
নাম তব রসসাগর।
শয়নে স্বপনে জাগরণে কিবা
হেরি রূপ রসনাগর।
এস হে গৌরাঙ্গ এস রসরাজ
বস মোর হৃদি মাঝারে।
আসন পেতেছি মনের মতন
পূজিব তোমায় আদরে।

---

(১৫)

ভৈরবী-একতালা।

ওহে ভকত-হৃদি-বিহারী
ওহে গৌর গৌরাঙ্গ কেশব মনোহারী।
বৃন্দাবনধন মুরারী।
প্রেমপরিপ্লুত চারু মুখমণ্ডল,
প্রেমনিলয় তব চরণকমল,
ত্রিলোকপূজ্য বালক চঞ্চল,
তুমি গোবিন্দ গিরিধারী।

প্রেমানন্দ তনু দেহ ধূলিধূসর,
সদাস্মিত মুখ আজানুলম্বিত কর,
স্বভাবসুন্দর লীলাময় নৃত্যপর,
পরমাত্মা পরম পুরুষ হরি।

চির দৈন্য জগত-মঙ্গল চৈতন্য,
ভকত-দুখ-কাতর করুণা দীন জন্য,
বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বর নিমাই নাম অন্য,
ডাকে তোমায় সকল নরনারী।

---

(১৬)

কীর্ত্তনের সুর।

বড় আদরের ধন নিমাই! তুমি হে আমারি কাছে।
তোমারি চরণে চিরদিনই প্রাণ মন পড়িয়া আছে॥
পলকে প্রলয় হেরি, না দেখি চরণতরি,
ব'সে থাকি নিরবধি তোমারি কাছে।
দিছি প্রাণ, দিছি মন, ওহে প্রাণধন! তোমারি পদে।
নাহি আশা ভালবাসা, গৌর হে আমার দগধ হৃদে।
যা' কিছু' আমার বলি, চরণে দিয়াছি তুলি,
ছুটিয়াছে প্রাণ মন তোমারি পাছে।

---

(১৭)

কীর্ত্তনের সুর।

গৌর হে !

জীবন সফল হবে তোমারে পাইয়ে।
(তাই) প্রাণভরে ডাকি তোমা দু'বাহু তুলিয়ে ॥
(আমার) হৃদয় ব্যাকুল হয় চরণ তরে।
(তাই) ফুকারি ফুকারি কাঁদি পরাণভরে ॥
আকুল মন মম ব্যাকুলিত হিয়ে।
কোথাও না যাব আমি তোমারে ছাড়িয়ে।
নিশি দিন কাঁদি আমি ধারা নয়নে।
কাতরে ডাকি তোমা রাখ চরণে ॥
জীবন যায় যেন তব নাম গেয়ে।
ধেয়ান থাকে যেন তব পদছায়ে ॥
পরাণের মাঝে মোর আশা ছুটেছে।
অবশ হৃদি মোর জেগে উঠেছে ॥
(গৌর হে) প্রাণ ভরি ডাকি তোমা দেখা দিবে না।
(আমি) শয়নে স্বপনে করি নাম রচনা।
প্রাণ গৌর হে আমার হৃদে এস না।
চিরদাস হরিদাসে কর করুণা।

(১৮)

কানাড়া

গৌরচরণে ধরি ধূলায় লুটাব আমি,
দিবস নিশি।
নেচে নেচে গান গাই হেরি বদনে তা'র
মধুর হাসি।
দুটী আঁখি ছল ছল, বহে ধারা অবিরল,
কান্দে গোরা শচীমার কোলেতে বসি।
কেহ নিবারিতে নারে একি ছলনা।
ত্রিভুবনপতি করে কি যে সাধনা।
ফুকারি ফুকারি কাঁদে, বাঁধিয়াছে প্রেমফাঁদে,
প্রাণের ভকত সব নদীয়াবাসী।
গৌরচরণে ধরি ধূলায় লুটাব আমি
দিবস নিশি!

---

(১৯)

মিশ্র সুরট—একতালা।

এস হে এস! সুন্দর শচীনন্দন,
মধুর অধরে হাস।
ভুবনমোহন রূপে জ্যোতি পরকাশ।
এস মঙ্গলময় ভকতপ্রিয়
পূর্ণ কর অভিলাষ।
এস হে এস!

এস বিশ্বম্ভর নিমাই সুন্দর
হৃদয়েরি তম নাশ।
এস হে এস!
আমি আসন পাতিয়া রয়েছি বসিয়া,
চরণে তোমারি আশ।
এস হে এস!
বড় বিচলিত হিয়া প্রাণ ভরিয়া
শুনিব মধুর ভাষ।
দিব অঞ্জলি পদে চরণপ্রসাদে
ছুটিবে প্রেমোচ্ছ্বাস।
এস হে এস!
ধরি চরণপ্রান্ত প্রাণকান্ত!
উদ্ধার হরিদাস।
এস হে এস!

---

(২০)

খট্—একতালা।

আমার হৃদয়মন্দিরে এস হে! গৌর গৌরাঙ্গ!
করুণা করিয়ে ছুটাও হৃদয়ে তব লীলাপ্রেম-তরঙ্গ॥
এস চঞ্চল বালকবেশে,
এস সুমধুর হাসি হেসে,
বসি আমার হৃদয়াকাশে
(গৌর হে) কর লীলা, কর রঙ্গ।

তব চরণযুগল সম্বল,
তব রূপ মাধুরী নির্ম্মল,
এস বাল মূরতি চঞ্চল
চরণ বন্দে হরিদাস।
গৌর হে! তুমি প্রেমসিন্ধু,
তুমি প্রেমময় দীনবন্ধু,
বিতর মোরে করুণাবিন্দু,
(কর’না হে) সুখের স্বপনভঙ্গ।

---

(২১)

গৌর হে।

তোমার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া
চির দিন যেন থাকি হে!
তোমার মহিমা তোমার গরিমা
নিশি দিন যেন গাহি হে!
তব পদারবিন্দ পরশে—
লভি স্বরগের অমিয়া।
সাজে নিতুই নূতন সাজে
(তব) চরণের রেণু মাখিয়া।
যায় দুঃখ জ্বালা বাসনা কামনা
(তব) চন্দ্রবদন দর্শনে।
প্রাণে ঢালে হে! অমিয়া ধারা
তব পদরেণু স্পর্শনে।

সর্ব্ব স্থানে আছ তুমি বিশ্বময়
পাই না আমি যে খুঁজিয়া।
অধমে কর হে! করুণা প্রকাশ
মরিনু আমি যে কাঁদিয়া।
তোমার চরণ, মাথায় ধরিয়া
কত দেশ আমি ঘুরি হে!
তোমার বিরহ বিষম বেদনা
জনে জনে আমি কহি হে!

—০—

(২২)

ওহে গৌর হরি! দাসে দয়া করি
রাখহে! চরণতলে।
এসে এ সংসারে, মরি ঘূরে ঘূরে
জীবন গেল যে বিফলে।
বৃথা কাজে দিন গেল দয়াময়!
না ভজিনু তব নাম রসময়॥
যে সাজা পেয়েছি মরমে বুঝেছি
পাপের করমফলে।
শিক্ষা দিয়েছ, পথ দেখায়েছ,
চরণে ঠেল না ফেলে।
গৌর হে! সকলি তোমারি দয়া।
এ সব সকলি ভবের মায়া॥

বুঝিয়া বুঝি না শুনিয়া শুনি না
তাই সদা মরি জ্বলে।
করি হায় হায় কিশের আশায়
জীবন গেল যে বিফলে।

—

(২৩)

নয়ন-আনন্দকর গৌরাঙ্গ আমার।
সাধনারসার তুমি প্রেমের আধার।
কি দিয়া পূজিব তব রাঙ্গা পদ হে মাধব
দীন আমি তুমি দেব! করুণাসাগর।
জানি মাত্র দয়াময়! তব নাম রসময়
হরিদাস ডাকে তাই তোমা বারম্বার।
জীবনসর্ব্বস্ব ধন তুমি সারাৎসার॥

—

(২৪)

তোরা বলে দে আমায়।
কাহা মেরা প্রাণধন গৌর রসময়।
ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি ফিরত তেয়াগি অহরত
ধাই মন তারি পাছু পেখন না হয়।

রোই রোই বুক ফাটি পিয়াসে জান ছুটি
না পানু দরশন কাঁহা গোরারায়।
ঢুঁড়ত ফিরত রোই অবিরত
কাহা মেরা মন চোরা গৌর রসময়।
তোরা বলে দে আমায়॥

(২৫)

বেহাগ।

এস হে গৌর বরণ!
আসন পেতেছি হৃদে, ধর্‌বো ব'লে ঐ পদে,
ভক্তিপুষ্প দিয়ে আমি পূজিব চরণ।
দাও নাথ! পদ-তরি, তুমি হে ভবকাণ্ডারী,
জগতের পতি তুমি, (ওহে) বিপদ-বারণ।
প্রেম বিলাও অকাতরে, পূজা লহ ঘরে ঘরে
বল সবে গৌর হরে দুঃখ-নিবারণ।
একবার দাও দেখা, প্রেমময় প্রাণসখা,
ঘুচে যাক্ মন-ব্যথা, (হেরি) রাঙ্গা চরণ।
বিতর করুণাবারি, হরি বলে হরি হরি,
প্রেমসিন্ধু গৌরহরি পতিতপাবন।
তার হে অধম দাসে, হতভাগ্য হরিদাসে,
সদা আঁখিনীরে ভাসি, লয়েছি শরণ।

(২৬)

এস হে গৌর এস ! হৃদয়-মাঝারে তোমা জপি যে।
ব'সায়ে তোমা হৃদাসনে,
পূজিব ফুল চন্দনে,
মন সাধে হেরিব তব রাতুল পদপঙ্কজে।
মত্ত আমার মনভৃঙ্গ,
না ছাড়িব তব সঙ্গ,
হেরিব নয়ন ভরি তব বদন সরোজে।
ডাক্‌বো বলি নাথ হে,
নাচ্‌বো বলি গৌর হে,
ধর্‌বো ওই রাঙ্গা চরণ দগধ হৃদয়-মাঝে।
এস হে গৌর এস ! হৃদয় মাঝারে তোমা জপি যে।

———

(২৭)

(শ্রীশচীদেবীর উক্তি)

নিতাই ধর ধর।
গোরার সোণার অঙ্গ কাঁপে থর থর।
যেন ভূমে না লুটায় অঙ্গ, থেক সদা তুমি তার সঙ্গ,
পড়ে গেলে সে যে ব্যথা পাবে কোমল অঙ্গে
অতি গুরুতর।
নিতাই ধর ধর।

বাছা যে পড়িছে আছাড়ি, মা হয়ে কি সহিতে পারি
কীর্ত্তন কর বন্ধ হ'ল যে নিশি ভোর,
নিমাই এখনও ভাবে বিভোর,
নিতাই ধর ধর।
তোরা থাকিতে এত সঙ্গী, বাছার হাত পা গেল ভাঙ্গি,
সারা নিশি জাগি হ'ল অচেতন
নিতাই ধর ধর।
গোরার সোণার অঙ্গ কাঁপে থর থর।

---

(২৮)

পতিত-পাবন তরাও গৌর।
জগাই তরা'লে, মাধাই তরা'লে,
আর কত জন পাতকী ঘোর।
পাপী নরাধম, নারকী চরম,
প্রেমভক্তি কিছু নাহি মোর।
অতি দীন হীন, ভকতি-বিহীন,
সম্বলমাত্র নয়ন-লোর।
পতিতপাবন তরাও গৌর।

---

(২৯)

আহা মরি! কি মধুর গোরানাম।
এ দু'টী আখর, রসের সাগর,
সুধামাখা রসধাম।
হরি হরি! এনাম কে বা শুনাইবে গো। ধ্রু।

নামে এত মধু, না জানি সে বঁধু,
কেমন পীরিতি ঠাম।
হরি হরি। কে বা মোরে দেখাইবে গো।
নাম স্মরিলে, পরাণ উথলে,
ভুলে যাই সব কাম।
হরি হরি ! কবে বা এনামে রুচি হবে গো।
এ নাম সত্য, জগত অনিত্য,
প্রপঞ্চ এ ধরাধাম।
তাই বলি ভাই, ডাক রে সবাই,
গৌর বলে অবিরাম।
কি মধুর গোরানাম।

---

(৩০)

শ্রীগৌর গৌরাঙ্গ বলে ডাক্ দেখি মন একটি বার।
ডাক্‌লে তাঁরে, যাবি তরে ভবসিন্ধু পারাবার।
এই নামে হয়, প্রেম-উদয় নাম ব্রহ্মরসাগার।
নামের গুণে, পাপীর মনে সংসারে হয় বিকার।
গৌর হরির, চরণ-তরির ভরসা কররে সার।
(ঐ) চরণ ভিন্ন, সব নগণ্য, ছায়ামাত্র এ সংসারে।
(ঐ) চরণ আশে, পথের পাশে, বসে থাকি, নিরন্তর।
সে যে দীনশরণ, শচীনন্দন, পাপিত্রাতা বিশ্বম্ভর।

১১। গৌর-প্রেমোচ্ছ্বাস।

——*——

আমার ভজন হ'ল সারা,

আমার সাধন হ'ল সারা ॥

গৌরের কান্তা আমি,

কান্ত আমার গোরা ॥

নরহরি।

————

শ্রীগৌর-আবাহন।

—*—
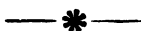
এস নদীয়ানাগর! গৌর-সুন্দর, চিত-প্রাণ-মন-হারী।
এস গৌরচন্দ্র, ভুবনবন্দ্য! রাধাভাব-কান্তিধারী॥
এস হেমবরণ! প্রাণরমণ! নটনর্ত্তনকারী।
এস নদীয়া-ইন্দু! দীনের বন্ধু! পাপী-তাপী ত্রাণকারী॥
এস শচীনন্দন! জগবন্দন! গুপুতকুঞ্জবিহারী।
এস অদোষ-দরশি! নদীয়ার শশি! অপরূপরূপধারী॥
এস জগত-বন্ধু! করুণাসিন্ধু! সংকীর্ত্তনপরচারী।
এস রসিকনাগর! শচীর কোঙর! ভব-ভয়-দুঃখহারী॥
এস কৃষ্ণস্বরূপ! প্রেম-রস কূপ! ভকতিব্রজবিহারী।
এস বরনটেন্দ্র! গৌরচন্দ্র! নবদ্বীপবনয়ারী॥
এস প্রাণবল্লভ! বিষ্ণুপ্রিয়াধব! মুনি-মন-চিত-হারী।
এস শ্রীগৌরাঙ্গ! প্রিয়ার সঙ্গ, যুগল মূরতিধারী॥
তব রূপে মুগ্ধ, বিরহে দগ্ধ, হরিদাস দুরাচারী।

———

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ

—*—

কি মধু আছে যে ওই চরণেতে,
কি যে মাদকতা চরণরেণুতে,
কে বা বলে' দিবে অধম পতিতে,
কার কাছে আমি যাই।

মনভৃঙ্গ মোর হ'য়েছে পাগল,
দরশনে অই চরণ-যুগল,
মনপ্রাণহারী রাতা শতদল,
তুলনা যাহার নাই॥

চরণের শোভা কত মধুরিমা,
চরণরেণুর কত বা মহিমা,
অষ্টসিদ্ধি যত অণিমা লঘিমা,
(ওই) পদে গড়াগড়ি যায়।

মানসে উদিলে ও চরণ-শোভা,
হৃদয়ে ফুটয়ে গোলোকের বিভা,
কোটী ভাগ্য-বলে চরণের সেবা,
ভাগ্যবান্ জীবে পায়॥

জগত জুড়িয়া চরণপ্রসাদ,
দুখী তাপীদের ঘুচায় বিষাদ,
(অই) চরণ স্মরিলে যায় অবসাদ,
দূর হয় জ্বালা, তাপ।

যে করে গৌরচরণ আশ্রয়,
তার নাহি হয় শমনের ভয়,
গৌর আমার বড় দয়াময়,
ঘুচান সর্ব্বপাপ॥

(অই) চরণের রেণু পাইবার তরে,
শিববিরিঞ্চি আরাধনা করে,
সবে মিলে বল "জয় গৌরহরে!"
"জয় বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ!"

চরণের তলে নিজনে বসিয়া,
কাঁদিয়া মরিবে দিবস রাতিয়া,
চরণের দাসী এ হরিদাসিয়া,
(ঐ চরণে) করে কোটী প্রণিপাত ॥

প্রেমাশ্রু ।

—※—

ওগো, তুমি—
ছুটিয়া এস, নয়নকোণে, প্রেমের পুলকে ।
বক্ষ বাহি, ধরায় পড়, আঁখির পলকে ॥
তুমি না এলে, হয় না প্রেম, গৌর নামেতে ।
তাইতে কাঁদি, জনমাবধি, তোমায় ধরিতে ॥
তোমার তরে, হৃদয়ভরে, রেখেছি পীরিতি ।
ডাকলে তুমি, আস না কেন, এ তব কি রীতি ॥
দুঃখে পড়, শোকের তাপে, ডাকলে তোমারে ।
ব্যথার ব্যথী, হয়ে যে আস, বিপুল আকারে ॥
প্রেমের তরে, আদর ক'রে, ডাকলে আস না ।
(তুমি) গৌরনামে, গৌর গানে, সুখ কি পাও না ?
দুঃখে তুমি, গলাও হৃদি, আকুল রোদনে ।
পাষাণ প্রাণে, ছুটাও ধারা, ঝরাও নয়নে ॥
(তুমি) আসল কাজে, লুকিয়ে থাক, কপট মায়াবী ।
কপট মায়া, বিস্তারিয়ে, রেখেছ পৃথিবী ॥

(জীবের) হৃদয়-তলে, নিবাস তব, নয়নে প্রকাশ।
(তুমি) স্বরূপরূপে, জগতে কর, প্রেমের বিকাশ॥
চিন্‌তে তোমা, পারে জীবে, (তুমি) ভজন-সম্বল।
নয়নকোণে, দরশ দিয়ে, কর গো! মঙ্গল॥
(ওগো) ছুটিয়া এস, ডাক্‌চি তোমা, প্রাণের আবেগে।
পরাণ ভরি, কাঁদ্‌বে হরি, গৌর-বিরহে॥

পুলক।

—✱—

এস কদম্বকেশরি! পুলকসুন্দরি! ভকতপরাণবঁধুয়া।
তুমি অশ্রুজননী, প্রেমিকা রমণী, পরাণে বরষ অমিয়া॥
পরাণ-ভিজানা, অশ্রু আসে না, জননী আগে না আঁসিলে।
এস মায়ে পুতে, এ মোর দেহেতে, ভাসাও আনন্দসলিলে॥
পরশে তোমার, ছুটে আঁখিধার, হৃদি উঠে প্রেমে মাতিয়া।
সাত্ত্বিক বিকার, হয় পরচার, পরাণ উঠে যে নাচিয়া॥
গৌর প্রেমের, আকুল তুফানে, যে যায় ভাসিতে ভাসিতে।
সাথী হ'য়ে তুমি, সঙ্গে থাকহ, তাহারে চেতন করিতে॥
নারীর হৃদয়, করুণায় ভরা তাই তুমি হয়ে কাতরা।
বিরহবিধুর, গৌরভক্তের, দেহকে করিহ অজরা॥
অজর অমর গৌর ভকত, দেহ তুমি যার পরশ।
(সে) গোলোকের ধন, পুলকানন্দ, সম্ভোগে লক্ষ বরষ॥
ভকতিসূত্র, জননীপুত্র! এস এস দোঁহে মিলিয়া।
মাগিছে সঙ্গ, কপাল ভঙ্গ, অবোধিনী হরিদাসিয়া॥

প্রার্থনা।

—❋—

গৌর হে!

তোমার চরণ, করিয়ে স্মরণ, তোমারি নাম গাই হে!
তোমারি নামে, তোমারি ধ্যানে, কত সুখ আমি পাই হে॥
সে সুখ—
কারে বা জানাব, কারে বা বুঝাব, হেন জন নাহি পাই।
মনের হরিষে, দিবসরজনী, তব নাম আমি গাই॥
ডুবে যাই আমি, সুখের সাগরে, (গৌর হে!) এ সুখের নাহি ওর।
কোথা দিয়ে যেন, দীর্ঘ পৌষের, নিশি হ'য়ে যায় ভোর॥
শ্রম নাহি জ্ঞান, মান অপমান, সম্পদে নাহি রুচি।
নাই সদাচার, পূজার ব্যাপার, তবু ভাবি আমি শুচি॥
তোমার নামের, মহিমাকাহিনী, কত সুধা লীলা-গানে।
করুণা করিয়ে, তুমিই আমার, বলে দেছ কাণে কাণে॥
ত্রিজগতে কেহ, নাই আপনার, জানি শুধু তব নাম।
নামের ভিতরে, দেখিহে তোমায়, গৌরহরি রসধাম॥
তুমিই আমার, সরবস ধন, নিজ জন গৌরদাস।
গৌরগরবে, গরবিণী আমি, কিছু নাহি অভিলাষ॥
ভরসা কেবল, চরণ দু'খানি মুখের একটী কথা।
শুনাবে না তুমি? প্রাণরমণ! ঘুচাবে না মন-ব্যথা?
বড় সাধ করে, ডাকি হে তোমায়, গৌরগোবিন্দ ব'লে।
যুগলরূপের, মাধুরি হেরি হে! তিলে তিলে পলে পলে॥
হৃদয়-আসনে, যুগলে বস হে, বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে।
করুণা করিয়া, পাদ পরশ, হরিদাসিয়ার মাথে॥

অভিমানে।

গৌর হে!

(১)

কেন কর জ্বালাতন?
একে জ্বলে মরি, বিরহে তোমারি,
নয়নের বারি, নয়নে নিবারি,
বহিতেছি এ জীবন।
মৃতের উপর, হানি তরবার,
দয়াময়! তুমি, কি কর বিচার!
একি তব আচরণ?
(গৌর হে!) কেন কর জ্বালাতন?

(২)

(আমি) কি দোষ করেছি পায়?
হৃদয় কাতর, আঁখি ঝর ঝর,
মনে পাই ব্যথা, নিশি দিন বৃথা,
বাজে কাজে চলে' যায়॥
না পাই সময়, ডাকিতে তোমায়,
শত কাজে ফিরি, ঘুরে ঘুরে মরি,
বুভুক্ষু কুকুর প্রায়।
(আমি) কি দোষ করেছি পায়?

(৩)

(গৌর হে !) কেন তুমি সাধ বাদ ?

নিশিদিন মোরে, সংসারের ঘোরে,
অকাজে কুকাজে, বিলাসীর সাজে,
ভুলায়ে রাখিতে সাধ ।
কামিনী-কাঞ্চন, গেহ-পরিজন,
ভজি অনুক্ষণ, ভুলিয়ে চরণ,
এ বড় বিসম্বাদ ।
কেন তুমি সাধ বাদ ?

(৪)

(গৌর হে !) কেন নিরদয় তুমি ।

(আমার) বাসনা মনের, বারতা দুখের,
হৃদয়বেদনা, কি অনুশোচনা,
জানহ অন্তরযামি !
তবে কর কেন, জ্বালাতন হেন ?
রেখেছ ভুলায়ে, কি জানি কি দিয়ে,
প্রাণে মরে গেনু আমি ।
কেন নিরদয় তুমি ॥

(৫)

(গৌর হে !) কি ক'রে ভজিব তোমা ?

বৃথা গণ্ডগোলে, দিন যায় চলে,
না পাই সময়, ভজিতে তোমায়,
এ বুঝি তোমার মানা ॥

(তুমি) নাহি চাও যদি, কাঁদি নিরবধি,
কাটাবে জীবন ; হে দীনতারণ !
হরিদাসী দীনা হীনা।
(গৌর হে !) কি ক'রে ভজিবে তোমা ॥

দুঃখে।

—*—

গৌর হে !

(১)

(আমায়) কেন দিলে এত কাজ ?
কুকাজে মজিয়ে, তোমারে ভুলিয়ে,
পাই আমি বড় লাজ ॥
এমন কুমতি, পাইবে না কতি,
নিখিল জগতমাঝ।
ভজিতে চরণ, দিতে নারি মন,
(আমি) সেজেছি কপট সাজ।
(আমায়) কেন দিলে এত কাজ ?

(২)

গৌর হে !
(দিলে) কি পাপে এমন সাজা ?
পতিতপাবন ! দীনতারণ !
ওহে নদীয়ার রাজা !

(আমার) বৃথা দিন গেল, সাধনা না হ'ল,
(তুমি) বসিয়া দেখিছ মজা।
চরণে ধরিয়া, ডাকিলে কান্দিয়া,
বল তুমি মোরে 'যা' 'যা' ॥
(দিলে) কি পাপে এমন সাজা?

(৩)

(ওহে!) পতিতপাবনকারি!
চরণে দলিয়া, ফেলিবে ঠেলিয়া,
এ কেমন বাহাদুরী ॥
এ কাজ তোমার, নহে প্রেমাধার!
কেন কর জুয়াচুরী।
পতিতের পিতা, তুমি গো বিধাতা.
নদীয়ার গৌরহরি।
(তুমি যে) পতিতপাবনকারী ॥

(৪)

(তুমি) ভুলাতে নারিবে মোরে।
দাও যত কাজ, মার মাথে বাজ,
ডার হে বিষয়-ঘোরে ॥
(তবু) ভুলিব না পদ, ভবসম্পদ,
ডাকিব আঁখির লোরে।
কাজের মাঝারে, হৃদয় ভিতরে,
হেরি যে হৃদয়চোরে ॥
(তুমি) ভুলাতে নারিবে মোরে

(৫)

(আমায়) বাজে কাজে ভুলায়ো না।
গেছে মোর দিন, এবে তনু ক্ষীণ,
দিও না অধিক যাতনা॥
যে কদিন বাঁচি, থাকে যেন রুচি,
করিতে তোমার সাধনা।
হরিদাস-চিত, ব্যাকুল সতত,
কাঁদিতে প্রেমের কাঁদনা॥

ধামাপরাধে।

—*—

গৌর হে !

তোমার চরণে, কিবা অপরাধ, করিয়াছি, আমি জানিনে।
দিনান্তে দু'বার, পরাণ খুলিয়া, ডাকিতে তোমায় পারিনে॥
কত কথা বলি, কত কাজ করি, কত ভাব মনে উপজে।
ভব-মদিরায়, মাতোয়ারা হ'য়ে, কত সুখ পায় মন যে॥
নিশিদিন ভজি, কামিনীকাঞ্চন, ডুবে থাকি আমি বিলাসে।
কি মহাপাপেতে, ফেলিয়া রেখেছ, চিরদিন মোরে প্রবাসে।
ও চারু চরণ, চিন্তা করিতে, (তোমার) মধুময় নাম গাহিতে।
সময় মিলে না, একি এ যাতনা, সাধ হয় মোর মরিতে॥
ধাম-অপরাধে, অপরাধী আমি, তাড়ায়ে দিয়েছ তাই হে।
ভকতসঙ্গ, ছিঁড়িয়া লয়েছ, ডারিয়াছ ঘোর বিরহে॥

এত সাজা কেন, আশ্রিত দাসে, দিতেছ ? নদীয়া-নাটুয়া !
অদোষদরশী, লোকে বলে তোমা, গিয়াছ কি তাহা ভুলিয়া ॥
শত অপরাধী, তোমার চরণে, মুঞিত অধম অকৃতী ।
তুমি ত দয়াল, গুণের নিধিয়া, নদীয়ার গোরা শ্রীপতি ॥
করম আমাব, অপরাধ করা, তোমার ধরম ক্ষমা ।
চরণে লুটিয়া, মাগিতেছি তাই, দিবে কি না দিবে বল না ।
একটি কথার, আশায় রেখেছে, দুখের জীবন, দুখিয়া ।
যতদিন তুমি, খুলে না বলিবে, ছাড়িবে না হরিদাসিয়া ॥

গৌর-চরণে প্রার্থনা ।

গৌর হে ! অপরাধী বলে' দাও পদে দলে'
মার শিরে লাথি, পড়ে' পড়ে' কাঁদি',
(ঐ) চরণ তবুও ছাড়িব না ।
(ঐ) চরণের তলে, বসিয়া বিরলে,
ভিজাইব মাটী নয়নের জলে,
কাহাকেও কিছু বলিব না ॥
মনে মনে ক'ব, কিসে যোগ্য হ'ব,
(মুঞি) চরণের রেণু চরণে মিশাব,
পদ হ'তে দূরে থাকিব না ।
'দূর' 'দুব' করে', তাড়াইয়া দিলে,
পদতল হ'তে, যাইব না চলে',
মারিলেও আমি মরিব না ॥

তোমার চরণে, জীবনে মরণে,
চিরবাস মোরে, জেন' তুমি গৌর!
দূরে যেতে মোরে বলিও না।
ত্রিলোকের সুখ, মনে ভাবি দুখ,
জগত সংসার, ভাবি আমি ছার,
(তব) চরণের ছায়া ছাড়িব না॥
(ঐ) চরণের তল, বড় সুশীতল,
সবজ্বালা যায়, যায় হায় হায়,
পদরজ দিতে ভুলিও না।
হরিদাসিয়ার, জীবনের সার,
পদপাখালন, চরণসেবন,
বঞ্চিত তা'তে করিও না॥

কে তিনি ?

কি জানি কি খেনে, এ মরু-পরাণে, কে সিঞ্চিল নীর-ধারা।
কোথা হ'তে আসি, হৃদি'পরে বসি, কে করিল মাতোয়ারা॥
অলখিতে দেখি, প্রেমে ভরা আঁখি, বদন মাধুরীময়।
না চাহিতে দিয়া, চরণ অমিয়া, হাসিলেন দয়াময়॥
সে মধুর হাসি, সে করুণারাশি, ভাসিতেছে আঁখি পরে।
কে সেই রতন, প্রাণরমণ, ডাকিতেছে প্রেমভরে॥

আদরের ডাক্, মধুমাখা বাক্, শুনিতেছি নিরন্তর।
নদীয়াবিহারী, সেই গৌরহরি, শচীসুত বিশ্বম্ভর॥
কি দয়া তাঁহার, কি বলিব আর, দয়ারসাগর তিনি।
অযাচিত হৈয়া, পদতরী দিয়া, লইলেন মোরে কিনি॥
(তিনি) নিতুই আসিয়া, করুণা করিয়া, দিতেছেন কত আশা।
(ইহার) কিছুই বুঝে না, কিছুই জানে না, হরিদাস কর্ম্মনাশা॥

গৌর-বিরহোচ্ছ্বাস।

গৌর হে!

তোমার বিরহ, বড়ই অসহ, তুমিই করহে শান্ত।
তুমি বিনে আর, কে আছে আমার, তুমি হে পরাণকান্ত॥
তোমার বদন, তোমার নয়ন, তোমারি মাধুরী কান্তি।
মানসে ভাবিয়া, স্বপনে হেরিয়া, পাই আমি হৃদে শান্তি॥
ও চারু চরণ, করিয়ে স্মরণ, ভুলে যাই আমি বিশ্ব।
ও সুধাবচনে, ছুটে যে পরাণে, অমিয়ধারার উৎস॥
শুনিতে শুনিতে, পারি না থাকিতে, প্রাণ হয়ে উঠে মত্ত।
ব্যাকুল হৃদয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, ভাবি হে তোমারি তত্ত্ব॥
চকিতে আসিয়া, রূপ ঝলসিয়া, কর তুমি আঁখি অন্ধ।
দেখি দেখি করি, দেখিতে না পারি, হয়ে যাই আমি ধন্ধ॥
বলি বলি করি, বলিতে না পারি, হয়ে যায় স্বরভঙ্গ।
অধিনীর সনে, বসিয়া নির্জনে, একি হে তোমার রঙ্গ॥

শুনি শুনি করি, শুনিতে না পারি, প্রেমকথা এক বর্ণ।
প্রাণ কেঁদে উঠে, আঁখিধারা ছুটে, বধির হয় যে কর্ণ॥
তুমি মম নাথ, ল'য়ে মোরে সাথ, কর হে যাতনা শান্তি।
এ হরিদাসিয়া, তোমারি রসিয়া, কর না'ক মনে ভ্রান্তি॥

শ্রীগৌরনাম-সাধন।

গৌর হে!

তোমার চরণ, করিয়ে স্মরণ,
গাই অনুক্ষণ, তোমারি নাম।
তোমার কৃপায়, দূর হ'য়ে যায়,
আপদ্ বালাই, বাসনা কাম॥
মধু তব নাম, সর্ব্বসিদ্ধিকাম,
গাই অবিরাম, মনের সুখে।
মুরতি তোমার, প্রেমের আধার,
হেরি বারম্বার, ধরিয়া বুকে॥
রসময় লীলা, নদীয়ার খেলা,
মম জপমালা, ধারণা ধ্যান।
প্রেম ভকতি, প্রণয়ের রীতি,
ভকতপ্রীতি, গরিষ্ঠ জ্ঞান॥
জানি না সাধনা, তব নাম বিনা,
পূজা উপাসনা, কিছুই নাই।
তব লীলা-কথা, নদের বারতা,
গাই আমি তথা, যেখানে যাই॥

শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া(র) দুঃখে ভাসিয়া,
তামারে লইয়া, নদীয়া যাব।
যুগলে বসা'য়ে, বিনায়ে বিনায়ে,
গীত-অমিয়া, সুছাঁদে গা'ব ॥
(ওহে) নদে'র নিমাই! আসিয়াছি তাই,
চরণেতে ঠাঁই, দিবে না কি হে?
হরিদাসিয়ার, হৃদয় আঁধার,
পাপে অনিবার, পরাণ দহে ॥

প্রভুর রথাগ্রে নৃত্য।

এস করিয়া নৃত্য, ত্রিকাল সত্য, কীর্ত্তন-রণ-বীর।
দেখুক্ বিশ্ব, মধুর আস্য, ঝর ঝর আঁখি-নীর ॥
রথের অগ্রে, কত না চক্রে, ভকতমণ্ডলী-মাঝে।
প্রেমোন্মত্ত, মধুর নৃত্য, মোহন নাটুয়া-সাজে ॥
বাজে মৃদঙ্গ, কি বা সে রঙ্গ, নয়নের অভিরাম।
ভকতবৃন্দে, প্রেমানন্দে, গায় সবে নামগান ॥
পুলককম্প, লম্ফ ঝম্প, চূর্ণ সরব অঙ্গ।
শ্রীগৌরাঙ্গ, করেন রঙ্গ, প্রতাপরুদ্র-সঙ্গ ॥
বক্রেশ্বর, সার্ব্বভৌম, গদাধর হরিদাস।
মিলিয়া সঙ্গে, করেন রঙ্গে, কীর্ত্তন পরকাশ ॥
কোটী চক্ষু, হ'য়ে বুভুক্ষু, হেরিছে বদনচন্দ্র।
লোকারণ্য, নিমেষশূন্য, মত্ত ভকতবৃন্দ ॥

নব নটেন্দ্র, গৌর-চন্দ্র, কীর্ত্তন-রণ-শ্রান্ত।
বক্রেশ্বর, ধরিয়া কর, করিছেন তাঁয় শান্ত॥
চরণ-প্রান্তে, লুটায়ে কান্দে, হরিদাস প্রেমভরে।
স্বেদসিক্ত, পূত-হস্ত, প্রভু দেন শিরোপরে॥
চিরানুরক্ত, গদাই ভক্ত, বক্ষে ধরিয়া প্রভুরে।
ওষ্ঠবিম্বে, দিলেন চুম্বে, মধু বরষিল মধুরে॥
কি ভাবতত্ত্ব, কি প্রেমে মত্ত, জানে গদাধর গৌর।
রসের পুষ্টি, এ প্রেম সৃষ্টি, রথেতে চিত্ত-চৌর॥
ললিতছন্দে, ভকত কান্দে, প্রেমানন্দে সবে ভোরা।
মহা-পাষণ্ডী, বাঁধন ছিণ্ডি, প্রেমে হ'ল মাতোয়ারা॥
(তোমার) চরণ-প্রান্তে, পড়িয়া কান্দে, প্রেমহীন হরিদাস।
(ওহে) করুণাসিন্ধু! একটী বিন্দু, কর প্রেম পরকাশ॥

শিবরাত্রি।

(হে) বিশ্বেশ্বর, বিশ্বম্ভর, শিব শিব জয়! জয়।
কোথা গেলে পাব, নদীয়ামাধব, বল বল দয়াময়!
আজি শুভ দিনে, তোমার চরণে, কোটী কোটী পরণাম।
শিখাও আমারে, দৃঢ় কেশে ধ'রে, গাহিতে গৌরনাম॥
এই ভিক্ষা চাই, আমি তব ঠাঁই, ওহে কৈলাসের নাথ!
গৌরাঙ্গ বলিয়ে, সকল ত্যজিয়ে, করি যেন প্রাণপাত॥
মঙ্গলময়, তুমি অনাময়, চিরমঙ্গল গাও।
পাই যা'তে আমি, পরাণের স্বামী, সেই বর তুমি দাও॥

তুমি হে মহেশ, গোরা নিখিলেশ. সব জান তুমি তাঁর।
গৌর-বিরহ, শান্ত করহ, কিছু নাহি চাহি আর ॥
শিবরাত্রিগানে, তোমারে আহ্বানে, বিরহিণী হরিদাসী।
ভো শঙ্কর! হৃদি তাপহর, কৃপাকণা পরকাশি ॥

———

১২। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণু-প্রিয়া-ভজনগীতি।

———*———

যুগল মিলনে সদা যে জনার আশ।
তাঁর যেন হই মুঞি জন্মে জন্মে দাস॥

বংশী-শিক্ষা।

কলিহত-জীবের প্রতি।

—❋—

তোদের লাগিয়া, সোণার গৌরাঙ্গ, যতি-বেশে বাহিরিল।
তোদের কারণে, বিষাদিত মনে, গৃহসুখ তেয়াগিল॥
বৃদ্ধা জননী, নবীনা ঘরণী, সোণার সে সংসার।
তোদের জ্বালায়, শচীদুলালিয়া, করিল রে ছারখার॥
(মধুর) হরিনাম যদি, লইতিস্ তোরা, এ কাজ কভু না হ'ত।
নদীয়া ছাড়িয়া, কৌপীন পরিয়া, কভু নাহি গোরা যে'ত॥
সোণার সংসারে, আগুণ জ্বালিয়া, কাঁদাইয়া নিজ জন।
চলে গেল দুখে, গৃহ তেয়াগিয়া, দয়াময় ভগবন্॥
চিনিলি না মূঢ়! শচীর দুলাল, কলিকাল-অবতার।
নদীয়ার লীলা, বুঝিলি না তোরা, নরাধম দুরাচার।
যদি সে গৌর, যতি না সাজিয়া, করিত নদীয়া-লীলা।
ওরে রে মূঢ়!
ভাগ্যে তোদের, দরশন হ'ত, কত না প্রেমের খেলা॥
দেখিতিস্ তোরা, সোণার কমল, বিষ্ণুপ্রিয়ার ছেলে।
গৌরের কোলে, গৌর-বালক, কিবা অপরূপ খেলে॥
নয়ন-আনন্দ, নদীয়ার লীলা, অঙ্কুরে ঘুচালি তোরা।
তাই ভেবে'ভেবে,' দুখী হরিদাস, জীয়ন্তে হ'য়েছে মরা॥

———

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর।

—✻—
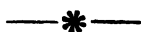
বিষ্ণুপ্রিয়া-দাস হ'তে যদি কর মন।
চরণ ধরিয়া কান্দ শ্রীবংশীবদন॥
শাশুড়ী বধূর সেবা করি দিনরাতি।
যতনে অর্জ্জিলা যেঁহো শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতি॥
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া দুঃখে যান গড়াগড়ি।
গৌরাঙ্গ-বিহনে কান্দে গুমরি গুমরি॥
যেঁহো প্রভু-দারুমূর্ত্তি ধামে প্রতিষ্ঠিলা।
বিষ্ণুপ্রিয়া-পদে যাঁর ভকতি অচলা॥
স্বয়ং প্রকাশ যাঁর পৌত্র রামচন্দ্র।
নরোত্তম-প্রাণসখা ভ্রাতা বীরচন্দ্র॥
জাহ্নবার বরপুত্র রামাই পণ্ডিত॥
বৈষ্ণব-প্রধান সর্ব্বগুণেতে মণ্ডিত॥
তাঁর পদযুগ ধরি ভজ বিষ্ণুপ্রিয়া।
যুগল ভকতি রসে জুড়াইবে হিয়া॥
বংশীবদন ঠাকুরের চরণ ধরিয়া।
দুখী হরিদাস গায় জয় বিষ্ণুপ্রিয়া॥

———

কলির ভজন।

—✻—

বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী চরণ স্মরিয়া।
ভজহ কলির জীব শচী-দুলালিয়া॥

বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণধন বিষ্ণুপ্রিয়া বিনা।
অন্য কেহ চিনাইতে পারে না পারে না ॥
নদীয়া-বিনোদ গোরা রসিক-নাগর।
বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ বলে করহ আদর ॥
যুগলে আছেন বসে নিত্য নদীয়ায়।
নিত্য-রাস হয় তাঁর শচী-আঙ্গিনায় ॥
বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ তাঁর প্রিয় নাম।
এ নাম লইলে হয় সর্ব্বসিদ্ধিকাম ॥
জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া সবে মিলে বল।
এ যুগলে মন্ত্র হয় কলির সম্বল ॥
কলি-জীব তরাইতে যুগল-প্রকাশ।
কলির জীবের নাম বিষ্ণুপ্রিয়া-দাস ॥
কৃষ্ণদাস হরিদাস সম এই নাম।
ইথে যে বিভিন্ন ভাবে গোরা তাহে বাম ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-দাস হয় ভজনাধিকারী।
তবে তার লভ্য হয় পঁহু গৌরহরি ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব বুঝা বিষম কঠিন।
যে পারে বুঝিতে ইহা সে হয় প্রবীণ ॥
কলির ভজন-তত্ত্ব গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
গায় পাপী হরিদাস আনন্দে মাতিয়া ॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মাহাত্ম্য।

বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী চরণ ধরিয়া।
কান্দ সবে মূঢ় জীব দিবস রাতিয়া॥
যাঁহার চরণ-তরি সাধন সম্বল।
দৃঢ়রূপে ধর সবে না হও চঞ্চল॥
গৌর-প্রেম সুধাসিন্ধু অপার্থিব ধন।
তাহার ভাণ্ডারী হ'ন সুতা সনাতন॥
গৌরাঙ্গ-ঘরণী তেঁহো জগত জননী।
দয়াবতী মাতৃমূর্ত্তি নারী-শিরোমণি॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-নামে হয় লীলা অনুভব।
গৌরাঙ্গ-লীলার স্ফূর্ত্তি ভাব অভিনব॥
মূঢ় জীব! সার কর মায়ের চরণ।
অনায়াসে লভ্য হবে ভকতি-রতন॥
"জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" ডাক্ একবার।
অনায়াসে পার হবি ভব-পারাবার॥
যুগলে বসায়ে ভজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
যুগল রূপ হের নয়ন ভরিয়া॥
মধু হতে মধু হবে হৃদয় তোদের।
যুগল-ভজন হয় প্রভাব নদের॥
নবদ্বীপ-রস-তরি দাঁড়ায়ে দুয়ারে।
ভবপারে যাবি যদি আয় ত্বরা ক'রে॥
ডেকে নিস্ দুরাচার পাপী হরিদাস।
বিষ্ণুপ্রিয়া পদতরি যার শ্রেষ্ঠ আশ॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব।

বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্বকথা জানিয়া গভীর।
নিষেধিলা প্রচারিতে গৌর প্রেমবীর॥
তাহান আদেশ হয় তাহানে লুকাতে।
প্রেম কথা পরকাশ হইবে কেমতে॥
প্রিয়াজির কথা তাই গ্রন্থে লেখা নাই।
পরছন্ন অবতার নদের নিমাই॥
বুঝিয়াও হেন কথা না বুঝে যে জন।
কেমনে জানিবে তত্ত্ব লুকান রতন॥
ভজনের পথ তার আছে বহুদূর।
প্রিয়াজি চিনিতে চাই পেম পরচুর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব হ'বে ধীরে পরচার।
কলিজীব নিস্তারিবে যাবে হাহাকার
প্রভুর আদেশ তাঁহে করিতে প্রচার।
বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্বকথা হইবে বিস্তার॥
কলির কলুষনাশী বিষ্ণুপ্রিয়া নাম।
সবে মিলে কর তাঁর পদে পরণাম॥
জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া মন্ত্র কর সার।
এ ভব-সাগর যদি হ'তে চাও পার॥
বুঝিয়াছ গৌর-তত্ত্ব বাকি বিষ্ণুপ্রিয়া।
সাধনা অপূর্ণ রবে না বুঝিলে ইহা॥
কয় পাপী হরিদাস চরণে ধরিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে বল সবে "জয় বিষ্ণুপ্রিয়া" ॥

গৌরভক্তের প্রতি।

চরণে ধরিয়া বলি শুন মহাজন।
বিষ্ণুপ্রিয়া-সাথে কর গৌরাঙ্গ-ভজন॥
বহুকাল গৃহ ছাড়ি গিয়াছেন প্রভু।
প্রিয়াজির তরে মন সুস্থ নহে কভু॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নাম সহ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাম।
প্রভুর হৃদয়ে দিবে প্রীতি অবিরাম॥
প্রিয়াজির অদর্শনে ছল ছল আঁখি।
কাঁদ' কাঁদ' মুখচন্দ্র নিত্য মুঞি দেখি॥
বলিতে নারেন দুখ প্রভু যাকে তাকে।
মনাগুণে কাঁদে গৌর পড়িয়া বিপাকে॥
কলিহত জীব তরে লইয়ে সন্ন্যাস।
প্রিয়াজির তরে মন সতত উদাস॥
হেথা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সোণার কমল।
গুমরি গুমরি কান্দে হৃদয় বিকল॥
নদের চান্দের প্রীতি যদি বাঞ্ছা কর।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ছবি হৃদিমাঝে ধর॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনের এই শ্রেষ্ঠ পথ।
সর্ব্বকাম-সিদ্ধি হয় পূরে মনোরথ॥
ভজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া লহ এই নাম।
জয় জয় নবদ্বীপ জয় প্রেম-ধাম॥
চরণ ধরিয়া কাঁদে দীন হরিদাস।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বলে পূরাবে কি আশ?

বঙ্গনারীর প্রতি।

মাতৃগণ !

তোমাদের করে ধরি করি নিবেদন।
প্রিয়াজির সহ কর গৌরাঙ্গভজন॥
গৃহলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া আদর্শ-রমণী।
কলিযুগ মাতৃমূর্ত্তি গৌরাঙ্গ-ঘরণী॥
ভজি দেখ বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গসহিত।
শান্তি-সুখ সদা পাবে হ'বে সর্ব্বহিত॥
রহিবেন পরিতোষ সর্ব্ব দেবদেবী !
সুশৃঙ্খলে হবে তব সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি॥
যুগলে বসায়ে গৃহে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
নিত্যপূজা কর দোঁহে প্রীতিপুষ্প দিয়া॥
সংসারের সার বস্তু পুত্র-কন্যাগণে।
শিখাও গৌরাঙ্গপ্রীতি পরম যতনে॥
যা কিছু উত্তম বস্তু গৃহেতে আনিবে।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার অগ্রেতে ভোগ দিবে॥
প্রেম ভক্তি অকপটে উপহার দিয়া।
গোলোকের ধন প্রেম লহ গো কিনিয়া॥
গৃহে গৃহে প্রেমমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করহ।
ভক্তি-প্রীতি শ্রদ্ধা দিয়ে দেবীরে পূজহ॥
সবে মিলে বঙ্গনারি ! গৌরপ্রিয়া ভজ।
যাঁর পাদপদ্ম-সেবা বাঞ্ছে ভব-অজ॥

জয় গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া সবে মিলে বল।
নরনারী এক হ'য়ে একপথে চল ॥
সোণার সংসারে আন সোণার ঠাকুর।
ধনরত্নে হবে তব গৃহ ভরপূর ॥
দুরাচার হরিদাস মাগে এই ভিক্ষা।
দাও তারে কেশে ধরে গৌর প্রেম শিক্ষা ॥

বালমতি শিশুদের প্রতি।

—❋—

লক্ষ্মি ছেলে ! লক্ষ্মি মেয়ে ! বল দেখি গৌর।
একবারটী বল্লে পথে এনে দেব মোর ॥
নদের রাজা শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া রাণী।
বল সবে গৌরহরি সুধামাখা বাণী ॥
মায়ে বাপে বাস্‌বে ভালো হবে ভাল বর।
ছেলে বেলা নাম নিলে গৌর বিশ্বম্ভর ॥
নদের চাঁদ গৌরহরি তোদের ঠাকুর।
নিত্যধাম নবদ্বীপ নহে বহুদূর ॥
গৌর-প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া জগত-জননী।
গৌর-মাতা শচীদেবী পবিত্র রমণী ॥
গৌরভ্রাতা বিশ্বরূপ মহামুনি যতি।
যাঁর নামে তরে যায় মহাপাপী অতি ॥
হরিনাম দিয়া গৌর পাপী উদ্ধারিল।
জীবদুখে কেঁদে কেঁদে সন্ন্যাস লইল ॥

রাজরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিখারিনী-বেশে।
কান্দাইল সর্ব্বলোক এই বঙ্গদেশে॥
নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ-ভগবান্।
জগন্নাথ-সনে তাঁর হ'ল অন্তর্ধান॥
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া দুখে জগত কান্দিল।
কলির জীবের মন তাহাতে দ্রবিল॥
এ সব সুন্দর কথা, পড় ভাই সব।
ছেলেবেলা হতে কর গৌরনাম জপ॥
গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া বলে নাচিয়া নাচিয়া॥
খেলে সবে প্রেমানন্দে হাসিয়া হাসিয়া॥
দেখে সুখী শুনে সুখী দীন হরিদাস।
তোমাদের দ্বারা হবে যুগল প্রকাশ॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী।

—*—

চম্পক-বরণী ধনী সনাতন-সুতা।
নাম তাঁর বিষ্ণুপ্রিয়া বহুগুণযুতা॥
গৌরাঙ্গ-ঘরণী তেঁহো নবদ্বীপেশ্বরী।
তড়িত প্রতিমাখানি দেবী ক্ষেমঙ্করী॥
কোটীচন্দ্র পদতলে পড়ি আছে তাঁর।
সর্ব্বদেব-দেবী পূজে পদ-যুগ যাঁর॥
নদীয়ার রাণী দেবী রাজরাজেশ্বরী।
অতুলন-রূপ তাঁর অনুপ-মাধুরী॥

নবদ্বীপময়ী মাতা কলিযুগেশ্বরী।
অবতীর্ণা যুগে যুগে দিতে পদতরী ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদসেবা সর্ব্বমূলাধার।
আজীবন করিলেন কণ্ঠমণিহার ॥
পতি-পাদপদ্ম ধ্যান-চিন্তা অবিরত।
করিতে করিতে দেহ করিলেন পাত ॥
কঠোর ভজন কথা শুনিলে যাঁহার।
মহাপাতকীরও হয় জীবনে ধিক্কার ॥
পাষাণ-হৃদয় দ্রব হয় যাহা শুনি'।
সেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ-রমণী ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-দাস যত মহাজনগণ।
কৃপা করি' মাথে মোর দাও শ্রীচরণ ॥
ভবরোগ মুক্ত হোক্ দীন হরিদাস।
দেবীর মাহাত্ম্য যা'র মনের উল্লাস ॥

নব-বৃন্দাবন।

—*—

নব বৃন্দাবন, নবদ্বীপ ধাম, নন্দ-নন্দন গোরা।
ইথে যার হয়, মনেতে সংশয়, হৃদি তার দুখে ভরা ॥
মহালক্ষ্মী-রূপা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নাহি কর ভিন্ন জ্ঞান।
পতিতের পিতা গৌর ভগবান্ নাহি তাঁর অভিমান ॥
বিলাইতে প্রেম দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত নরাকার রূপ ধরি।
সঙ্গেতে লইয়া পারিষদ যত অবতার গৌরহরি ॥

কলি-হত-জীব ক্লিষ্ট দেখিয়া দয়াল ঠাকুর মোর।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসলেন ধরা পাপীকে দিলেন কোর॥
যেমন দয়াল ঠাকুর আমার তেমনি গুণের মাতা।
ত্রিতাপ দগ্ধ কলির জীবের পাপের পরিত্রাতা॥
গৌর নামের এমনি মহিমা একবার ডেকে দেখ।
মায়ের চরণ ধূলির প্রসাদে (ওরে) পাবি তুই পরতেখ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মা পতিত-পাবনী কোলে তুলে ল'বে তোরে।
বল সবে মিলে জয় বিষ্ণুপ্রিয়া জয় গৌরাঙ্গ হরে:

শ্রী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

—*—

নাম বিষ্ণুপ্রিয়া মাখান অমিয়া, কত দয়া মার প্রাণে।
পতিতের তরে সদা আঁখি ঝরে, সুখ নাহি মার মনে॥
অধম জীবের ত্রিতাপ নাশিতে নয়নের জল দিয়া।
জনম মায়ের এ মর-জগতে নাম লয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
গৌর-ঘরণী রমণীর মণি প্রেমময়ী প্রেমদাত্রী।
পতিত-পাবনী অধম তারিণী জগ মাতা জগদ্ধাত্রী॥
কোলে করি বসি অধম পতিত পাপী তাপী দুরাচার।
আদর করিয়া দিতেছেন মুখে প্রেমরস সুধাধার॥
এমন জননী পাবি না পাবি না দুনিয়া খুঁজিয়া আর।
পতিতের মাতা গড়েছে বিধাতা পূর্ণ স্বতন্ত্র-আকার॥
হৃদয়-বেদনা নয়নের জল আকুল রোদনে মার।
ধৌত হবে পাপ কলির জীবের হইবে জীবোদ্ধার॥

তাই মা কাতরা আঁখি জলে ভরা সন্তান লইয়া বক্ষে।
নীরব রোদনে মহান্ সাধনা দিতেছেন প্রেম শিক্ষে॥
প্রেম-কল্পতরু পতিদেব গুরু দিয়াছেন মহামন্ত্র।
মা আমার তাই জপেন সতত জীবোদ্ধারের তন্ত্র॥
আয়রে আয়রে পতিত অধম মাতৃপূজা করি অগ্রে।
মায়ের চরণ ধূলির প্রসাদে পতিত যাইবে স্বর্গে॥
জয় মা জননী গৌর-ঘরণী পতিতের রাজরাণী।
বক্ষে তুলিয়া আদর করিয়া দাও মা অভয়-বাণী॥
তুমি না দেখিলে পতিত পাবনি! কার কাছে তারা যাবে।
শান্তিময়ীর চরণ ভিন্ন কোথায় শান্তি পাবে॥
শ্রীচরণ-রেণু পাইবার তরে ছুটিয়াছি পাপী সঙ্গে।
(তুমি) পাপী ভালবাস তাই মাখিয়াছি পতিতের ধূলি অঙ্গে॥
পতিত বলিয়া রেখ মা চরণে বড় পাপী হরিদাস।
সাধু-সঙ্গ ছাড়ি পতিত সঙ্গ করিয়াছি অভিলাষ॥

যুগল-প্রার্থনা।

বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণধন! গৌরাঙ্গ আমার।
প্রিয়াসনে কবে তোমা দেখিব আবার॥
সেই সে নদীয়াধামে, প্রিয়াজিকে লয়ে বামে,
কবে যে বসিবে তুমি ওহে প্রাণাধার॥

কবে হেন দিন হবে, "গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" রবে,
আনন্দে কলির জীব গাবে জয় গান।
যুগল মাধুরী হেরি, ঝরিবে গো আঁখিবারি,
দু'নয়নে বহি মোর মত্ত হবে প্রাণ॥
কবে বা বদনে মোর, "জয়-বিষ্ণুপ্রিয়া গৌর।"
মধু হ'তে মধু রব উচ্চারিত হ'বে।
সে দিন আসিবে কবে, যুগলে দেখিব যবে,
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ারূপ অতুলন ভবে॥
দিব আমি গড়াগড়ি, যুগল চরণ ধরি,
সর্ব্ব নদীয়ার মাঝে লুটায়ে ধুলায়।
দুই বাহু উর্দ্ধে তুলি, প্রাণ গৌরাঙ্গ বলি,
কান্দিয়া আকুল হ'ব নয়ন-ধারায়॥
সে দিন কি হবে মোর, আমি যে পাতকী ঘোর,
সংসার-রৌরব-কীট পাপী দুরাচার।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ধনে, না হেরিয়া আছে প্রাণে,
মন্দ ভাগ্য হরিদাস পশু নরাকার॥

যুগল প্রকাশ।

—*—

গৌর হে!

রহি রহি মোর, প্রাণ কাঁদে কেন,
(তোমার) রূপরাশি যবে মনে পড়ে।
রহি রহি আমি, চমকিয়া উঠি,
(আমায়) ডাকে যেন কেউ প্রেম ভরে॥

কে ডাকে আমায়, কিসের কারণে,
কোথা হ'তে আসে সে মধু-রব।
কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না,
মধুময় হেরি ভুনিয়া সব ॥
যখনই ডাকি হে ! মধুময় ডাকে,
গৌর-গোবিন্দ ! সাধন ধন !
তখনি কে যেন, হৃদয়ে পশিয়া
মধুময় করে পরাণ-মন ॥
কি জানি কে তিনি, মধু হ'তে মধু—
বচন তাঁহার, মাধুরী গায়।
প্রেমিক রসিক, নবনটবর,
নবীনা কিশোরী বামেতে ভায় ॥
(এমন) সোণার বরণ, সুঠাম গঠন,
কখন দেখিনি' সে নবরূপ।
গৌর-গোবিন্দ ! নয়নানন্দ !
তুমিই কি সেই নদীয়াভূপ ?
বামে বসি' ওই, প্রেমরূপিণী,
নদীয়ার রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া।
নাচ হে যুগলে, হরিদাসিয়ার,
হৃদি-নদীয়ায় তা'থিয়া থিয়া ॥

যুগল-গীতি।

—*—

ভজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-মূরতি।
লহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া নাম দিবারাতি॥
যুগল ভজনে হয় প্রেম সুখোদয়।
নরোত্তম নরহরির ভজন-নির্ণয়॥
প্রেমধন অর্জ্জনের সুগম এ পথ।
দেবীর কৃপায় হয় সিদ্ধ মনোরথ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী বড় কৃপাময়ী।
প্রেমধন দিয়া জীবে করেন বিজয়ী॥
কলির জীবের প্রতি তাঁন বড় দয়া।
ভজ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া বরদা অভয়া॥
'মা' বলিয়া ডাকি' তাঁরে বল "দয়া কর"।
'জ্ঞান বা অজ্ঞান-কৃত সর্ব্ব-পাপ হর'॥
নাম-মাত্র করিলেই পাপ হয় ক্ষয়।
কলিজীব পায় তাঁর চরণ-আশ্রয়॥
গৌরপ্রেম-দাত্রী তেঁহো জগত-জননী।
জয় জয় বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ-ঘরণী॥
হেন দয়াময়ী মাকে যে জন না ডাকে।
কেহ নাহি ত্রিভুবনে দয়া করে তাকে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়ি যদি ভজহ গৌরাঙ্গ।
ভজন সুসিদ্ধ নহে হয় রসভঙ্গ॥

সকল সিদ্ধান্ত-সার যুগল ভজন।
ইথে নাহি কর আন প্রভুর বচন॥
ভজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া মনের হরিষে।
বিনি মূলে কিনে লহ পাপী হরিদাসে॥

মাতৃভক্তের রোদন।

—*—

(অয়ি) মঙ্গলময়ি! বিশ্বরূপিনি, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়ে।
দীনহীন আমি, প্রেমধন নাহি, পুজিব তোমায় কি দিয়ে॥
পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনা-বাণী, প্রেম না থাকিলে,—কিছু না।
প্রেমময়ী তুমি, প্রেমাকাঙ্ক্ষী আমি, অধমে কর মা! করুণা।
জগ-ভরি খুঁজি, পাবেনাক' তুমি, মো সম পাতকী দুইটী।
জগতের মাঝে, ধরমের সাজে, পতিত অধম কপটী।
কৃপায় তোমার, পা'ব প্রেমধন, পা'ব প্রেমময় গৌরাঙ্গ।
বান্ধিয়া বুক, আশার আশায়, তাই লইয়াছি সঙ্গ।
ছাড়িব না মাগো! চরণ তোমার, না করিলে কৃপা অধমে।
চরণের রেণু, ক'রে রাখ মাগো! ঠেল না দাসেরে চরণে।
মনের ভরমে, জানি নাই তোমা, বৃথায় জীবন কাটানু।
মরমে মরিয়া, কাঁদিতেছি তাই, পরাণের কথা কহিনু।
ধরম করম, ভজন-সাধন, কিছু নাহি জানে নারকী।
শিশুর সম্বল, কেবল রোদন, তুমি শিখায়েছ তাই কি?

সাধনের পথ, দেখায়েছ তুমি, শিশুর সম্বল ধরিব।
চরণ ধরিয়া, ধুলাতে লুঠায়ে, শিশুর মতন কাঁদিব।
মা জননী তুমি, আমি গো সন্তান, কতদিনে তারে কাঁদাবে।
কেঁদে কেঁদে হরি, প্রাণে গেল মরি, ম'রে গেলে আর কি দিবে?
জীবন থাকিতে, যা' কিছু দিবার, দাও তারে কৃপা করিয়া।
শেষের সম্বল, গৌর-প্রেম-ধন, দাও তার প্রাণ ভরিয়া।

অভয়বর-প্রার্থনা।

(দেবীর চরণে)

—*—

দাও মা অভয় অভয়া!
(আমি) পাব কি গৌর-নিধিয়া?
তরাশে মরি মা!, উপায় দেখি না,
কাঁদিয়া বেড়াই নদীয়া।
কোথাও না দেখি, গৌর-গুণনিধি,
(মাগো) ম'লাম আমি যে খুঁজিয়া।
খুঁজি ঘরে ঘরে, নদীয়া-নগরে,
পথেতে বেড়াই কাঁদিয়া।
সুরধুনী-তীরে, খুঁজি ঘুরে ফিরে,
কোথা গেল গোরা চলিয়া॥

প্রাণ কাঁদে মোর, না পেয়ে গৌর,
সরব নদীয়া খুঁজিয়া।
পুছি জনে জনে, জান গৌর-ধনে,
কেউ ত দিল না বলিয়া।
এই নদীয়ায়, শচী-আঙ্গিনায়,
(গোরা) খেলিত নাচিয়া নাচিয়া।
অপরূপ রূপ, নদীয়ার ভূপ,
সকলে দেখিত চাহিয়া।
শচীর দুলাল, ব্রহ্ম-গোপাল,
হরি হরি বোল বলিয়া।
নাচিত এখানে, ঝরিত বদনে,
সুধার আধার অমিয়া।
গেল কোথা গোরা, মোর মনোচোরা,
নদীয়ার সুখ ফেলিয়া।
খুঁজে হনু সারা, ভয়ে দিশেহারা,
না পা'নু গৌর-নিধিয়া।
হইয়ে হতাশ, দীন হরিদাস,
বৃথায় বেড়ায় খুঁজিয়া।
ব'লে দাও তুমি, ওগো মা জননি,
(সে) পাবে কি গৌর-নিধিয়া ?

দুঃখের কথা।

(শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট)

—*—

দাও মা ব'লে, কোথায় গেলে, গৌরমণি পাব গো।
দুনিয়া খুঁজে, মিলিল না যে, পরাণে আমি মরি গো ॥
মনের মাঝে, নদীয়া-রাজে, যতন করে এঁকেছি।
মানস-চোখে, সে রূপ দেখে, জীবন মম রেখেছি ॥
যতই ভাবি, গৌর-রবি, মনের মাঝে বিকাশে।
তৃপ্তি নাহি, স্বরূপ চাহি, মাধুরী হেরি প্রকাশে ॥
কহিব কথা, বল্‌ব ব্যথা, চরণ ধরে কাঁদিব।
লুটায়ে পদে, বিকল হৃদে, গৌর ব'লে ডাকিব ॥
(তার) চরণ-তলে, এ দেহ ফেলে, ধুলায় আমি লুটায়ে।
কাঁদ্‌বো কত, বলবো যত, মনের দুঃখ বিনায়ে ॥
রেখেছি পুষে, দেখার আশে, জীবনভরা যাতনা।
বলিব তারে, একেক ক'রে, শতেক মন-বেদনা ॥
(মাগো) তোমার দুখে, বিঁধেছে বুকে, কি শেল, তাহা দেখা'ব।
পরাণ খুলে', নয়ন-জলে, দুখের কথা জানাব ॥
পাই গো যদি, গুণের নিধি, তোমার কৃপা-প্রভাবে।
(তারে) আদর ক'রে, আন্‌বো ধরে, যেথায় পাব যে ভাবে ॥
দাও মা বলে, কোথায় গেলে, গৌরহরি মিলিবে।
চরণে ধরি, পরমেশ্বরি, পাঠাও মোরে ত্রিদিবে ॥

পাইব দেখা, জীবন-সখা, আনিব তারে ধরিয়া।
দেখিব তারে, পরাণ ভ'রে, রূপের খনি অমিয়া ॥
বলিব তারে, করুণা ক'রে, প্রাণের কথা আমারি।
ধরিয়া পদ, ভবসম্পদ, কাঁদিছে তব দাস হরি ॥

যুগল মিলন-গীতি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন।
জয় দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সুতা সনাতন ॥
জয় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া নদীয়াযুগল।
যে রূপের মাধুরীতে সবাই পাগল ॥
সেইরূপ নিরখিতে, সদা সাধ হয় চিতে,
সুখের স্বপনে কভু দেখি চকিতে।
এস মোর রসরাজ! পরিয়া নাটুয়া-সাজ,
সাথে লয়ে রাসেশ্বরী মিশ্র-দুহিতে ॥
ভুবনে আসিয়া কর সেই লীলা,
দেখাও আবার পীরিতের খেলা,
প্রেম-রসধারে ভাসায়ে জগত,
স্বরগ-অমিয়া ঢাল অবিরত,
জীবের হৃদয় সরস কর।
নদীয়ার চাঁদ নদীয়া এস হে!
নদীয়ার লোক মরে যে বিরহে,

শচী-আঙ্গিনায় প্রিয়া লয়ে বসি,
নদীয়ার লীলা পুন পরকাশি,
যুগলরূপের মাধুরী ধর ॥

শচীর অঙ্গন, উজোর করিয়া, এস হে নিমাইচাঁদ।
তেমনি করিয়া, পাতকী ধরিতে, পাত' হে প্রেমের ফাঁদ ॥
কত কাল হ'ল তুমি এসেছিলে,
রূপের মাধুরী গিয়াছি যে ভুলে,
দাও তুমি নাথ আবরণ খুলে,
দেখাও আবার মাধুরী রূপের।

আবার ভুবন হউক উজল,
ঝরুক পাপীর নয়নের জল,
হরিনামে হোক্ প্রাণ সুশীতল,
নাচ তুমি এসে পথেতে নদের ॥

হবে কি সে দিন নাথ ! জীবের ভাগ্যেতে।
পাইবে আবার তারা তোমারে দেখিতে ॥
দিন যায় দিন আসে, তুমি আছ পরবাসে,
ভুলিয়া আশ্রিত জন অধম পতিতে।
পুন কবে দেখা পাব পার কি বলিতে ?
নদীয়ার ভূপ অতুল অনুপ,
নদীয়ার লীলা জীব-সনে খেলা,
নদীয়ানাগর রসের সাগর,
নদীয়ানাগরী রসের নাগরী
নদীয়ার রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া।

অবতারসার গৌর আমার,
সেই নদীয়ায় আসিবে আবার,
আয় সবে মিলে, হরি হরি বলে,
ডাকি রসময়ে, মনপ্রাণ খুলে,
কাঁদি সবে চরণ ধরিয়া।

বল জয় জয়, কি ভয় কাহার, শমন-দমন গোরা।
বরদা অভয়া, মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া, পতিত অধম মোরা॥
কি ভয় মোদের? বাসনা তোদের, পুরাবেন ভগবান্।
যুগল হইয়া, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, আসিবেন ধরাধাম॥
মনোরমা পুরী, পুণ্য নগরী, নবদ্বীপ প্রেমধাম।
নয়নানন্দ, গৌরচন্দ্র, কর সবে পরণাম॥
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া, চরণ ধরিয়া, কাঁদ সবে প্রাণভরে।
শুনায়ে শুনায়ে, পাপী হরিদাসে, গাও নাম গৌরগরে॥

আক্ষেপোক্তি।

(শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি)

(১)

(মাগো!) তুমি বড় বোকা মেয়ে।
কি বুদ্ধি তোমার, বুঝে উঠা ভার,
ভাল মন্দ নিজ, কিছুই না বুঝ,
মঙ্গল না দেখ চেয়ে।

কাহারে না বল, কিসে হয় ভাল,
বসিয়া বিরলে, কি কাজ করিলে,
নিজ মাথা নিজে খেয়ে।
(মাগো !) তুমি বড় বোকা মেয়ে।

(২)

(তুমি) নিজ সুখে বাদী হ'লে।
পতি হবে যতি, দিলে অনুমতি,
এ কেমন কাজ ? শুনে পাই লাজ,
কত কথা লোকে বলে।
নিজ চরণেতে, বালিকা বুদ্ধিতে,
মারিলে কুঠার, তীক্ষ্ণ খরধার,
ভুলিয়ে শঠের ছলে।
(মাগো !) নিজ সুখে বাদী হ'লে॥

(৩)

র) বুদ্ধিকে বলিহারি !
(তুমি) অবোধিনী বালা, সুমতি সরলা,
কুচক্রে পড়িয়া, আপনা ভুলিয়া,
প্রাণনাথে দিলে ছাড়ি।
বুঝিলে না তুমি, গৌরগুণমণি,
তুমি না বলিলে, যাইত না চলে,
ছাড়িয়া এ ঘর বাড়ী।
(তোমার) বুদ্ধিকে বলিহারি।

(৪)

(তোমার) বালবুদ্ধি যায় নাই।
সবাই আমরা, ডাকিতেছি গোরা,
যুগল মিলাব, যুগলে বসাব,
তাতে কেন বাধা পাই।
ছাড়ি অভিমানে, বস আসি বামে,
এসেছেন তব, প্রাণবল্লভ,
এস মা ! নদীয়ারাই !
(এখনও) বালবুদ্ধি যায় নাই ॥

(৫)

(যুগলে) এস নদীয়ার রাণি !
কুম্ভ সারি সারি, রাখিয়াছি ভরি,
গাঁথি ফুলমালা, ভরিয়াছি ডালা,
পূজিব পাদু'খানি।
(হরি) ধরিয়া চরণ, করে নিবেদন,
মরমের কথা, পরাণের ব্যথা,
জান গো অন্তরযামি !
(যুগলে) এস নদীয়ার রাণি !

——✱——
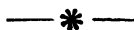
শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।

(জয়) গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া বলে সবে মিলে ডাক গো, সবে মিলে ডাক।
যুগলচরণধূলি সবে শিরে মাখ গো, সবে শিরে মাখ ॥
নদীয়ামাধুরী যত দোঁহেতে মিলন গো, দোঁহেতে মিলন।
রূপের ছটায় ফোটে সোণার কিরণ গো, সোণার কিরণ ॥
নদীয়ার চাঁদ গোরা রসের সাগর গো, রসের সাগর।
(সে যে) রসময় রসরাজ নদীয়ানাগর গো, নদীয়ানাগর ॥
(গোরা) করুণার অবতার বড় দয়াময় গো, বড় দয়াময়।
(তারে) ডাকিলে একটীবার সদা কাছে রয় গো, সদা কাছে রয় ॥
বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ বলে' ডাকিলে তাহারে গো, ডাকিলে তাহারে।
ছুটে এসে কাছে বসে বদন নেহারে গো, বদন নেহারে ॥
প্রাণপ্রিয়া কথা শুনে কত হাসি হাসে গো, কত হাসি হাসে।
শুনিতে শুনিতে কভু আঁখিজলে ভাসে গো, আঁখি জলে ভাসে ॥
কিমধু সে আঁখিজলে হাসিতে কি সুধা গো, হাসিতে কি সুধা।
(সুধু) হাসায়ে কাঁদায়ে গোরা মেটে কি সে ক্ষুধাগো, মেটে কি সে ক্ষুধা॥
কিকরে মিলায়ে দিব গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াগো, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
তাই ভেবে কেঁদে মরে এ হরিদাসিয়াগো, এ হরিদাসিয়া ॥
মানিনী সে বিষ্ণুপ্রিয়া আসিতে না চায় গো, আসিতে না চায়।
যুগলে বসিতে বালা বড় লাজ পায় গো, বড় লাজ পায় ॥
(সে যে) সরমে ঝুরিয়া মরে মরম না কয় গো, মরম না কয়।
নিলাজ নিমাই তারে করে বড় ভয় গো, করে বড় ভয় ॥
মরমেতে দিয়ে ব্যথা গৃহ ছাড়ি গেল গো, গৃহ ছাড়ি গেল।
সরলা অবলা বালা বুকে মারি শেল গো, বুকে মারি শেল ॥

মনের সরমে গোরা কাঁদিয়া বেড়ায় গো, কাঁদিয়া বেড়ায়।
দেখে শুনে হরিদাসী করে হায় হায়গো, করে হায় হায়॥

যুগল-সেবা-ভিখারীর প্রার্থনা।

দেখতে মোরা, ন'দের গোরা, চলেছি নদীয়ায়।
যুগলরূপে, নদীয়াভূপে, দেখবি যদি আয়॥
(আবার) প্রেমের খেলা, নদে'র লীলা, করবে গোরারায়।
(ল'য়ে) ফুলের মালা, ভরিয়ে ডালা, আয়রে তোরা আয়॥
হবে কি শোভা, পরাণ-লোভা, শচীর আঙ্গিনায়।
নদীয়াবাসী, সুখেতে ভাসি, কাঁদবে ধরি পায়॥
সারা নদীয়া, কাতর হিয়া, যুগল-সেবা চায়।
চতুর্দ্দিকে, মায়ের শোকে, উঠেছে হায় হায়॥
যুগল-সেবা, পায়রে কেবা, বিশাল দুনিয়ায়।
ভাগ্যবানে, দেখবে বামে, আমার সোণামা'য়॥
সোণার মেয়ে, আছে যে চেয়ে, পথের পানে হায়।
ক্ষেত্র হ'তে, দরশ দিতে, আসবে গোরারায়॥
(তাই) সবাই মিলে, লহর তুলে, যুগলনাম গায়।
যুগলরূপে, পরাণ স'পে, হরি যে মরে যায়॥

নদীয়াবাসীর নিবেদন।

আর কতকাল, হে শচীদুলাল! রহিবে নদীয়া ছাড়ি।
ভাল না দেখায়, ওহে গোরারায়! চল হে আপন বাড়ী॥

সোণার সংসার, গেল ছারখার, তোমা বিনে গৌর হরি!
চারিদিকে শুনি, হাহাকারধ্বনি, হা হুতাশ নদে ভরি॥
মাতা আধমরা, ঘরণী অধীরা, দিশেহারা নিজজন।
সাধের নদীয়া, গেল যে পুড়িয়া, তোমা বিনে প্রাণধন॥
শ্রীবাস-অঙ্গন, শূন্য হে এখন, কেউ নাহি যায় তথা।
সব নিজজনা, উদাস বিমনা, নীরবে সহিছে ব্যথা॥
শচীর আঙ্গিনা, নাহি যায় চেনা, দুয়ারে যাইতে মানা।
নদীয়ার বাট, সুরধুনীঘাট, হইয়াছে যেন কানা॥
জীয়ন্তে মরিয়া, রয়েছে নদীয়া, তরুলতা হ'ল কাঠ।
পশু পাখী সবে, কাঁদিছে নীরবে, নীরব গঙ্গার ঘাট॥
সব চেয়ে দুখী, সেই বিধুমুখী, কৃপা করে ছিলে যারে।
নবীন যৌবনে, সেজেছে যোগিনী, অসহ দুখের ভারে॥
গিয়াছে শুকায়ে, সোণার কমল, ক্ষুধা তৃষা নাই তার।
বসি অবিরাম, জপে তব নাম, ঘুচাতে দুখের ভার॥
এত দুখ সহে, কথাটি না কহে, শচীমার মুখ চেয়ে।
আদেশে তোমার, সেবা করে তাঁর, সে যে বড় ভাল মেয়ে॥
শচী বৃদ্ধা জরা, হ'য়ে মণিহারা, পাগলিনী মত ধায়।
বালা বিষ্ণুপ্রিয়া, হস্ত ধরিয়া, গৃহেতে লইয়া যায়॥
এসব কাহিনী, দুখময় বাণী, বলিতে হৃদয় ফাটে।
কত কথা বলে, অবুঝ সকলে, নদীয়ার ঘাটে বাটে॥
ভাল না দেখায়, ওহে গোরারায়! এস আপনার বাড়ী।
পরদেশী বঁধু! স্বদেশে এস হে! করঙ্গ কৌপীন ছাড়ি॥
সোণার সংসার, পাতাও আবার, পাতিয়ে প্রেমের ফাঁদ।
হরিদাসিয়ার,— সাধনার সার! ও মোর নদীয়াচাঁদ!

শ্রীগৌরান্বেষণ।

(আমি) মরি যে সরমে, মনের ভরমে, দুকূল আমার যায়।
গেছে ইহকাল, যাবে পরকাল, না ভজিয়ে গোরারায়॥
কি কব আমার, মরমের ব্যথা, মনদুখে হৃদি ফাটে।
পরাণের ধন, খুঁজিয়া বেড়াই, নদীয়ার ঘাটে বাটে॥
শচী-আঙ্গিনায়, নাই গোরারায়, আঁধার নদীয়াধাম।
বৃথা ছুটাছুটি, মনু মাথা কুটি, বিধি হ'ল মোরে বাম॥
শ্রীবাস-অঙ্গন, কি ভীষণ বন, যথায় নাচিত গোরা।
গঙ্গার ঘাট, হ'য়ে আছে মাঠ, নদীয়া গৌরহারা॥
শচীগৃহে নাই, সোণার নিমাই, নাইসে বিষ্ণুপ্রিয়া।
নদীয়া আঁধার, শুনি হাহাকার, আকুল হইল যে হিয়া।
রহিতে নারিনু, গৌরহারা দেশে, বাহিরিনু পথে ছুটে।
গৌর খুঁজিতে, এদেশ ওদেশ, মরিলাম মাথা কুটে॥
কোথাও না পেয়ে, দরশন তার, আসিলাম ব্রজধামে।
পথে পথে ফিরি, মনচোরে ঢুঁড়ি, পুছি মুই জনে জনে।
গৌরবরণ, নদীয়ার চান্দ, এসেছে কি ব্রজপুরে।
কেউত বলে না, দেখাত পাই না, মরি আমি ঘুরে ঘুরে॥
নিতি মোর কাজ, মনচোরে খোঁজা, বরজ বিপিন মাঝে।
লুকায়ে কভু বা, দেখা পাই গোরা, কি জানি কেমন সাজে॥
চঞ্চল হৃদি, ব্যাকুলিত মনে, নিশি দিশি গোরা খুঁজি।
বিনে গোরাধন, বৃথায় জীবন, সবে মোর ওই পুঁজি॥
কোথা গেলে পাই, নদে'র নিমাই, কবে বা পূরিবে আশ?
তাই ভেবে ভেবে, জীয়ন্তে মরিল, অকিঞ্চন হরিদাস॥

শান্তি।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

কোথা নাহি পাই, ত্রিজগতে নাই, কেবল মনের ভ্রান্তি।
বৃথা অন্বেষণ, এতিন ভুবন, কোন খানে ইহা নাই॥
নহে জগতের, এ ধন তোদের, গোরাপদে এর ঠাঁই।
ছুনিয়া খুঁজিয়া, এখনি অমিয়া, পাবেনা'ক তুমি ভাই॥
গৌরচরণ, করিলে শরণ, তবে ত এ ধন পাই।
ত্রিতাপের দুখ, ধরমের ভুখ, শান্তি পিপাসা যত।
ঘুচি'ব মিটিবে, হৃদয়ে বহিবে, সুধাধার অবিরত॥
নদীয়ার গোরা, প্রেমভাবে ভোরা, পদ তাঁর সুশীতল।
চিরশান্তিময়, তাঁর পদদ্বয়, পরানন্দ অবিকল॥
সোণার বরণ, গৌরচরণ. চিরশান্তি নিকেতন।
জগত আনন্দ, গোরাপদদ্বন্দ, কর সবে আবাহন॥
শান্তি পাইবে, দুঃখ যাইবে, ঘুচে' যা'বে হাহাকার।
হা' গৌরাঙ্গ বলি,' দু'টি বাহু তুলি', নাচ দেখি একবার॥
"গৌর-নিতাই", বল দেখি ভাই! অকপটে হৃদি খুলে'।
করতালি দিয়ে, লাজ মান থুয়ে, নাচ দেখি দুলে' দুলে'॥
দেখিবে কেমন, চারু সুশীতল, গৌরচরণ তল।
ত্রিতাপ জ্বালায়, শান্তি নিলয়, তৃষায় পাণীয় জল॥
শান্তি না মিলে, দুনিয়া খুঁজিলে, বিনা গোরাপদাশ্রয়।
না জানিল ইহা, ভব-মদ-লেহা, হরিদাস নীচাশয়॥

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় সমর্পণমস্তু।

(সমাপ্ত)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত।

শ্রীহরিদাস গোস্বামি-বিরচিত।

মূল্য ২॥০ টাকা।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীল রাধাচরণ গোস্বামী বিদ্যাবাগীশ মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় বঙ্গভাষার একজন সুলেখক এবং কবি। তিনি পরম গৌরভক্ত। সমুদয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পত্রিকায় ইঁহার লিখিত সুমধুর গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইনি শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-চরিত শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই অভিনব শ্রীগ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া তিনি বৈষ্ণবজগতের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ঘরণী। তাঁহার মধুময় আদর্শ পবিত্র চরিত্র-কাহিনী প্রকাশ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। এই সুবৃহৎ শ্রীগ্রন্থখানি অতি সুললিত ও সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই শ্রীগ্রন্থে প্রকাশিত পদাবলী অতিশয় মধুর হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞ গৌরভক্তবৃন্দকে এই গ্রন্থখানি ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে অনু-রোধ করি। ইহার মূল্য ২॥০ টাকা।

অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য ও স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীল মতিলাল ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"শ্রীগ্রন্থপাঠে আমি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলাম। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করেন, তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ভজনা করেন, তাঁহারা ধন্যতর, আর যাঁহারা শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াকে যুগল-রূপে ভজনা করেন, তাঁহারা ধন্যতম। তুমি শুদ্ধ, শেষ শ্রেণীভুক্ত নও, তুমি সেই যুগলভজন অতিবিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট ভাষায় প্রচার করিয়াছ,

সুতরাং তোমার ভাগ্যের পরিসীমা নাই। তোমার ভাগ্য বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত। আমার গোলোকগত অগ্রজ মহাশয় (মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ) ইহ-জগতে থাকিলে, তিনি তোমাকে আজ কোলে করিয়া নৃত্য করিতেন।"

জগদ্বিখ্যাত বিশ্বকোষ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আপনার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এই জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

পোষ্ট্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু নলিনীকান্ত রায় বি, এ, লিখিয়াছেন :—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিতপাঠে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের রসের পবিত্র উৎস অতি দুর্গম স্থানে অবস্থিত। শ্রীভগবান্ আপনাকে রসলোলুপ অথচ দুর্ব্বল ভক্তবৃন্দের পথ প্রদর্শক হইবার শক্তি দিয়াছেন। এক্ষণে স্বাস্থ্য প্রদান করুন এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।"

গৌর-গত-প্রাণ উদীয়মান বৈষ্ণবকবি শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর কুণ্ডু কাব্য-কণ্ঠ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"গ্রন্থকার মহোদয় হৃদয়ের পূর্ণাবেগে এই শ্রীগ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। তিনি শ্রীবৈষ্ণবভাণ্ডারে একটি অভিনব মহামণি প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের রচনা ও ভাবমাধুর্য্য এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে যে, এই গ্রন্থপাঠে অতিবড় পাষণ্ডের মনও গলিয়া যায়, সে পাষাণহৃদয় হইলেও কাঁদিয়া ফেলে। এই শ্রীগ্রন্থের দ্বারা বৈষ্ণবজগতের অশেষ কল্যাণ সাধন হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপাপাত্র ভিন্ন এমন উপাদেয় গ্রন্থ কেহ রচনা করিতে পারেন না।"

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-দাস শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার শ্রীল নৃত্যগোপাল গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"প্রভুপাদ শ্রীল হরিদাস গোস্বামি প্রণীত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইয়াছে। ইহাতে জানিবার, বুঝিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, শ্রীমহাপ্রভুর জীবনী ও লীলা-সমূহ বিভিন্ন মহাজন কর্ত্তৃক বিভিন্নভাবে দৃষ্ট ও লিখিত হইয়াছে। যিনি যত নিকটে আসিয়া দেখিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার লেখা সেই পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু সকলেই প্রায় শ্রীগৌরাঙ্গের বাহিরের বিষয় লইয়াই লিখিয়াছেন, কেহই মহাপ্রভুর অন্তঃপুরের বিষয় লইয়া বড় একটা নাড়াচাড়া করেন নাই। এই শ্রীগ্রন্থখানি মহাপ্রভুর অন্তঃপুর হইতে লিখিত। শ্রীপ্রিয়াজীর সহিত তাঁহার যে লীলা ও ভাবসম্বন্ধ, তাহাই কেবল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীগৌর হরির যে দিক্‌টা একাল যাবৎ বাহির হইতে একেবারেই আবৃত ছিল, এ শ্রীগ্রন্থে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। শ্রীগ্রন্থখানির ভাষা ও ভাবের সমন্বয়গুণে, ইহার প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে ও বর্ণে বর্ণে এক অপূর্ব্ব উন্মাদিনী-শক্তি পাঠকের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়। ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, ভাবও তেমনি হৃদয়গ্রাহী। শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসের দারুণ কঠোরতায় যে পাষাণ-প্রাণ দ্রব হয় নাই, আজি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কাঙ্গালিনীবেশে তাহার দ্বারে উপস্থিত, আমার ধারণা শ্রীগৌরহরির ক্লেশ দেখিয়া যে জীব হরিনাম লয় নাই—আজ দেবীর কাতরতা দেখিয়া তাহারও হৃদয় গলিবে এবং সেও হরিনাম লইবে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই পরম মঙ্গল শ্রীগ্রন্থখানি জগজ্জীবের গৃহে গৃহে পূজিত হউন। ইহার যে কি ফল পাঠক পাঠ করিলেই হৃদয়ে অনুভব করিবেন। কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।"

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীভাগবতধর্ম্মমণ্ডলের সুযোগ্য সম্পাদক পরম গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামী ভাগবতরত্ন লিখিয়াছেন :—

"এই অভিনব ভক্তিগ্রন্থপ্রণেতা শ্রীল হরিদাস গোস্বামী মহাশয়

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চিহ্নিত দাস। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত। দেবীর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া তিনি এই উপাদেয় শ্রীগ্রন্থখানি রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। দুষ্প্রাপ্য ও অপরিজ্ঞাত দেবীর আদ্যন্ত লীলাগুলি অতি সুন্দর, সুললিত ও সরল ভাষায় এই শ্রীগ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। দেবীর পরম পবিত্র জীবনকাহিনী তাঁহার কঠোর ভজনবৃত্তান্ত ও প্রভুর সন্ন্যাসের পর তাঁহার বিরহোন্মাদ-দশা পাঠ করিলে, পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়। ভক্ত ও অভক্ত উভয়ে এই পরমমঙ্গল শ্রীগ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন। কেহই নয়নজল সংবরণ করিতে পারিবেন না, ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। প্রেমাশ্রুবিসর্জ্জনে—তাঁহাদের হৃদয় দ্রব হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনোপযোগী হইবে। এই উদ্দেশেই গ্রন্থকার এই অভিনব শ্রীগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সে উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছে ইহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার লীলাবর্ণনে সিদ্ধহস্ত। তাঁহার সরল অথচ ভাবপূর্ণ মধুর ভাষায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মধুময়চরিত্র সর্ব্বচিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শ্রীগ্রন্থ-সত্ত্ব শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-সেবা-প্রকাশে উৎসর্গীকৃত। এই শ্রীগ্রন্থখানি ভক্তিমতী বঙ্গরমণীগণের অবশ্য পাঠ্য। বঙ্গের প্রতিগৃহে এই শ্রীগ্রন্থ পঠিত হইলে কলির জীবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে।

এই শ্রীগ্রন্থের হিন্দি অনুবাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে হইতেছে, অন্যান্য ভাষাতেও ইহার অনুবাদের ব্যবস্থা হইতেছে।"

প্রাপ্তিস্থান—

গ্রন্থকারের নিকট—কেশীঘাট, শ্রীধাম-বৃন্দাবন।

অথবা—

ম্যানেজার—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেস, ৪৭।১ শ্যামবাজারষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।

(মাসিক-পত্রিকা)

(শ্রীধাম-বৃন্দাবন হইতে শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।)

মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য পণ্ডিতশিরোমণি শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, ষড়্‌দর্শনাচার্য্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত দামোদরলাল গোস্বামী শাস্ত্রী এবং শ্রীল রাধাচরণ গোস্বামী বিদ্যাবাগীশ মহোদয় দ্বারা পরিদর্শিত ও পরিচালিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, বৈষ্ণব কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ এই শ্রীপত্রিকার লেখক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সকল তত্ত্ব এই শ্রীপত্রিকায় আলোচিত হইবে। শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্বানুশীলন, শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়াধুপালতত্ত্ব প্রচার এই শ্রীপত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহার শেষ ভাগে পৃথক পত্রাঙ্কে অপ্রকাশিত প্রাচীন গোস্বামীভক্তিগ্রন্থসকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন,

শ্রীহরিদাস গোস্বামী কেশীঘাট, শ্রীধাম-বৃন্দাবন।

অথবা—

ম্যানেজার—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেস, ৪৭।১ শ্যামবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা